উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ মঙ্গলবার ৪.০০ টাকা 19 November 2024 Tuesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 180

সদস্য সংগ্রহে ডাহা ফেল বঙ্গ বিজেপি

পাঁচের পাতায়

সংস্কৃত শ্লোকে ব্রাজিলে স্বাগত মোদি

সাতের পাতায়

কথায় কথায়

কলজের জোরও লাগে বাজারে ঢুকতে

আশিস ঘোষ

বাজারে ঢুকতে এখন শুধু ট্যাঁকের জোরই নয়, কলজের জোরটাও লাগে। চতুর্দিকে শাকসবজি, ফলমূল, মাছমাংসের যা দাম তাতে হার্ট বেশ মজবুত না হলে যে কোনও সময় অঘটন ঘটে যেতে পারে। তেল, নুন, চাল, ডাল যে কোনও জিনিস এক সপ্তাহ আগে যা ছিল এক সপ্তাহে তা সবই বেড়েছে কিলোয় চার-পাঁচ টাকা করে। কোনওটা প্রায় দুই গুণ। কেউ দেখার নেই, কেউ বলার নেই। শীতের সময় সবজির যে পড়তি দরের বাজার থাকত ফি বছরই ম্যাট্রিক বছর, তা এখন অতীত। এই চড়া দাম পোষালে নেবেন, নইলে বাইরে যান।

অর্থনীতির পণ্ডিতেরা নানারকম ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। সেইসঙ্গে নানা পরিসংখ্যান। সেসব সংখ্যা ফলাও করে ছাপা হয়। নানারকম তক্কো হয়। সরকার আর বিরোধীদের তর্জা শুরু হয়। দিনান্তে আপনার পাশে কেউ নেই। খরচ যা তা আয়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছে না। আপনি বাজারের ফর্দ ছোট করতে করতে, শখের খাবারের মায়া ত্যাগ করতে করতে ক্রমশই নুইয়ে পড়ছেন। মাসে বারদুয়েক রেস্তোরাঁয় সপরিবার খাওয়া, মাল্টিপ্লেক্সে সিনেমা দেখা কিংবা এদিক ওদিক ঘুরতে যাওয়ার সাধ তুলে রাখতে হয় অক্ষমতার কুলুঙ্গিতে। আপনি মাসমাইনের কেরানি, একশো টাকার বাজার খরচ কমাতে কমাতে আর থই খুঁজে পান না। আপনি মধ্যবিত্ত থেকে নিম্ন, আরও নিম্নমধ্যবিত্ত হওয়ার দিকে ঢলে পড়ছেন প্রতিদিনই। এর উপরে রয়েছে ওষুধের খরচ। লাফিয়ে বাড়ছে। থই পাচ্ছেন না বয়স্করা।

আপাতত পরিসংখ্যান বলছে, দেশে প্রথম মূল্যবৃদ্ধি সরকারের যাবতীয় হিসেবনিকেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এখন ৬.২১ শতাংশ, যা আগের মাসে ছিল ৫.৪৯ শতাংশ। রিজার্ভ ব্যাংক ভেবে রেখেছিল মূল্যবৃদ্ধি থাকবে ৪ শতাংশের ঘরে। কোথায় কী! খাবারের মুদ্রাস্ফীতির দর যেখানে সেপ্টেম্বরেও ছিল ৯.২৪ শতাংশ, অক্টোবরে তা হয়েছে ১০.৮৭ শতাংশ। এক মাসে সবজির দর ৩৫.৯৯ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪২.১৮ শতাংশ। মাছমাংস ২.৬৬ থেকে হয়েছে ৩.১৭ শতাংশ। এনিয়ে কথা উঠতেই রিজার্ভ ব্যাংক জানিয়ে দিয়েছে পরিস্থিতি হাতের বাইরে যাচ্ছে। সুদের হার কমানোর প্রশ্নই ওঠে না। এরপর দশের পাতায়

ধোঁয়া উড়িয়ে স্বমহিমায়

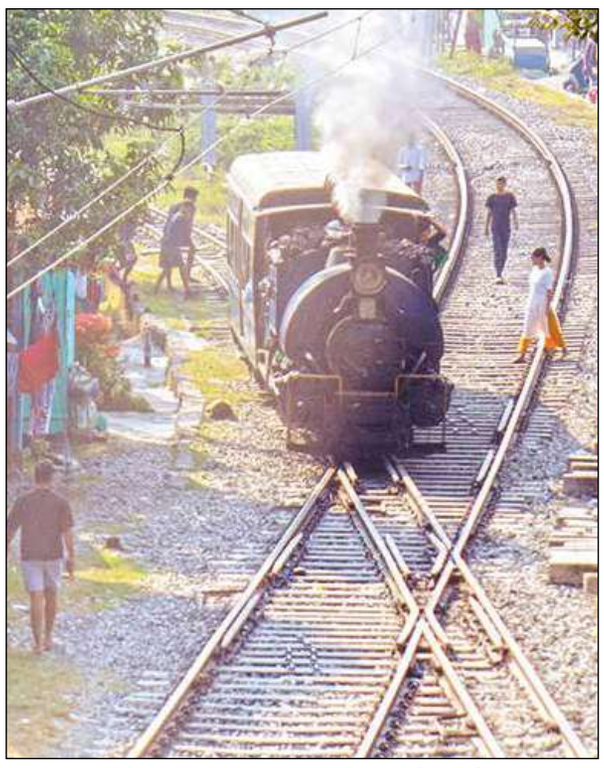

ব্রডগেজ ছুঁয়ে ট্র্যাক বদলাচ্ছে টয়ট্রেন। সোমবার স্টিম ইঞ্জিনের যাত্রায় দার্জিলিং মোড়ের কাছে ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।

পানিট্যাঙ্কির জমির লিজ প্রক্রিয়ায় প্রশ্ন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী বারবার সরকারি জমি দখলমুক্ত করা এবং দখলকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের কথা বলছেন। অথচ খড়িবাড়ি ব্লকের ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে সরকারি জমি দখলের প্রমাণ মেলার পরও প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে। জমি পুনরুদ্ধার তো দূর, দখলকারীদের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করে আইনি পদক্ষেপটুকুও করা হয়নি।

বিরোধী দল বিজেপির অভিযোগ, দখলকারীদের সঙ্গে প্রশাসনের বিভিন্ন পদে থাকা কর্তাব্যক্তিদের একটা বড় অংশের মোটা টাকায় সেটিং হয়ে গিয়েছে। যার ফলে ওই জমি তলে তলে এখন লিজ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ অবশ্য বলছেন, 'পানিট্যাঙ্কির জমি নিয়ে পদক্ষেপ করা হচ্ছে।' দার্জিলিংয়ের জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাংয়ের বক্তব্য, 'ওই জমি লিজ নেওয়ার জন্য ব্যবসায়ীদের আবেদন করতে বলা হয়েছে।' কোন সরকারি নীতির ভিত্তিতে ব্যবসায়ীদের লিজ দেওয়া হচ্ছে? রামকুমারের সাফাই, 'এটা নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। সরকারের কাছে পাঠানো হবে। সেখান থেকেই যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে।'

পানিট্যাঙ্কিতে কয়েক বছর আগে সতীশচন্দ্র চা বাগানের লিজে থাকা সরকারি জমি দখল করে বেআইনিভাবে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি করেছিল মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। এই সংগঠনের ব্যানারে দেদারে বাগানের জমি থেকে চা গাছ তুলে ফেলে প্লট করে লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি করা হয়েছে। অভিযোগ, এখানে সরকারি জমি দখল করে বাজার বসিয়ে ৪০০ কোটি টাকারও বেশি রোজগার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম প্রভাবিত এই সিন্ডিকেট।

এরপর দশের পাতায়

অগ্নিগর্ভ মণিপুর

ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে মণিপুরের পরিস্থিতি। বিভিন্ন জায়গা থেকে জনতা-পুলিশ সংঘর্ষের খবর আসছে। রবিবার জিরিবামে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলি চালালে একজনের মৃত্যু হয়। এরপর উত্তেজিত জনতা বিজেপি ও কংগ্রেসের দুটি পার্টি অফিস জ্বালিয়ে দিয়েছে।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

দূষণ নিয়ে ধমক সরকারকে

রাজধানীর বায়ুর গুণমান সূচক ৯৭৮ ছুঁয়েছে। যা চরম বিপজ্জনক বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। দূষণ নিয়ে সোমবার কেন্দ্র ও দিল্লি সরকারকে কড়া ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। কেন দূষণ নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ করতে সরকারের দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, প্রশ্ন শীর্ষ আদালতের।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

ট্যাব কেলেঙ্কারিতে চোপড়াই যে হটস্পট, তা প্রথম তুলে ধরেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ। শুধুমাত্র ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই এখনও পর্যন্ত পুলিশের জালে ১০ জন। এই চক্রের শিকড় কতদূর ছড়িয়ে তা এখনও অজানা। কিন্তু পুলিশ শেষপর্যন্ত পৌঁছোতে পারবে কি না সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

চোপড়ায় চর্চায় প্রাক্তন প্রধানের ছেলের কীর্তি

জালে আরও ৩

শমিদীপ দত্ত ও মনজুর আলম

শিলিগুড়ি ও চোপড়া, ১৮ নভেম্বর : প্রাথমিক স্কুলে চাকরি পেয়েছিলেন মাত্র নয় মাস আগে। এরই মধ্যে হাত পাকিয়ে ফেলেছিলেন সাইবার অপরাধে। শুধু নিজে নয়, এই চক্রে জড়িয়ে ফেলেছিলেন আত্মীয়স্বজনদেরও। ট্যাব দুর্নীতি নিয়ে রাজ্যজুড়ে হইচই শুরু হতেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন চোপড়ার দলুয়া সরস্বতী এলাকার বাসিন্দা দিবাকর দাস। কিন্তু শেষরক্ষা হল না। রবিবার রাতে শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি শপিং মলের কাছ থেকে দিবাকর সহ তাঁর মাসতুতো ভাই বিশাল ঢালি এবং বিশালের ভগ্নীপতি গোপাল রায়কে গ্রেপ্তার করেছে লালবাজারের বিশেষ তদন্তকারী দল।

পুলিশ মনে করছে, দিবাকর ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডের অন্যতম মূলচক্রী। তাঁর পরিবারের আরও কেউ এই চক্রে জড়িত কি না, তা খতিয়ে দেখছে বিশেষ তদন্তকারী দল। ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান রেখা দাসের ছেলে দিবাকরের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় অস্বস্তিতে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেসও। এলাকায় বিট্টু বলে পরিচিত দিবাকরের সঙ্গে স্থানীয় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের সঙ্গে বেশ দহরম মহরম রয়েছে। হঠাৎ 'বড়লোক' হয়ে ওঠা দিবাকরকে নিয়ে এলাকায় চর্চাও কম নয়। কিন্তু সেই দিবাকর যে ট্যাব দুর্নীতিতে জড়িত থাকতে পারে, তা এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না পড়শিরা।

ট্যাব কেলেঙ্কারিতে চোপড়াই যে আঁতুড়, তা প্রথম তুলে ধরেছিল উত্তরবঙ্গ সংবাদই। উত্তরের জামতাড়া হয়ে ওঠা চোপড়ায় কীভাবে এই কেলেঙ্কারির শিকড় ছড়িয়ে রয়েছে, তাও তুলে ধরা হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে। শুধুমাত্র ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতেরই দশজনকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তালিকায় আরও অনেকে আছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। শোনা যাচ্ছে, এদিনই ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ কলকাতা সংলগ্ন বিধাননগর থেকে চোপড়ার আরেক বাসিন্দা মজহারুল আলমকে গ্রেপ্তার করেছে।

রাজনীতির সঙ্গে পরিবারের যোগ থাকলেও সেভাবে সচ্ছলতা ছিল না দিবাকর ওরফে বিট্টুদের। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে মরিচা গোয়ালগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহ শিক্ষক পদে যোগ দেন তিনি। পড়শিরা বলছেন, চাকরি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ি তৈরির কাজে হাত দেন তিনি। তার আগে অবশ্য দাসপাড়া এলাকায় পার্টনারশিপে একটি মিনি শপিং মল খোলেন। তখন থেকেই বিট্টুর হাবভাব নিয়ে সন্দেহ ছিল। কয়েক মাস আগে তিনি এলাকায় কয়েক বিঘা চা বাগান কিনেছেন বলেও খবর।

দিবাকরদের ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি বলছেন, এরপর দশের পাতায়

সোমবার থেকে বিলি ট্যাবের খোয়া যাওয়া টাকা

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : বরাদ্দ পাচার হয়ে গেলেও ট্যাব থেকে বঞ্চিত হবে না কোনও পড়ুয়া। ট্যাবের বরাদ্দ নিয়ে কেলেঙ্কারি নিয়ে রাজ্যজুড়ে শোরগোলের মধ্যে সিদ্ধান্ত জানাল রাজ্য সরকার। যে পড়ুয়াদের বরাদ্দ অন্যের অ্যাকাউন্টে পাচার হয়ে গিয়েছে, সোমবার থেকে তাঁদের বরাদ্দ নতুন করে দেওয়া শুরু হয়েছে। এরপর প্রতারণার জন্য পড়ুয়ারা যাতে আর ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে শিক্ষা দপ্তরকে।

ট্যাব দুর্নীতিতে চাপের মুখে রাজ্য এই পদক্ষেপ করল বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে এই জালিয়াতির জাল বেশি বিস্তৃত বলে সরকার অত্যন্ত সতর্ক। উত্তরবঙ্গে এখনও বিরোধীরা লোকসভা ও বিধানসভা আসনগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। অথচ সেই এলাকাতেই রাজ্যের প্রকল্পে এত দুর্নীতি। বিশেষ করে উত্তর দিনাজপুর এই কেলেঙ্কারির ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে।

শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছে, ট্যাবের বরাদ্দ নিয়ে প্রতারণায় সোমবার পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ৪০১টি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এতে বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে ৪৮৯টি স্কুলের প্রায় ৩ হাজার পড়ুয়া। এই হিসাব ধরলে মোট ৩ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে হ্যাকাররা। উত্তরবঙ্গে জাল বেশি হলেও শিক্ষা দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতারণা সবচেয়ে বেশি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও মেদিনীপুর জেলায়। এই দুই জেলায় ৩০০ করে প্রায় ৬০০ পড়ুয়ার বরাদ্দ হাপিস হয়ে গিয়েছে।

পাসওয়ার্ড 'চুরি', নজরে শিক্ষা দপ্তর

উত্তরের 'জামতাড়া'

অরুণ ঝা

চোপড়া, ১৮ নভেম্বর : মিরচাগছ গ্রামের ভাঙাচোরা রাস্তার ধারে ডোবা। ডোবার নোংরা জলে ভাসছে কচুরিপানা। কচিকাঁচারা দাঁড়িয়ে সেখানে মাছ ধরা দেখতে ব্যস্ত। রাস্তার পাশেই বাঁশের মাচায় বসেছিলেন গ্রামের এক তরুণ। ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে খোঁজখবর করছি জানতে পেরেই ওই তরুণের সটান প্রশ্ন, 'আপনার কি মনে হয় না যে, শিক্ষা দপ্তর থেকে শুরু করে সরকারি স্তরের বড় মাথাদের একাংশ এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত?'

প্রশ্নটি যে একেবারেই ফেলনা নয় তা নিয়ে শিক্ষা মহলেও গুঞ্জন তুঙ্গে। কারণ হিসেবে প্রধান শিক্ষকদের একাংশের যুক্তি, পোর্টালের পাসওয়ার্ড ছাড়া ব্যাংক অ্যাকাউন্টের নম্বর বদলে ফেলা কার্যত অসম্ভব। আর এই পাসওয়ার্ড থাকে গুটিকয়েকজনের কাছে।

যে কায়দায় পোর্টালে ঢুকে একটি স্কুলের ৪০ পড়ুয়ার অ্যাকাউন্ট নম্বর বদলে ফেলার ঘটনা উত্তরবঙ্গ সংবাদের অন্তর্তদন্তে উঠে এসেছে, তা চমকে দেওয়ার মতো। যা নিয়ে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ জেলা শিক্ষা দপ্তরে লিখিত জানিয়েছিল। দক্ষিণ দিনাজপুরের তপনের একটি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক যা জানিয়েছেন, তাতে উত্তরের জামতাড়া যে চোপড়াই – সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। এমনিতেই ট্যাব কাণ্ডে চোপড়া থেকে নয়জনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাদের মধ্যে একাধিক ব্যক্তি এই কেলেঙ্কারির অন্যতম মূল চক্রী।

ট্যাব কেলেঙ্কারিতে ধৃত চোপড়ার অন্যতম মাস্টারমাইন্ডদের ট্রানজিট রিমান্ডের জন্য সোমবার ইসলামপুর আদালতে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

তপনের ওই স্কুলটির প্রধান শিক্ষক বলছেন, 'আমার স্কুলের ৬টি ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। অনলাইন পোর্টালে সেই অ্যাকাউন্টের আইএফএসসি হাওড়া সহ অন্য জেলা দেখাচ্ছে। কিন্তু যখন ব্যাংকে গিয়ে খোঁজ করি, তখন জানতে পারি ৬টি অ্যাকাউন্টই চোপড়ার নির্দিষ্ট একটি এলাকার।'

ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের সামনে দিয়ে পিচ বিছানো রাস্তাটি ধরে একটু এগিয়ে এক সরকারি কর্মচারীর সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনি চারপাশে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে বললেন, 'এলাকাজুড়ে উঠতি তরুণদের একাংশ রাতারাতি তো আর এসব শেখেনি। প্রভাবশালীদের মদত আর শিক্ষা দপ্তরের ভিতরের লোক জড়িত না থাকলে একটি পোর্টালে পাসওয়ার্ড ছাড়া থাবা বসানো ছাড়া কি এতই সহজ?'

যে ক'জন চোপড়া থেকে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছে, এরপর চারের পাতায়

পথের পাঁচালীর কালজয়ী দৃশ্যে 'দুর্গা' উমা দাশগুপ্ত।

পথের পাঁচালীর দুর্গা চিরঘুমে

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : বাঙালি দুর্গা প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছে মাত্র মাসখানেক আগে। বাঙালির আরেক দুর্গার বিসর্জন হয়ে গেল সোমবার সকালে। 'পথের পাঁচালী'র দুর্গা। অপুর দিদি দুর্গা। বাংলা সিনেমার ইতিহাসে আইকনিক চরিত্র দুর্গা। হরিহর-সর্বজয়ার কন্যা। সর্বজয়ার কোলে যাকে মৃত দেখে সিনেমার অপু মাকে বলেছিল 'দিদি ঘুমোচ্ছে!' সেই দিদি, বাঙালির আরেক দুর্গা উমা দাশগুপ্ত (৮৪) চলে গেলেন চিরঘুমের দেশে।

জীবনে অভিনয় করেছেন মাত্র একটি সিনেমায়। তাও মাত্র ১৪ বছর বয়সে। সেই ১৯৫৫-তে। তবুও এত বছর পরেও লোকে তাঁকে মনে রেখেছে। বিশ্ববরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের তত্ত্বাবধানে তাঁর অভিনয় যে বাংলা সিনেমায় মাইলস্টোন হয়ে আছে। চলন্ত রেলগাড়ি দেখার জন্য মাঠ পেরিয়ে, কাশবনের ভেতর দিয়ে অপুকে নিয়ে দুর্গার দৌড় যে এখনও নস্টালজিক করে তোলে বাঙালিকে। গোটা বিশ্বের চলচ্চিত্রপ্রেমী মানুষের কাছে যে দৃশ্যটি ভোলার নয় কোনওদিন।

উমা ভুগছিলেন অনেকদিন। ক্যানসার তাঁর শরীরের থাবা বসিয়েছিল। এর আগে চলতি বছরের মার্চ মাসে একবার তাঁর ভুয়ো মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়েছিল। এবার আর খবরটি মিথ্যা প্রমাণ করা গেল না। সোমবার সকাল সওয়া আটটা নাগাদ তাঁর শেষনিঃশ্বাস পড়েছে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে। এবারও প্রথমে খবরটি বিশ্বাস করেননি অনেকে। অভিনেতা চিরঞ্জিৎ খবরটি সত্যি বলে জানান প্রথম। একই আবাসনের বাসিন্দা ছিলেন উমা ও চিরঞ্জিৎ।

চিরঞ্জিৎ জানান, 'সকালে ওঁর মেয়ের কাছে জানলাম উমাদি চলে গিয়েছিলেন।' কয়েক বছর আগে ক্যানসারে আক্রান্ত হন তিনি। প্রাথমিকভাবে সুস্থও হয়েছিলেন। কিন্তু পরে আবার ক্যানসার ফিরে আসে শরীরে। এরপর দশের পাতায়

স্কুলের দেওয়ালে নারী-চিত্র বিকৃতিতে বিতর্ক

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : স্বাধীনতার আগের রাত। শহরের রাজপথ সেদিন উত্তাল। 'মেয়েদের রাত দখল'-এ শামিল পুরুষরাও। উচ্চকিত কণ্ঠে গর্জে উঠছে প্রতিবাদ। সেদিনের হাসমি চক কিংবা হিলকার্ট রোড দেখে মনে হয়েছিল, এ শহরে মেয়েদের অসম্মান করার মতো হয়তো আর কেউ নেই।

কাট টু ১৮ নভেম্বর, সোমবার। শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের সামনে দাঁড়িয়ে নজর গেল দেওয়ালে। নারীর সশক্তিকরণের প্রতীক হিসেবে রংতুলিতে ফুটিয়ে তোলা প্রতিটি ছবিতে আঁচড়। অশ্লীলতা ফুটে উঠছে পরতে পরতে। ছবিগুলিকে এমনভাবে বিকৃত করা হয়েছে যে, কোনও সভ্য মানুষের চোখ পড়লেই 'ছি' শব্দ বেরিয়ে আসতে বাধ্য। এখন ওই ছবিগুলির সামনে গেলে শিল্পকলা নয় বরং কিছু মানুষের বিকৃত চিন্তাধারা ফুটে ওঠে।

যে শহর নারীর নিরাপত্তা, নারীর স্বাধীনতা চেয়ে পথে নামে, সেই শহরে এমনটাও হতে পারে! ঘটনা দেখে এবং শুনে তাজ্জব সেদিনের রাত দখল কর্মসূচির আহ্বায়করা।

রীতিমতো অবাক ও ক্ষুব্ধ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচী। বেশ হতাশার সুরেই বলছিলেন, 'সৌন্দর্যায়নের জন্য ও সমাজে একটি বার্তা তুলে ধরতে এই চেষ্টা করা হয়েছিল। তবে কিছু মানুষের যে মস্তিষ্ক বিকৃত, বারবার তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা এত আন্দোলন করছি, এত প্রতিবাদ করছি, কিন্তু কিছু মানুষের চিন্তাধারা কিছুতেই বদলাচ্ছে না।'

২০২২ সালে ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলটিকে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। সীমানা প্রাচীরের গায়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের পাশাপাশি নারী সশক্তিকরণের বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। কোথাও আঁকা হয়েছিল মহিলা নাবিকের ছবি, কোথাও শিক্ষক, কোথাও আবার পাইলটের। এই ছবিগুলির অধিকাংশই বিকৃত করেছে দুষ্কৃতীরা। এলাকাবাসীর একাংশ বলছেন, 'রাতে কেউ বা কারা এসে এই কাণ্ড ঘটাচ্ছে। মাঝরাতে অনেকে ছবির ওপর প্রস্রাবও করছে।'

গার্লস স্কুলের দেওয়ালে এভাবেই বিকৃত করা হয়েছে শিল্পকলা।

এদিন স্কুলের বাইরে মেয়েকে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সুচেতা সাহা। দেওয়ালে আঁকা মহিলা নাবিকের ছবিটির ওপর অশ্লীল দাগগুলি যেন সমাজের একটা কালো দিককে তুলে ধরছে বলে জানাচ্ছিলেন তিনি। ঠিক একই কথা স্কুল পড়ুয়া শর্মিষ্ঠা গুহর। তার কথায়, 'দেখে ভীষণই খারাপ লাগছে। যারা এই কাজ করছে তাদের মানসিকতা যে খুবই নীচু, তা বলতে পারি।'

শিলিগুড়ি শহরের মানুষের চিন্তাধারা নিয়েও মাঝে মাঝে অবাক হতে হচ্ছে বলে মন্তব্য করছেন শিলিগুড়ি সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে যুক্ত অদিতি দাস ঘোষ। তাঁর কথায়, 'এই স্কুলেই আমি পড়েছি। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দেওয়ালেও অরুচিকর কাজকর্ম করতে যদি মানুষ দু'বার না ভাবে তাহলে মানুষের রুচি নিয়ে সত্যিই প্রশ্ন তুলতে হয়।'

শহরে আরজি কর নিয়ে একাধিক প্রতিবাদ হয়েছে। আর এই প্রতিবাদের প্রথম সারিতে দেখা গিয়েছিল চিকিৎসক শ্রেয়সী সেনকে। এদিন এই ঘটনার কথা শুনে তিনিও রীতিমতো অবাক, 'এই ধরনের নিন্দনীয় ঘটনাকে কীভাবে বর্ণনা করব তা বুঝতে পারছি না। মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে এত আন্দোলন করছি, এত কিছু হচ্ছে তবে মানসিকতার কতটা পরিবর্তন হচ্ছে তা নিয়ে সংশয় আছে।'

মেয়র গৌতম দেবের উদ্যোগেই স্কুলের দেওয়ালে নানা শিল্পকলা ফুটিয়ে তুলেছিলেন শহরের শিল্পীরা। এদিন বিষয়টি জানাতেই মেয়র বলছেন, 'এই মুহূর্তে শহর থেকে বাইরে রয়েছি। তবে শহরে গিয়েই বিষয়টি দেখব। শহরের বিভিন্ন জায়গায় সিসিটিভি লাগানো হবে। তবে এর পাশাপাশি সবার মানসিকতারও পরিবর্তন প্রয়োজন।'

বাউল সংগীত পরিবেশনে মৌলবাদীদের বাধাদানের অভিযোগ

বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে ব্যথিত ইমদাদুল

রামপ্রসাদ মোদক

রাজগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর : বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্যথিত বাউলশিল্পী ফকির ইমদাদুল হক। চারদিন আগে বাংলাদেশ সীমান্ত পেরিয়ে হিলি সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন। এদেশে বিভিন্ন মেলায় বাউলসংগীত পরিবেশন করছেন তিনি। প্রত্যেক বছরই ভারতে আসেন বাউলসংগীত পরিবেশন করতে। এপারে শিল্পীর অনেক বন্ধুও রয়েছেন। যাওয়ার আগে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে বাংলাদেশে ফিরেন।

রবিবার এসে পৌঁছেছেন রাজগঞ্জের টাকিমারির রাসমেলা এবং বাউল উৎসবে। বাউল উৎসব কমিটির আমন্ত্রণে তিনি সেখানে বাউলসংগীত পরিবেশন করছেন। তার আগে বাংলাদেশের উত্তাল পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি আমাকে কষ্ট দেয়।' তবে খুব তাড়াতাড়ি এই পরিস্থিতি বদলে বাংলাদেশ সাম্যের বাংলাদেশে পরিণত হবে বলে তাঁর বিশ্বাস।

মৌলবাদীদের প্রতি কটাক্ষ করে তিনি বললেন, 'এখন বাউলসংগীত পরিবেশনের ব্যাপারেও বাংলাদেশের মৌলবাদীরা বাধা সৃষ্টি করছে। এতদিন খাঁচার মধ্যে ছিল, এখন খাঁচা ছেড়ে বেরিয়ে নিজের স্বরূপ ধারণ করেছে।'

> আমার জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছিল, মৌলবাদীরা লাঠি, ডান্ডা নিয়ে এসেছিল আসর বন্ধ করতে। কিন্তু তারা অবুঝ ছিল। তাদের শান্ত করে তত্ত্ব দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার পর তারাই আবার ঘণ্টা ধরে গান শুনেছিল।
>
> -ফকির ইমদাদুল হক

তবে তাঁর মতো বাউলশিল্পীরা বসে নেই। ইমদাদুলের কথায়, 'আমরা সবাই এর প্রতিবাদে আসরে নেমে পড়েছি। গানের মধ্যে দিয়ে প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিন আগে সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘটলেও এখন পরিস্থিতি অনেকটাই আয়ত্তে।'

বাউলশিল্পী জানালেন, ঢাকার মিরপুরে বাউলশিল্পীদের মূল অফিস রয়েছে। সেখান থেকে বাংলাদেশের স্বনামধন্য বাউলশিল্পী আবুল সরকার, লতিফ সরকার, কাজল দেওয়ানরা জাতিগত বিদ্বেষ নির্মূল করতে আসলে নেমে পড়েছেন। বাউল, ফকিররা জাতপাত মানেন না। মানব ধর্মই তাঁদের ধর্ম। আল্লাহ, গড এবং ভগবান এক ঈশ্বরের ভিন্ন নাম বলে তাঁদের বিশ্বাস। তাঁর সৃষ্ট জীব মানুষকে ভালোবাসাই ঈশ্বরকে ভালোবাসা। এটাই তাঁরা বোঝানোর চেষ্টা করছেন। স্মৃতিচারণ করে বললেন, 'আমার জীবনে এমন ঘটনা ঘটেছিল মৌলবাদীরা লাঠি, ডান্ডা নিয়ে এসেছিল আসর বন্ধ করতে। কিন্তু তারা অবুঝ ছিল। তাদের শান্ত করে তত্ত্ব দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার পর তারাই আবার ঘণ্টা ধরে গান শুনেছিল। ফকিরি ইমদাদুল হক বংশপরম্পরায় বাউল ফকির। তাঁর গানের গুরু আমার বাবা সেলিম ফকির। সাত বছর বয়স থেকে বাবার সঙ্গে বিভিন্ন আসরে গান করছেন।'

বাংলাদেশে দিনাজপুর জেলার শাহজাদপুরে তাঁর বাড়িতে এপারের অনেক খ্যাতনামা শিল্পী গিয়েছেন। তাঁর ভাইও বাউলগান করেন। রবিবার এবং সোমবার টাকিমারিতে বাউলগানের আসর মাতিয়ে দেন বাংলাদেশের এই শিল্পী।

রাজ্য হকি দলে মাথাভাঙ্গার দিবাকর

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৮ নভেম্বর : আগামী ২২ নভেম্বর থেকে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত ৬৮তম ন্যাশনাল স্কুল গেম অনুষ্ঠিত হচ্ছে হরিয়ানার রোহতাক শহরে। সেখানে বাংলা দলের হয়ে হকিতে সুযোগ পেয়েছে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের দিবাকর বর্মন। দিবাকর লতাপাতার কুশিয়ারবাড়ি হলেশ্বর হাইস্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। বাবা মনেশ্বর বর্মন পেশায় টোটোচালক। দিবাকর এই সুযোগ পাওয়ায় খুশি তিনি। গর্বিত দিবাকরের স্কুলের বন্ধু, দাদা-দিদিরাও।

দিবাকর সপ্তম শ্রেণি থেকে হকি খেলছে। স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক সহদেব বিশ্বাসের কাছে সে রোজ অনুশীলন করে। স্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক সহদেব বিশ্বাসের কথায়, 'মঙ্গলবার কলকাতা থেকে গোটা দলের সঙ্গে হরিয়ানার উদ্দেশে রওনা দেবে দিবাকর। দিবাকরের সঙ্গে গোটা দলের সাফল্য কামনা করছি।'

লক্ষ্য ঠিক রাখার পরামর্শ

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : চাকরি পাওয়া সহজ কিন্তু ভালো মানুষ হওয়া কঠিন। সোমবার ময়নাগুড়ি কলেজে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন প্রিয়াগ বসু। পাশাপাশি ছাত্রদের অনুপ্রাণিত করতে নিজের উদাহরণও দিলেন এসএসসির উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক শাখার চেয়ারম্যান প্রিয়াগ। বললেন, 'আমি সবজি বিক্রেতার ছেলে। তবে এখন আমি এসএসসির পদাধিকারী কর্মী। আমি চাই আমার মতো তোমরাও প্রতিষ্ঠিত হও।' ময়নাগুড়ি কলেজের রজত জয়ন্তী বর্ষ উৎসবে, ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে এমন বক্তব্যই রাখলেন প্রিয়াগ। সবশেষে প্রিয়াগ দিলেন থেমে না থাকার বার্তা। বললেন, 'খালি শিক্ষকতা নয়, খুঁজতে হবে অন্য চাকরিও।' গত শুক্রবার থেকে ময়নাগুড়ি কলেজের রজত জয়ন্তী বর্ষ উদযাপন শুরু হয়েছে কলেজে। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রজত জয়ন্তী বর্ষ উৎসবকে স্মরণীয় করতে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে এদিন 'ডায়ালগস উইথ এডুকেশন লুমিনারিজ' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় কলেজে। ময়নাগুড়ি কলেজে অধ্যক্ষ দেবকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের অনুপ্রাণিত করতেই মূলত এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন।' এদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিনদিন ধরে চলা ময়নাগুড়ি কলেজে রজত জয়ন্তী বর্ষ উৎসবের সমাপ্তি হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ যেমন শান্ত ছেত্রী, নীলাংশুশেখর দাস, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান দীপককুমার কর ছাড়াও বিশিষ্ট

এসএসসি-র উত্তরবঙ্গ শাখার চেয়ারম্যান প্রিয়াগ বসু। সোমবার।

ইতিহাসবিদ আনন্দগোপাল ঘোষ, ময়নাগুড়ি কলেজ পরিচলন কমিটির সভাপতি অনন্তদেব অধিকারী সহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন। প্রিয়াগ তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'কোনওদিনই প্রয়োজনের থেকে বেশি চাকরি বাজারে ছিল না। তবে বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী শিক্ষকতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। এই মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। শিক্ষকতার পাশাপাশি অনেক চাকরি রয়েছে, সেইসব অন্য চাকরি খুঁজতে হবে।' প্রিয়াগ জানান, শুধু ছাত্রছাত্রী নয়, অভিভাবকদেরও মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে। প্রয়োজনে কলেজ কর্তৃপক্ষকে অভিভাবকদের ডেকে তাঁদের মনোভাব বদলানোর চেষ্টা করতে হবে।

ডাকটিকিটে রাসমেলার ঐতিহ্য সংরক্ষণের আর্জি

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ১৮ নভেম্বর : আজ থেকে ৪১ বছর আগে কোচবিহারের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে এক অভিনব উদ্যোগ নিয়েছিল ভারতীয় ডাক বিভাগ। কোচবিহার নিয়ে দুটি বিশেষ খাম প্রকাশ করা হয়েছিল। সীমিত সংখ্যায় প্রকাশ হওয়া সেই খামগুলো খুব কম লোকের কাছেই রয়েছে। খামটি হাতে নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই নস্টালজিক হয়ে পড়েন ডাকটিকিট গবেষক শোভেন সান্যাল। সেইসঙ্গে তাঁর আক্ষেপ, 'ডাক বিভাগ কি পারে না কোচবিহারের রাসমেলা নিয়ে একটা ডাক টিকিট বের করতে?'

১৯৮৩ সালে কোচবিহারের জেনকিন্স স্কুলে ডাক বিভাগের উদ্যোগে কোবপেক্স-৮৩ নামে একটি ডাকটিকিট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। সেই প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিন প্রকাশ করা হয়েছিল একটি বিশেষ খাম। যার বিষয় ছিল কোচবিহার রাজবাড়ির নারায়ণী মুদ্রা। সেই খামে স্ট্যাম্পের মধ্যে ডাক বিভাগ থেকে একটি বিশেষ সিল দেওয়া হয়েছিল, সেটি ছিল কোচবিহার রাজবাড়ির। ১৪ অগাস্ট শেষ দিনে প্রকাশ হয়েছিল মদনমোহনবাড়ির ছবি দেওয়া আরও একটি বিশেষ খাম। সেখানে স্টাম্পে যে সিলটি ছিল সেটি ছিল কোচবিহার মদনমোহন-এর রাসচক্রের। এত বছর পর কোচবিহারের মানুষের কাছ থেকে দাবি উঠছে ঐতিহ্যবাহী রাসমেলাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ডাকটিকিট প্রকাশের।

সাধারণের এই দাবিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন কোচবিহার দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপির বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে। তিনি জানিয়েছেন, শীঘ্রই তিনি এবিষয়ে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের কাছে আবেদন জানাবেন। বাসিন্দাদের এই দাবিকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষও। সেইসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, 'কোচবিহারের আগের সাংসদ তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রীও ছিলেন। তিনি এই বিষয়ে কখনও কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন বলে তো শুনিনি।' তিনি খুব শীঘ্রই কোচবিহার ডাক বিভাগের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলবেন বলেও জানান। এবিষয়ে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া জানিয়েছেন তিনি এই বিষয়ের লোকসভায় একটি প্রস্তাব আনার অবশ্যই চেষ্টা করবেন।

সেই প্রদর্শনীর কথা মনে করে কোচবিহারের আরেকজন প্রবীণ ডাকটিকিট সংগ্রহকারী নির্মলেন্দু চক্রবর্তীও খানিকটা স্মৃতিমেদুর হয়ে বলেন, 'সেবারই প্রথম কোচবিহারে ডাকটিকিট নিয়ে কোনও প্রদর্শনী হয়েছিল। বর্তমান প্রজন্ম এগুলো সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না।' ভারতীয় ডাক বিভাগ থেকে যখনই কোনও ডাকটিকিট বা প্রথম দিবসীয় খাম বা বিশেষ খাম প্রকাশ পায় তখনই তা সংগ্রহ করেন কোচবিহারের রিপন দত্ত। তাঁর কথায়, 'আমাদের রাসমেলা ২১২ বছর ধরে চলছে। এইরকম ঐতিহ্যবাহী মেলা গোটা উত্তর-পূর্ব ভারতে আর ক'টা হয় জানা নেই। ডাক বিভাগের যদি এই নিয়ে একটা ডাকটিকিট প্রকাশ করে তাহলে একজন ডাকটিকিটপ্রেমী হিসাবে তো বটেই কোচবিহারবাসী হিসাবে খুবই আনন্দ পাব।'

> ডাকটিকিটের মতন সর্বভারতীয় অ্যালবামে এই মেলাকে ধরে রাখা সত্যিই দরকার। জেলার মানুষ হিসেবে এটা দেখতে পেলে ভালো লাগবে।
>
> -রঞ্জন রায়, *অধ্যাপক ও সাহিত্যিক*

ছোটবেলা থেকে ডাকটিকিট জমানো শখ অধ্যাপক ও সাহিত্যিক রঞ্জন রায়েরও। তাঁর কথায়, 'ডাকটিকিটের মতন সর্বভারতীয় অ্যালবামে এই মেলাকে ধরে রাখা সত্যিই দরকার। জেলার মানুষ হিসেবে এটা দেখতে পেলে ভালো লাগবে।' তাঁর সঙ্গে সহমত পোষণ করেছেন সাংস্কৃতিক কর্মী সোমনাথ ভট্টাচার্যও।

আজ টিভিতে

নীলুর ঘর থেকে লুকিয়ে রাখা টাকা উদ্ধার করল পুলিশ। খবর পেয়ে সেখানে যায় রাই। **মিঠিঝোরা** সোম থেকে শুক্র রাত ৯.৩০ **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ওয়ান, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা-আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.৩০ শিবশক্তি (রিপিট), ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি,দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় - বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ অরুন্ধতী, বিকেল ৪.১৫ যোদ্ধা, সন্ধ্যা ৭.৩৫ মেজদিদি, রাত ১০.৩০ শ্রীমান ভূতনাথ

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ বড় বউ, বিকেল ৪.০০ ক্রিমিনাল, সন্ধ্যা ৭.০০ প্রেমী, রাত ১০.০০ আপন হল পর

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ অগ্নিপথ, দুপুর ২.২০ বিরোধ, বিকেল ৫.৩৫ দান প্রতিদান, রাত ৮.২০ স্বয়ংসিদ্ধা, রাত ১০.৩৫ সাঁঝবাতি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রতীক

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রহর

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দাদাভাই

অরুন্ধতী দুপুর ১.৩০ **জলসা মুভিজে**

বড় বউ দুপুর ১ **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

পরদেশ রাত ৮ **জি বলিউডে**

সাঁঝবাতি রাত ১০.৩৫ **জি বাংলা সিনেমায়**

রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এপি/ইএল/২২/২৪-২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ ক্র. নং. ১, টেন্ডার নংঃ এপি/ইএল/২২/২৪-২৫, কাজের নাম ঃ ধুপগুড়ি, জলপাইগুড়ি রোড, ফালাকাটা, দিনহাটা ও নিউ মাল জং. স্টেশনে ১৩০০ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযুক্ত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৬,৮৭,৯০,১০৬.৬০/- টাকা, বায়নার ধনঃ ৪,৯২,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/ আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে খোলা হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকের সেবায়

১২০০ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযুক্ত ছাদে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ এপি/ইএল/২১/২৪-২৫, তারিখ: ১১-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং. : এপি/ইএল/২১/২৪-২৫; কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার জং. ডিভিশনে - কোকরাঝাড়, ফকিরাগ্রাম জং., ধুবড়ি, গোসাইগাঁও হাট, গৌরীপুর স্টেশনে ১২০০ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযুক্ত ছাদে সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য: ৬,৩৯,৩৯,৫০৬.৬০/- টাকা; বায়না মূল্য: ৪,৬৯,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ০৬-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট.(জি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

১০০০ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযোজিত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি/ইএল/২৮/২৪-২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. এপি/ইএল/২৮/২৪-২৫। কাজের নামঃ আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে- দলগাঁও, হাসিমারা, বিন্নাগুড়ি, নিউ আলিপুরদুয়ার এবং কামাখ্যাগুড়ি স্টেশনে ১০০০ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযোজিত রুফটপ সোলার পাওয়ার প্ল্যান্টের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশিঃ ৫,৫০,৫২,৫০৬.৬০ টাকা। বায়না রাশিঃ ৪,২৫,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (জি), আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জিএণ্ডসিএইচডি, আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Tender Notice

NIT No. 57 of 2024-25 (1st Call) dt-11/11/2024 Tenders of 6 (Six) nos.of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is 02/12/2024. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

BENFED

Southend Conclave, 3rd Floor
1582, Rajdanga Main Road
Kolkata - 700107

NOTICE INVITING e-TENDER

e-Tenders are invited from eligible contractors for Construction of 14 Nos. 100MT Godown, Construction of 2 Nos. of SHG work shed cum sales counter, Installation of 3 Nos. of Oil Mill, Installation of 2 Nos. Seed processing unit under RKVY 2024-2025. Details are available in the website : https://wbtenders.gov.in/nicgep/app

Sd/-
General Manager (Admin)

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং-এস/৬৬/০১৪/২৪-২৫, তারিখঃ ০৮-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ

ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এনজে২৪৫০৪১এ,
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০২-১২-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণ ঃ ডব্লিউএপি-৭ ও ডব্লিউএপি-৫ লোকোর জন্য মেইন ট্র্যান্সফর্মার ৭৭৭৫কেভিএ। এসপিইসিঃন সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৬৬০ রেভ. ডি অথবা সর্বশেষ এবং এসটিআর নং. সিএলডব্লিউ/সি-ডিঅ্যান্ডডি/এসটিআর/০০১ রেভ. ০ অথবা সর্বশেষ। ট্যাংক স্পেস. ন: সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৫০৭ অল্ট.শূন্য অথবা সর্বশেষ। কনসার্ভেটর ট্যাংক স্পেস. ন: সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৫০৮ অল্ট.০ অথবা সর্বশেষ এবং এসটিআর নং.আরডিএসও/২০১৩/ইএল/এসটিআর/০০৭৯ রেভ. ০ অথবা সর্বশেষ। প্রেরক ঃ-এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ ঃ ২টি।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

ডিওয়াই. সিএমএম /নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

স্টোরস ই-প্রকিউরমেন্ট

ই-প্রকিউরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং. এস/৬৬/০১৫/২৪-২৫ তারিখঃ ১৩-১১-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ

টেন্ডার সংখ্যা. এনজে২৪৫০৯৫
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৬-১২-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এইচএইচপি লোকোমোটিভের জন্যে উপযুক্ত হওয়া ইএমডি পার্ট নং. ৪০০১৭৮৪৩ এবং ডিএলডব্লিউ পার্ট নং. ১৭৪৮০০১২ অনুসারে ওয়াটার কুলড এয়ার কম্প্রেসর। কনসাইনিঃ এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জংশন., এনএফআর। পরিমাণঃ ৩ টি।

টেন্ডার সংখ্যা. এনজে২৪৫০৯৬
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৬-১২-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ রেডিয়েটরের ডান দিকে এবং বামদিকে ডিএলডব্লিউপিটি নং. ১৭৪৫৫০১৭ থাকা রেডিয়েটর এসলি সেট। কনসাইনিঃ এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জংশন., এনএফআর। পরিমাণঃ ৩ সেট।

টেন্ডার সংখ্যা. এনজে২৪৫০৯৭
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০৬-১২-২০২৪

সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কুলিং ফেন এসেমব্লী ৫২ ইঞ্চির। কনসাইনিঃ এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জংশন., এনএফআর। পরিমাণঃ ৪ টি।

নোটঃ টেন্ডার নোটিস এবং টেন্ডার প্র-পত্রের সম্পূর্ণ তথ্যের জন্যে টেন্ডারকর্তাগণ (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগ অন করতে পারবেন। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণ যারা উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে চায়, যদি উনারা ইতিমধ্যে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে পঞ্জীয়নকৃত হয়, তাহলে উনারা উপরোক্ত ওয়েবসাইটে নিজেদের লগ অন করতে হবে এবং ইলেক্ট্রনিক্যালি উনাদের প্রস্তাব দাখিল করতে হবে। যদি উনারা আইআরইপিএসে পঞ্জীয়ন করে নেই, তাহলে ভারত সরকারের আইটি য়্যাক্ট ২০০০ এর অধীনে অনুমোদিত এজেন্সী থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার প্রাপ্ত করার জন্যে এবং উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার জন্যে উনাদেরকে পরামর্শ দেওয়া হল।

ডিওয়াই সিএমএম/ নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিক্রয়

New Ready to move in 3 BHK flat and garage for sale at Deshbandhupara, Slg.Ph : 9641917658. (C/113425)

•

কানকি বাজারের কাছে (চাকুলিয়া থানা), বাড়ি সহ ৭ শতক জমি সত্বর বিক্রয়। M : 8918941377/ 6294359976. (C/113426

কর্মখালি

আমেরিকান স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংস্থায় 2/3 ঘণ্টা সময় দিয়ে কাজ করে নিজের ইচ্ছে মতো আয় করুন। 9733170439. (K)

•

কোচবিহার খাগড়াবাড়ি NIIS কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র Marketing Staff চাই। @9k-12k. M : 9733116424. (C/111891)

•

শিলিগুড়িতে প্লাইউডের দোকানে সবরকম কাজের জন্য কর্মঠ ছেলে চাই। বেতন : 8000+প্রতিদিন 240 টাকা, ছুটির দিন বাদে। কাজের সময়- রোজ সকাল 9.30 টা থেকে রাত 9.30 টা। Phone -9609055662. (C/113424)

•

সিকিউরিটি গার্ড-এর কাজের জন্য লোক লাগবে, যে কোনও যোগ্যতায়। বেতন - (9-10,000/-) M : 8927299546. (C/113504)

•

ঘোষপুকুর ফোম ফ্যাক্টরিতে ১৫ জন হেল্পার চাই। বেতন - ২৬ দিনে (রবিবার ছুটি) 12,000+ (PF, ESI), থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস। 8653710700। কালকে স্পট জয়েন। (C/113426)

•

Required Siliguri local Male (X pass min.) for Office Work. Age (29-40). M : 8637372499. (C/113427)

অ্যাফিডেভিট

আমি Jhuma Das (Paul), মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত ২৫.১০.২৪-এ শিলিগুড়ি কোর্টের অ্যাফিডেভিট দ্বারা Jhuma Das ও Jhuma Das (Paul) এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। (C/113395)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার নাম ভুল থাকায় গত ১.১১.২৩ তারিখে Jalpaiguri E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Munna Lakra এবং Munna Oraon একই ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/112872)

•

I Brij Kishor Singh of Oodlabari, Dist- Jalpaiguri by affidavit before the Notary Public do hereby declare that my name is wrongly recorded as Brij Kishore Singh in my passport (No. 8183566). Both Brij Kishor Singh and Brij Kishore Singh are same and identical person. (C/113397)

ভর্তি

মাথাভাঙ্গা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসদনে ছাত্রাবাসে অল্পখরচে পঞ্চম-অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত ছাত্র ভর্তি চলছে। স্বামী বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এবং শ্রীমৎ স্বামী অনুব্রতানন্দজী মহারাজের স্নেহে ছাত্রদের আধ্যাত্মিক, শারীরিক, মানসিক এবং চারিত্রিক উৎকর্ষ বর্ধন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। সত্বর যোগাযোগ করুন। আসন সংখ্যা সীমিত। M : ৯০০২৭৪৩৮১৪, ৯৯৩২৫৫৫৭৫১, ৯৪৩৪০০১৫৫৫। (C/113428)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৫১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৪৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৯৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৯৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাস্তায় চলতে সতর্ক থাকুন। বাবার পরামর্শে ব্যবসার জটিলতা কাটবে। পেটের ব্যথায় দুর্ভোগ বাড়বে। **বৃষ :** কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো সুযোগ পাবেন। গৃহে পূজার্চনায় আনন্দ। **মিথুন :** নিজেকে সংযত রাখুন। অযথা কথা বলে বিপত্তি। কন্যার বিবাহ স্থির হতে পারে। **কর্কট :** সামান্য কারণে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে পরে অনুতাপ। লোহা, রত্ন, বস্ত্র ব্যবসায়ীরা বেশ লাভ করবেন। **সিংহ :** বহুদিন পূর্বের কোনও বন্ধুকে পেয়ে আনন্দ। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। ব্যবসার জন্য কোনও বন্ধুর সহায়তায় অগ্রগতি। **কন্যা :** হারানো সম্মান ফিরে পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অযথা সন্দেহ করে কষ্ট পাবেন। **তুলা :** আজ নতুন কোনও ব্যবসায়িক পরিকল্পনা বাস্তব রূপ নেবে। সন্তানের উদ্বেগ বাড়বে। প্রেমের ক্ষেত্রে শুভ। **বৃশ্চিক :** কর্মক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষও আজ আপনার কাজের তারিফ করবে। সন্তানের জন্য ব্যয়। ভোজনে সমস্যা। **ধনু :** আলস্যের কারণে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তায় সংযত থাকুন। **মকর :** কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক তৃপ্তিলাভ। ইমারতি ব্যবসায় লাভ। গৃহসংস্কার। **কুম্ভ :** বাবার রোগমুক্তিতে চিন্তামুক্ত। সারাদিন পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে যাবে। দাম্পত্যে সময় দিন। আগুন ব্যবহারে সাবধান। **মীন :** প্রেমের ক্ষেত্রে অহেতুক অবিশ্বাস কষ্ট দেবে। দাম্পত্যে সমস্যা বাড়বে। চোখের সমস্যায় চিন্তা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ২৮ কার্তিক, ১৯ নভেম্বর ২০২৪, ৩ অঘোন, সংবৎ ৪ মার্গশীর্ষ বদি, ১৬ জমাঃ আউ। সূঃ উঃ ৫।৫৭, অঃ ৪।৪৯। মঙ্গলবার, চতুর্থী রাত্রি ৯।৮। আর্দ্রানক্ষত্র রাত্রি ৭।৮। সাধ্যযোগ রাত্রি ৭।৩৬। ববকরণ দিবা ৯।৩৬ গতে বালবকরণ রাত্রি ৯।৮ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৭।৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- একপাদদোষ, রাত্রি ৭।৮ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, রাত্রি ৯।৮ গতে দক্ষিণে। বারবেলাদি ৭।১৯ গতে ৮।৪০ মধ্যে ও ১২।৪৪ গতে ২।৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৯।৮ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির জন্মদিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৫৫ মধ্যে ও ৭।৩ গতে ১১।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩০ গতে ৮।২৩ মধ্যে ও ৯।১৭ গতে ১১।৫৮ মধ্যে ও ১।৪৫ গতে ৩।৩২ মধ্যে ও ৫।১৯ গতে ৫।৫৮ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩০ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

কুয়াশায় ঢাকা ফাঁসিদেওয়ার কাছে বাংলাদেশ সীমান্ত। সোমবার।

কুয়াশার সুযোগে দুষ্কর্ম

গোরু পাচার বৃদ্ধির আশঙ্কা সীমান্তে

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ নভেম্বর : খাতায়-কলমে শীত এখন পড়েনি। তবে নভেম্বরের মাঝামাঝি এসে রাতের বেলা ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকছে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিভিন্ন এলাকা। আর ঘন কুয়াশার কারণে কমেছে দৃশ্যমানতা। এই সুযোগে উন্মুক্ত সীমান্ত এলাকা দিয়ে গোরু পাচার বৃদ্ধির আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। তবে সতর্ক রয়েছে বিএসএফ ও পুলিশ। জারি রয়েছে টহলদারি।

স্থানীয় সূত্রের খবর, সারা বছরই ফাঁসিদেওয়া এবং চটহাটের মুড়িখাওয়া এলাকা দিয়ে কমবেশি গোরু পাচার হয়। তবে কুয়াশা পড়তেই বেড়ে যায় পাচারকারীদের তৎপরতা। খোলা সীমান্তে বিএসএফের চোখ ফাঁকি দিয়ে বাংলাদেশের গোরু পাচার চলে।

জাঁকিয়ে শীত এখনও না পড়লেও কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়ায়। রাতে কাঁটাতার থেকে কয়েক হাত দূরে কী রয়েছে, তা ঠাহর করা মুশকিল। আর এই সুযোগ কাজে লাগাতে চায় পাচারকারীরা। গ্রামবাসীর শঙ্কা, প্রতি বছরের মতো এবছরও শীতের মরশুমে বাড়তে পারে গোরু পাচার। এর পাশাপাশি সবজিখেত নষ্টের আশঙ্কাও করছেন কৃষকরা। কারণ সবজিখেতের ওপর দিয়ে গোরু সীমান্তের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর মহানন্দা নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে পাচার করা হয় গবাদিপশু। অন্যদিকে, চটহাটের মুড়িখাওয়াতেও একই চিত্র। দাবি উঠেছে কড়া নজরদারির।

ধনিয়া মোড় ও চটহাটের মুড়িখাওয়া মিলে ফাঁসিদেওয়া ব্লকে প্রায় সাড়ে ৪ কিলোমিটার খোলা সীমান্ত রয়েছে। ধনিয়া মোড় এলাকায় কাঁটাতারের বেড়ার জন্য লোহার পিলার বসানো হচ্ছে। নাইট ভিশন ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারিও চলছে। আবার মুড়িখাওয়াতে কাঁটাতার বসানোর জন্য জমি অধিগ্রহণ শুরু হয়েছিল। তবে, সেই কাজ এখনও শেষ হয়নি।

> শীতের সময় গ্রামের সবজিখেতের ওপর দিয়ে গোরু হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। পুলিশ এবং বিএসএফের তরফে নজরদারি আরও বাড়ানো দরকার।
>
> **ধনীরাম মুর্মু** *বাসিন্দা*

ফাঁসিদেওয়ার বাসিন্দা ধনীরাম মুর্মু বলেন, 'শীতের সময় গ্রামের সবজিখেতের ওপর দিয়ে গোরু হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হন। পুলিশ এবং বিএসএফের তরফে নজরদারি আরও বাড়ানো দরকার।' স্থানীয় কৃষক মহম্মদ সফরুর কথায়, 'এর আগে চাষের জমি থেকে ওই দেশের দুষ্কৃতীদের ফেলে যাওয়া আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছিল। শীতের সময় ভিনদেশিদের আনাগোনা বেড়ে যায়।' এক পুলিশ আধিকারিক বলছেন, 'পুলিশ নজরদারি চালাচ্ছে। পাচার রুখতে সীমান্ত লাগোয়া রাস্তাগুলিতে মোবাইল পেট্রলিং ভ্যান থাকবে।'

জালিয়াতি রুখতে ব্যবস্থা শিক্ষা দপ্তরের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : ট্যাবের টাকা উধাওয়ের ঘটনায় তোলপাড় রাজ্য। জালিয়াতির ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে চাইছে রাজ্য শিক্ষা দপ্তর। পড়ুয়াদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টেই যাতে ট্যাবের টাকা ঢোকে, তা নিশ্চিত করতে উদ্যোগী হয়েছে দপ্তর। এখন থেকে ট্যাবের টাকার জন্য পড়ুয়াদের তথ্যের সঙ্গে তাদের ব্যাংক পাসবুকের প্রথম পাতার ফোটোকপি জুড়ে তারপর দপ্তরে পাঠাতে হবে স্কুলগুলিকে। যেটা এতদিন করা হত না। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন অভিভাবকরা। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলায় ১২টি স্কুলের ৪০ জন পড়ুয়ার পাশাপাশি গোটা রাজ্যে প্রায় ৪ হাজার পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা হাতিয়ে নিয়েছে প্রতারকরা। তবে যাদের টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাদের ফের টাকা দিতে রাজ্য সরকার অর্থবরাদ্দ করেছে।

এদিকে, জালিয়াতির শিকার শিলিগুড়ির পড়ুয়াদের তালিকা ও তথ্য নতুন করে জেলা শিক্ষা দপ্তরের কাছে স্কুলগুলি জমা দিয়েছে। যেখানে প্রত্যেক পড়ুয়ার তথ্যের সঙ্গে ব্যাংক পাসবুকের প্রথম পাতার ফোটোকপি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ওই পাতার মধ্যে পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টের যাবতীয় তথ্য রয়েছে। পাশাপাশি উল্লেখ রয়েছে নির্দিষ্ট ফোন নম্বরের। তথ্য ট্রেজারিতে পাঠানোর আগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করছেন শিক্ষা দপ্তরের কর্মী, আধিকারিকরা। জেলা শিক্ষা দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, আগে এভাবে তথ্য যাচাইয়ের বালাই ছিল না। পড়ুয়াদের কিছুটা তথ্য হাতে পেলেই তা নির্দিষ্ট পোর্টালে আপলোড করা হত। আর সেই তথ্য অনুযায়ী তাতে শুরু হত টাকা জমার প্রক্রিয়া। এবিষয়ে শিলিগুড়ির বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

মাদক বিক্রির অভিযোগে ধৃত

গোয়ালপোখর, ১৮ নভেম্বর : ওষুধের দোকানের আড়ালে মাদক বিক্রির অভিযোগে পাঞ্জিপাড়ায় রবিবার রাতে একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের কাছ থেকে প্রচুর মাদক দ্রব্য উদ্ধার হয়। ধৃত নুর ইসলাম পাঞ্জিপাড়ারই বাসিন্দা। মাদকমুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে পুলিশের রুটিনমাফিক অভিযান চলে পাঞ্জিপাড়ায় দুটি ওষুধের দোকানে ও দুটি বাড়িতে। নুর ধরা পড়লেও আরেক অভিযুক্ত পারভেজ আলম পালিয়ে যায়। উদ্ধার হওয়া মাদক দ্রব্যগুলির মধ্যে আছে ৪৪ বোতল কাফ সিরাপ, ইনজেকশন ও ট্যাবলেট, যার বাজারমূল্য প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। ইসলামপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডেন্ডুপ শেরপা বলেন, 'মাদক দ্রব্যগুলো বাইরে পাচার করত কি না, তা জানতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

অনীতের কড়া বার্তা, পালটা কটাক্ষ অজয়ের

ব্যক্তিগত সেতু-রাস্তায় ক্ষোভ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : সরকারি জায়গায় ব্যক্তিগত নির্মাণ সবসময়ই আইনবিরুদ্ধে। অথচ সেসবের তোয়াক্কা না করেই পাহাড়ে যে কেউ সেতু বানিয়ে দিচ্ছে, কেউ আবার তৈরি করছে রাস্তা। এসব আর চলতে দেওয়া যাবে না বলে সাফ জানিয়ে দিল গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। এসব ব্যবহার করতে কোনও দুর্ঘটনা হলে তার দায় কে নেবে? কেন জেলা প্রশাসন এখনও এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না? সেইসব প্রশ্নও তুলেছেন জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। সোমবার তিনি দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের জেলা শাসককে দ্রুত এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

নাম না করে সমস্ত বিষয়ে এদিন হামরো পার্টির সভাপতি তথা জিটিএ সদস্য অজয় এডওয়ার্ডকেই নিশানা করেছেন অনীত। তিনি বলেছেন, 'পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য মানুষ আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে। আপনাকে দেয়নি। আমরা ধাপে ধাপে উন্নয়নের সমস্ত কাজ করব। আপনি আগে মানুষের জনসমর্থন নিয়ে ক্ষমতা দখল করে দেখান। তারপরই এসব কাজকর্মের কথা ভাববেন।'

অজয়ের পালটা বক্তব্য, 'আমাকে কেন সেতু, রাস্তা বানাতে হচ্ছে? এসব তো প্রশাসনের করার কথা। কিন্তু মানুষের জন্য তারা কিছু কাজ করছে না বলেই আমাদের এগিয়ে আসতে হচ্ছে। প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করলে সাধারণ মানুষকে আর এসব করতে হবে না। কথা কম বলে অনীত থাপাদের কাজ বেশি করা উচিত।'

কয়েক মাস আসে দার্জিলিংয়ের সোম তাকভর সমষ্টির বলবাস এলাকায় সিংতাম এবং বিজনবাড়ির মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের জন্য ছোট রঙ্গিত নদীর উপরে ১৩০ ফুট লম্বা কংক্রিটের সেতু এবং একটি ঝুলন্ত সেতু তৈরি করা হয়েছিল। অজয় এডওয়ার্ডের উদ্যোগে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় এই দুটি সেতু তৈরি হয়েছিল। সেতু দিয়ে পারাপার শুরু হওয়ার পরপরই বর্ষায় নদীর জলস্তর এতটাই বেড়ে যায় যে সেতুটির বেশ কয়েকটি কংক্রিটের খুঁটি ভেঙে যায়। পরবর্তীতে সেই সেতুটি আবার পুনর্নির্মাণ করে চালু করা হয়েছে।

কিন্তু এই সেতু নিয়ে প্রথম থেকেই বিরোধিতা করেছে জিটিএ। বলবাস এলাকায় ছোট রঙ্গিত নদীর উপরে কার অনুমতি নিয়ে সেতু এবং ঝুলন্ত সেতু তৈরি করা হল সেই প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছিল পাহাড়ের শাসকদল ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। খোদ অনীত এই নিয়ে জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করেছিলেন বলে জিটিএ সূত্রের খবর। কিন্তু তারপরও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ।

সোমবার দার্জিলিংয়ে জিটিএ'র তরফে বেশ কিছু প্রকল্পের শিলান্যাস করেন অনীত। সেই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'পাহাড়ে কেউ কেউ ইচ্ছে হলেই টাকা তুলে সেতু বানাচ্ছেন, রাস্তা তৈরি করে দিচ্ছেন। কিন্তু এই সেতু এবং রাস্তা তৈরি করার জন্য কার কাছে অনুমতি নেওয়া হয়েছে? একটা ব্রিজ তৈরির জন্য প্রশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ারের প্রয়োজন হয়। সরকারি ছাড়পত্র ছাড়া এসব তৈরি করা যায় না।' জেলা প্রশাসন এসব কেন দেখছে না সেই প্রশ্ন তোলেন অনীত। তিনি বলেন, 'এই সেতু দিয়ে চলাচল করতে গিয়ে কোনও দুর্ঘটনা হলে তার দায় জেলা প্রশাসন নেবে তো?' এরপরই তিনি দ্রুত দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের জেলা শাসককে পদক্ষেপের নির্দেশ দেন।

কড়া জিটিএ

- সিংতাম-বিজনবাড়ির মাঝে ছোট রঙ্গিত নদীর ওপর ঝুলন্ত সেতু বানিয়েছিলেন অজয় এডওয়ার্ড
- ব্যক্তিগত খরচে এবং স্থানীয়দের থেকে চাঁদা তুলে সেতুটি বানানো হয়েছিল
- পাহাড়ে কিছু জায়গায় ব্যক্তি উদ্যোগে রাস্তাও তৈরি হচ্ছে
- এসবের জন্য প্রশাসনের তরফে অনুমতি নেওয়া হচ্ছে না, প্রশাসনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না
- কোনও দুর্ঘটনা হলে প্রশাসন দায় নেবে তো, প্রশ্ন জিটিএ চিফ অনীত থাপার

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

দড়ি ধরে মারো টান।। শংকরপুরে ছবিটি তুলেছেন কলকাতার জয়জিৎ ধর।

২০ হাজার টাকার জন্য প্রাণ গেল ফাদারের

জয়গাঁ, ১৮ নভেম্বর : এভাবে খুন করা হল কেন? শনিবার সকালে জয়গাঁর বড় মেচিয়াবস্তি এলাকায় স্থানীয় একটি চার্চের ফাদারের রক্তাক্ত দেহ পাওয়ার পর থেকেই এই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল। দু'দিন পর অবশেষে সোমবার সেই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তদন্তে উঠে এসেছে, ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছিলেন ফাদার সন্তবীর তামাং। সেই টাকা শোধ করা নিয়ে বচসার জেরেই খুন হতে হয়েছে তাঁকে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে একজনের নাম পান্ডু রাই ও অপরজনের নাম বিজয় সুব্বা। বিজয় জয়গাঁর বাসিন্দা হলেও পান্ডু কালচিনির রাঙ্গামাটি এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। তবে তিনি ইদানীং রাইগাঁও এলাকায় একটি ভাড়াবাড়িতে থাকছিলেন। অভিযুক্ত পান্ডুর বিরুদ্ধে আগেও নানা অভিযোগ রয়েছে বিভিন্ন থানায়। জয়গাঁ থানায় তাঁর বিরুদ্ধে মাদক সংক্রান্ত মামলা রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। দু'বছর আগে বিপুল পরিমাণ মাদক দ্রব্য সহ পান্ডুকে বড় মেচিয়াবস্তি এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল জয়গাঁ থানার পুলিশ। ফাদার খুনে ধৃত দুজন পুলিশের টানা জেরার মুখে ভেঙে পড়ে।

খুনের নেপথ্যে

- মাসখানেক আগে ফাদার ২০ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন
- তা আর শোধ দিতে পারেননি
- টাকার বদলে ফাদারের স্কুটার নিয়ে নিতে চায় ধৃতরা
- ফাদার আবার তাতে রাজি হননি
- তা থেকেই শুরু হয় বচসা
- বচসা থেকেই খুন বলে অনুমান পুলিশের

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে খুন করা হয়েছিল ফাদারকে। ঘটনাস্থলের ৫০০ মিটার এলাকার মধ্যে থাকা একটি সিসিটিভি রয়েছে। সেটির ফুটেজে দেখা গিয়েছে, সেই রাতে গাড়ি চালিয়ে পান্ডু যাচ্ছিল ওই রাস্তা দিয়ে। পেছন পেছন যাচ্ছিলেন ওই ফাদার। সেই সূত্র ধরেই পুলিশের সন্দেহ হয় এবং তাকে গ্রেপ্তার করে। খুনের ঘটনার পর পুলিশ ফাদারের ঘনিষ্ঠ ৭ জনকে আটক করেছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল। তাদের মধ্যেই ছিল পান্ডু ও বিজয়।

তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পান্ডুর সঙ্গে সবসময় থাকত বিজয়। পান্ডু দাগি আসামি হলেও বিজয়ের বিরুদ্ধে কিন্তু থানায় এর আগে কোনও মামলা হয়নি। জয়গাঁর এসডিপিও প্রশান্ত দেবনাথ জানিয়েছেন, 'অভিযুক্ত হয়তো দুজন নয়। আরও কেউ এই খুনের ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে পারে। এই অভিযুক্তদের রিমান্ডে নিয়ে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব।'

পুলিশ অভিযুক্তদের কাছ থেকে জানতে পেরেছে, জুয়া খেলার জন্য পান্ডুর কাছ থেকে ২০ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন ফাদার। সে মাসখানেক আগেকার ঘটনা। ধার নেওয়ার পর এক মাস কেটে গেলেও সেই টাকা ফেরত দিতে পারেননি ফাদার। তাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল পান্ডু। শুক্রবার রাতে ফাদারকে টাকার জন্যই ডেকে পাঠিয়েছিল অভিযুক্তরা। ফাদার টাকা দিতে পারেননি। তখন তারা ফাদারের স্কুটার নিয়ে নিতে চায়। তখনই বচসা শুরু হয়। এরপরেই ধস্তাধস্তি থেকে খুনের ঘটনা ঘটে বলে পুলিশের অনুমান। এদিন অভিযুক্তদের আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়। তাদের ১৪ দিনের রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে।

নির্বিকার পুরসভা

শিলিগুড়িতে মাল পুর আবাসে চুরি

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সংলগ্ন মাল পুর আবাস থেকে সমস্ত আসবাব এবং বৈদ্যুতিন সামগ্রী চুরি হয়ে গিয়েছে। রাতের অন্ধকারে দু-তিনজনকে সেখানে ঘুরতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হওয়ায় মেডিকেল পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দিয়েছিলেন। পুলিশ সোমবার দুপুরে এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি দেখে আসে। কিন্তু এ বিষয়ে কিছুই খোঁজ নেয়নি মাল পুরসভা। পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'চুরির বিষয়টি আমাদের জানা নেই। ওই ভবনটি একটি এজেন্সি চালাত। কিন্তু এজেন্সি চলে যাওয়ায় কিছুদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। আমরা গিয়ে দেখেও এসেছি। ভবনটি নতুন করে কোনও এজেন্সিকে দেওয়া হবে।' মেডিকেল ফাঁড়ির তরফে জানানো হয়েছে, পুলিশ গিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এসেছে। সোমবার রাত পর্যন্ত মাল পুরসভার তরফে পুর আবাসে চুরি সংক্রান্ত কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি।

ডুয়ার্সের মালবাজার, ওদলাবাড়ি সহ আশপাশের এলাকা থেকে প্রচুর রোগী উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে চিকিৎসা করাতে আসেন। অনেক রোগীকে মেডিকেলে ভর্তি থেকে চিকিৎসা করাতে হয়। তাঁদের পরিজনকে মেডিকেল সংলগ্ন এলাকায় হোটেল বা লজ ভাড়া নিয়ে থাকতে হয়। ভাড়া বাবদ খরচ হয় প্রচুর টাকা। এই সমস্যা মেটাতে বাম আমলে মাল পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান পার্থ দাসের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন কাওয়াখালিতে মাল পুর আবাস তৈরি করা হয়েছিল। ২০০৩ সালের ১৮ ডিসেম্বর তৎকালীন পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য এর উদ্বোধন করেছিলেন।

পুরসভার তরফে আবাসটি একটি বেসরকারি সংস্থাকে লিজে দেওয়া হয়েছিল। সেই সংস্থাও কয়েক মাস আগে দায়িত্ব ছেড়ে চলে গিয়েছে। স্থানীয়রা বলছেন, কয়েক মাস ধরে আবাসটি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এখানে নিরাপত্তারক্ষীরও দেখা পাওয়া যায় না।

স্থানীয় বাসিন্দা দিবাকর সরকারের বক্তব্য, 'শনিবার রাতে দু-তিনজন অপরিচিত মুখকে অন্ধকারে এখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখা

গিয়েছে। তা দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। রবিবার রাতেও এলাকায় একজনকে ঘুরঘুর করতে দেখা যায়। সোমবার সকালে স্থানীয়রা দেখেন, ভবনের লোহার গ্রিল ভাঙা। তখনই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।' একই বক্তব্য প্রমোদ দাস, মন্মথ রায়দের।

স্থানীয় অনেকেই বলেছেন, এই ভবনে আসবাবপত্র, বৈদ্যুতিন সামগ্রী ছিল। দুষ্কৃতীরা সমস্ত কিছু নিয়ে গিয়েছে। ভবন থেকে বিদ্যুতের মেইন সুইচ সহ অন্যান্য সামগ্রী, বৈদ্যুতিন ওয়্যারিংয়ের তার খোয়া গিয়েছে।

তবে, এতকিছুর পরেও মাল পুরসভার কোনও হেলদোল নেই। যদিও ভাইস চেয়ারম্যান বলেছেন, 'মাল সহ আশপাশের এলাকার প্রচুর মানুষ চিকিৎসার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে যান। তাঁদের সুবিধার জন্য ওই ভবনটি তৈরি হয়েছিল। আমরা কয়েকদিন আগে পরিত্যক্ত ওই ভবনটি দেখে এসেছি। ওই ভবন দ্রুত নতুন করে লিজ দেওয়া হবে।'

প্রতারণায় মিলনের সেলফি ব্যবহার

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : বিশিষ্টদের সঙ্গে সেলফি তুলে সেই ছবি দিয়ে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট বানিয়ে টাকা তুলত পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরের বাসিন্দা মিলন কামিলা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ পরিচয়ে হোয়াটসঅ্যাপে হুমকি দিয়ে টাকা তোলার ঘটনায় তাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে উঠে এসেছে ওই তথ্য।

সূত্রের খবর, মন্ত্রীর মেয়ের গাড়ির চালক থাকার সময় মিলনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল বিশিষ্টদের। তাঁদের সঙ্গে তুলেছে সেলফি। সেই সেলফি ক্রপ করে মিলন হোয়াটসঅ্যাপের প্রোফাইল ছবি হিসেবে ব্যবহার করত। বিশিষ্টদের নামে ভুয়ো বিজনেস অ্যাকাউন্ট তৈরি করেই চলছিল প্রতারণা। তাকে হেপাজতে নিয়ে জেরা করে এমনই তথ্য পাচ্ছেন শিলিগুড়ি থানার তদন্তকারীরা।

ভূপতিনগরে মিলন তার বাড়ি সংলগ্ন এলাকায় একটা বড় গোডাউন ভাড়া নিয়ে খাবারের হোম ডেলিভারির ব্যবসা চালাত। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতারণার জন্য নির্দিষ্ট একটা পরিকল্পনা কাজে লাগাত মিলন। একজনকে প্রতারণায় ফেলার জন্য একনাগাড়ে মেসেজ করত না। দু'তিনবার সে মেসেজ করত। শিলিগুড়ির যে ব্যবসায়ীকে সে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ-র পরিচয় দিয়ে মেসেজ করেছিল, তাঁকে দু'বার পাঠিয়েছিল। প্রতারণা করে নেওয়া টাকা কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ঢুকত, ওই অ্যাকাউন্ট কার, সেব্যাপারে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

বধূকে ধর্ষণে গ্রেপ্তার

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ নভেম্বর : শোয়ার ঘরে ঢুকে প্রতিবেশী গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল ফাঁসিদেওয়া থানা। ধৃতের নাম মহম্মদ সানাউল (২৬)। সে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বাসিন্দা। অভিযোগ, রবিবার রাতে বধূর স্বামী বাড়িতে ছিলেন না। সেই সুযোগে সানাউল ঘরে ঢুকে ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে। এবিষয়ে নির্যাতিতা সোমবার ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগে করেছেন। তদন্তে নেমে এদিনই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ধৃতের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বলে খবর। অন্যদিকে, নির্যাতিতার মেডিকেল টেস্ট হয়েছে। তদন্ত চলছে।

হাতির করিডরে জঞ্জালের স্তূপ

বাগডোগরা ও নকশালবাড়ি, ১৮ নভেম্বর : জঙ্গলের পাশে আবর্জনা ফেলে অঘোষিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি করেছে একদল অসচেতন মানুষ। এই প্রবণতা পরোক্ষভাবে বন্যপ্রাণের সঙ্গে মানুষের সংঘাতের আশঙ্কা তৈরি করে। পরিস্থিতি নিয়ে দুশ্চিন্তায় কার্সিয়াং বন বিভাগের কর্তারা। বুধবার রাতে বাগডোগরা-নকশালবাড়ি এশিয়ান হাইওয়ে টু সড়কে সন্ন্যাসীস্থান চা বাগান ও কেষ্টপুরের মাঝে দাঁতালের আক্রমণে দুজনের মৃত্যু উদ্বেগ আরও বাড়িয়েছে। কার্সিয়াং বন বিভাগের ডিএফও দেবেশ পান্ডের কথায়, 'বন সংলগ্ন এলাকায় এবং বন্যপ্রাণী যাতায়াতের করিডরে খাবারের উচ্ছিষ্ট সহ বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। এটা উচিত নয়। যেখানে আবর্জনা ফেলা হয়, সেখান থেকে ২০০ ফুট দূরে সড়কের উলটোদিকে জঙ্গল। খাবারের গন্ধে বন্যপ্রাণীরা আকৃষ্ট হয়ে সড়কে চলে আসে। আমরা সংশ্লিষ্ট সব মহলকে চিঠি দিয়েছি ওই এলাকায় আবর্জনা ফেলা বন্ধ করতে উদ্যোগী হতে।'

তিনি আরও জানিয়েছেন, সড়কের পাশের আবর্জনা আর ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা হচ্ছে। এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষকে বলা হয়েছে, ঝোপঝাড় সাফাইয়ের জন্য। সেসবের কারণে রাতে হাতির অবস্থান বোঝা সম্ভব হয় না। কিরণচন্দ্র চা বাগানের সামনের করিডর ছাড়াও সন্ন্যাসীস্থান এবং কেষ্টপুরের মাঝে নতুন করিডরে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। এখানে একটি কিউআরটি গাড়ি থাকবে। কিরণচন্দ্র করিডরে ২টি কিউআরটি গাড়ি আগে থেকে রয়েছে। সকালসন্ধ্যায় যাঁরা হাঁটতে বের হন, তাঁদের নিষেধ করা হচ্ছে।

আপার বাগডোগরা পেরোনোর পর থেকে সড়কের পাশে জঞ্জালের স্তূপ চোখে পড়ে। সেখানে পড়ে থাকা উচ্ছিষ্ট খেতে জঙ্গল থেকে চলে আসে হাতি, বন্য শুয়োর, চিতাবাঘ ইত্যাদি। এতে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বাড়ে। নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনুজিৎ বসু বলছেন, 'মানুষ সচেতন না হলে আবর্জনা ফেলা বন্ধ হবে না। নিজেদের সুরক্ষার স্বার্থে সবদিক ভেবে কাজ করতে হবে।'

বন লাগোয়া রাস্তার ধারে আবর্জনার স্তূপ।

এদিকে, সোমবার হাতিঘিসার মৌরিজোতে আসেন কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে। সঙ্গে ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ সহ অন্যরা। হাতির হানায় মৃত দুই ভাই অজয় ওরাওঁ এবং সঞ্জয় ওরাওঁয়ের পরিবারের হাতে এদিন দশ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন সভাধিপতি ও ডিএফও। পাশাপাশি ফরেস্ট ভলান্টিয়ার পদে পরিবারের একজনকে চাকরির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। ডিএফওর বক্তব্য, 'জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় যেখানে-সেখানে আবর্জনা ফেলা হলে এমন ঘটনা ঘটতেই থাকবে। আবর্জনায় খাবারের খোঁজে হাতি আসে।' সভাধিপতি বলছেন, 'আমরা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু করেছি। বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতে ডাম্পিং গ্রাউন্ড রয়েছে। তা সত্ত্বেও জাতীয় সড়কের ধারে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে।'

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা মহিউজ্জামান - কে

08.08.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 56L 48698 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি আমার শরীরের মধ্যে তাজা শ্বাস প্রবেশ করিয়েছে কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে। আমার ভাগ্য পরীক্ষা করার এমন একটি সুন্দর প্রক্রিয়া প্রদান করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

ঘাটের লিজ দাবি শ্রমিকদের, সঞ্চয় ভেঙে সংসার

রোজগার বন্ধ বালাসনে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : 'আমরা তবে খাব কী?'

অবৈধভাবে বালি-পাথর তোলা বন্ধ করতে প্রশাসনিক অভিযান শুরু হতেই বালাসন নদীর ওপর নির্ভরশীল কয়েক হাজার মানুষ এখন এই প্রশ্ন তুলছেন। বেআইনিভাবে নয়, আইনি পথে রোজগার করতে চাইছেন বলেও তাঁরা সাফ জানাচ্ছেন। কেন সরকারি তরফে লিজ দেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্নও উঠছে এখন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাহাড় সফরের সময় থেকেই বালাসনে নজর পড়েছে প্রশাসনের, যা গতি পেয়েছে মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুশান্ত ঘোষ এই অবৈধ কারবার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ার পর। সোমবারও ব্লক প্রশাসনের তরফে বালাসনের বিভিন্ন ঘাটে অভিযান চলেছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। যদিও বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না প্রশাসনিক কর্তারা।

কেন সরকার বালাসনের ঘাটে লিজ দিচ্ছে না, এই প্রশ্ন এখন তুলছেন নদী থেকে বালি-পাথর তোলার কাজে যুক্ত শ্রমিকরা। শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী থাকায়, গত বৃহস্পতিবার ঘাট শুনসান রাখার অলিখিত 'ফরমান' জারি হয়েছিল বালাসনে। যদিও তার আগের দিন বুধবার শয়ে-

সোমবারও শুনসান বালাসন।

শয়ে গাড়ি বালাসন থেকে বালি-পাথর তুলেছিল, যা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দেন সুশান্ত। তাঁর অভিযোগ, বালাসনে মাফিয়ারাজ চলছে। যথারীতি এই কারবার বন্ধ করতে জেলা প্রশাসনকে কড়া নির্দেশ দেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। যার জেরে প্রতিদিনই সেখানে প্রশাসনিক অভিযান চলছে। কার্যত পাঁচদিন ধরে বেকার হয়ে রয়েছেন তারাবাড়ি, শিসাবাড়ি, বালাসন কলোনি, কাওয়াখালির বাসিন্দাদের একাংশ। এমনভাবে কতদিন আর বেকার থাকতে হবে, কেউই বুঝতে পারছেন না। এমন পরিস্থিতিতে তাঁরা আইনি ব্যবসার পক্ষে সওয়াল করছেন।

আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের শিসাবাড়ির বাসিন্দা জ্যোতি সিংহ বলছেন, 'বেআইনি কাজের সঙ্গে তো আমরা যুক্ত নই। শ্রমিকের কাজ করি আমরা শুধু। যাঁরা বেআইনি কারবার করছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক প্রশাসন। আমাদের পেটে কেন লাথি মারা হচ্ছে?'

এখানকারই বাসিন্দা নিমাই বর্মনের বক্তব্য, 'সরকারই লিজ না দিয়ে বেআইনি কারবার করার সুযোগ দিচ্ছে। লিজ দিলে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না।' মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কলাবস্তির বাসিন্দা সুবোধ রায়ের কথায়, 'পাঁচদিন ধরে কাজ নেই। ঘাটে যাচ্ছি আর বাড়ি ফিরে আসছি। এভাবে কতদিন আর চলবে, কিছুই বুঝতে পারছি না। এরপর তো না খেয়ে মরতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লেখা সুশান্ত মাটিগাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সহ সভাপতির পাশাপাশি এলাকার তৃণমূল নেতা। কিন্তু শ্রমিকদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আরেক তৃণমূল নেতা দুর্লভ চক্রবর্তী। তিনি বলছেন, 'শ্রমিকরা তো আর বেআইনি কাজ করছে না। যাঁরা করছে, তাঁদের চিহ্নিত করা হোক। ব্যবস্থা নিক প্রশাসন। তাছাড়া এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত সকলেই কিন্তু বেআইনি পথে রোজগার করেন না। অনেক শিক্ষিত এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত।'

পালটা যুক্তি

- লিজ না থাকায় বেআইনিভাবে বালি-পাথর তোলা হচ্ছিল বালাসনে
- মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অভিযান শুরু হতেই কয়েকদিন ধরে বন্ধ কারবার
- কাজ খুইয়ে সংসার চালাতে এখন বিপাকে শ্রমিকরা
- তাঁদের যুক্তি, সরকার বৈধ লিজ দিলে আর সমস্যা থাকবে না

অধরা দুষ্কৃতী, ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা

খড়িবাড়ি, ১৮ নভেম্বর : ৩৬ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, তবুও অধরা দুষ্কৃতী। পুলিশের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীদের একাংশ। রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ খড়িবাড়ি থানঝোরা মোড়ে খড়িবাড়ি-ঘোষপুকুর রাজ্য সড়কের পাশে ধরমবীর মাহাতোর লটারির দোকানে লুটপাঠ চালানো হয়। দোকানদারের দিকে পিস্তল তাক করে ক্যাশবাক্স থেকে কয়েক হাজার টাকা নগদ, একটি মোবাইল ও লটারির টিকিট ছিনতাই করে এক দুষ্কৃতী। তারপর দ্রুতগতিতে থানঝোরা বাগানের দিকে মোটরবাইক চালিয়ে চম্পট দেয় সে। অভিযোগের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকারের নেতৃত্বে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

বিভিন্ন এলাকায় সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখেন তাঁরা। তবে সোমবার সন্ধ্যায় খড়িবাড়ি থানা জানিয়েছে, তখনও পর্যন্ত অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। তদন্ত চলছে।

পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন খড়িবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক ব্রিজবিহারী প্রসাদ। তাঁর কথায়, 'ছিনতাইয়ের ঘটনা খড়িবাড়িতে মাঝেমধ্যেই ঘটে। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে দিনদুপুরে ভরা বাজার থেকে দোকানির ক্যাশবাক্স লুট এর আগে কখনও হয়নি। আমরা চাই, পুলিশ দ্রুত দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করুক, নয়তো সমাজবিরোধীদের সাহস বেড়ে যাবে।' দোষী ধরা না পড়লে আরও এধরনের ঘটনা ঘটার আশঙ্কা করছেন তিনি। ব্যবসায়ী সমিতির দাবি, খড়িবাড়ি বাজারগুলোতে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হোক। বাড়ানো হোক পুলিশি নজরদারি।

মনোনিবেশ।। *মূর্তি গড়ার চেষ্টা খুদের। ইসলামপুরের মাটিকুন্ডায় সোমবার। ছবি : সুদীপ্ত ভৌমিক*

মন্ত্রীর ঘোষণা উত্তরকন্যায়

উত্তরবঙ্গে আরও নতুন দমকলকেন্দ্র

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গের ইটাহার, সুখিয়াপোখরি, গরুবাথান, তাকদা, হলং, সোনাদা, বানারহাটে নতুন দমকলকেন্দ্র তৈরি করা হবে। সোমবার উত্তরকন্যায় ৮ জেলার চেম্বার অফ কমার্স, হোটেল, বেসরকারি নার্সিংহোমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর একথা জানালেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু। বৈঠকে ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শোনা হয়েছে।

মন্ত্রী বলেছেন, 'আমরা মনে করি, নতুন দমকলকেন্দ্রের যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনই অন্য কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামোরও উন্নয়নও দরকার। দমকলের জন্য ৭৫টি গাড়ি আগামী মাসের মধ্যে তৈরি হয়ে যাবে। যেগুলি দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও পাঠানো হবে।'

ওই গাড়িগুলির কোনওটি আড়াই হাজার, আবার কয়েকটি রয়েছে ৫ হাজার কিংবা ১৪ হাজার লিটার জলধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন। মন্ত্রীর সংযোজন, 'পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৩৭৬ কোটি টাকার কাজ হবে দমকল বিভাগে। এই অর্থে নতুন কেন্দ্র, গাড়ি কেনা হবে।'

ফায়ার লাইসেন্সের জন্য অনলাইনে আবেদনের বিষয়টি জানিয়েছেন দমকলমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'আগে ফায়ার লাইসেন্সের জন্য কলকাতায় যেতে হত। এখন যে কোনও জায়গা থেকে অনলাইনে আবেদন করা যায়। অনেকের মধ্যে নিয়ম ভাঙার প্রবণতা রয়েছে। তা রুখতে ফায়ার অডিটের প্রয়োজন।'

এর পাশাপাশি এদিনের বৈঠকে জানানো হয়েছে, ৫ হাজার বর্গফুটের মধ্যে যদি কোনও ব্যবসায়ী দোকান করেন, তবে তাঁর দমকলের অফিসে আসার প্রয়োজন নেই। সেল্ফ ডেক্ল্যারেশন দিলে অনলাইনে তিনি শংসাপত্র পেয়ে যাবেন। ইতিমধ্যে প্রায় ১ হাজার ব্যবসায়ী অনলাইনে আবেদন করেছেন বলে খবর।

সুজিত বসুর কথায়, 'অনলাইনে আবেদন করলে আমরা সেল্ফ ডেক্ল্যারেশনের ওপর ভিত্তি করে শংসাপত্র দিচ্ছি। কিন্তু পরবর্তীতে যদি দেখা যায়, আবেদনের সময় ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে, তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির বিধান মার্কেটে আগুন লেগেছিল। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন ব্যবসায়ীরা। সেই প্রসঙ্গ টেনে সুজিত বলেন, 'বিধান মার্কেটের মতো জায়গায় চাপা গলির জন্য দমকলের গাড়ি ঢুকতে সমস্যা হয়। এরকম জায়গায়

যাতে অনায়াসে পৌঁছে যাওয়া যায়, সেজন্য ছোট গাড়ি আনা হচ্ছে।'

অন্যদিকে, ৫ হাজার বর্গফুট জায়গার জন্য সেল্ফ ডেক্ল্যারেশনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন জলপাইগুড়ি-ডাবগ্রাম ইন্ডাস্ট্রিজ ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহন দেবনাথ। তবে নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ পাল আবার বলছেন, 'বৈঠকে তেমন কিছু হয়নি। যাঁদের লাইসেন্স আছে তাঁদের আবার নতুন করে ফায়ার সেফটি সার্টিফিকেট কেন নিতে হবে? এই বিষয়টি আমাদের বোধগম্য হল না।'

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন দমকল বিভাগের অ্যাডিশনাল চিফ সেক্রেটারি মনোজ আগরওয়াল।

পদ্মের অভিযান

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : সারা রাজ্যের মতো ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় শুরু হয়েছে বিজেপির সদস্যতা অভিযান। সোমবার জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়ের নেতৃত্বে ফুলবাড়িতে অভিযানে নামেন পদ্ম শিবিরের নেতা-কর্মীরা। এদিন ফুলবাড়ির পুঁটিমারিতে কর্মসূচি হয়। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পাশাপাশি কর্মীদের গান গেয়ে শুনিয়েছেন জয়ন্ত। ফুলবাড়ি মণ্ডল সভাপতি বিধান মণ্ডল, সহ সভাপতি রাজীব সাহা সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

পাসওয়ার্ড 'চুরি'

প্রথম পাতার পর

তাদের অধিকাংশেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক কিংবা উচ্চমাধ্যমিক। পুলিশের সাইবার সেলের এক কর্তা বলছেন, 'দু'ভাবে এই জালিয়াতি সম্ভব। এক পোর্টালি হ্যাক করে, দুই পোর্টালের সমস্ত ক্রেডেনশিয়াল চুরি করে তথ্য বদলে ফেলে। যারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের কেউই সেই অর্থে হ্যাকিং জানে না বা জানা সম্ভব নয়। সুতরাং জালিয়াতি হয়েছে দ্বিতীয়ভাবে- এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।'

সরকারি সূত্রে খবর, স্কুল ছাড়া পোর্টালের পাসওয়ার্ড স্কুল শিক্ষা দপ্তরের এসআই, জেলা শিক্ষা দপ্তর, রাজ্য শিক্ষা দপ্তর এবং যে সংস্থাকে বাংলার শিক্ষা পোর্টালের সার্ভার পরিচালনা দেওয়া হয়েছে, তাদের কাছে থাকে।

এক স্কুলের প্রধান শিক্ষক ভিরমি খাওয়ার মতো তথ্য দিয়ে বলছেন, 'আমরা সঠিক তথ্য আপলোড করা সত্ত্বেও ৪০ পড়ুয়ার অ্যাকাউন্ট নম্বর বদলে ফেলা হয়েছিল। শেষমুহূর্তে চেক করতে গিয়ে আমার নজরে আসে। এতগুলি স্তরে পোর্টালের পাসওয়ার্ড থাকে, ফলে এই সিঁধ কোন স্তর থেকে কাটা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে বড় প্রশ্ন। সংস্থার কেউ জড়িত কি না সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।'

তাঁর সংযোজন, 'উত্তর দিনাজপুর জেলা শিক্ষা দপ্তরকে লিখিত জানিয়েছিলাম। আমাদের বলা হয়, পুলিশের সাইবার শাখায় যেতে হবে না। যা করার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষই করবে।'

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে উত্তর দিনাজপুরের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) মুরারিমোহন মণ্ডলকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করা হলে তাঁর নেট অফ ছিল। এসএমএস করা হলেও তিনি উত্তর দেননি।

চোপড়ার লক্ষ্মীপুর বাজারে এক মিষ্টির দোকান কার্যত ফাঁকা। সবে দুপুর গড়িয়েছে। পরিচিত এক স্কুল শিক্ষক চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে উঠলেন, 'উচ্চপর্যায়ের নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তাহলেই বুঝতে পারবেন চোপড়াকে উত্তরের জামতাড়া করার পিছনে রাঘববোয়ালরা কারা।'

'ট্যাব কেলেঙ্কারিতে বাংলা শিক্ষা পোর্টালের পাসওয়ার্ড বিক্রি হয়েছে কি না, তা নিয়ে আদৌ তদন্ত হয়েছে?' দোকানে একে একে গ্রাহক বাড়তেই প্রশ্নগুলি ছুড়ে দিয়ে ওই শিক্ষক সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়লেন। *(চলবে)*

জেলার খেলা

লাইম লাইটের বার্ষিক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : লাইম লাইট উচ্চবিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া রবিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিযোগিতাটি উত্তেজনা, টিমওয়ার্ক ও খেলাধুলায় পূর্ণ ছিল। প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য ছিল শারীরিক সুস্থতা প্রচার করা ও স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতাকে উৎসাহিত করা। শিক্ষার্থীদের মেধাবী ও চমৎকার পারফরমেন্সের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সমস্ত খেলা শেষ হওয়ার পরপরই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

জোড়া সোনা দীপ্তির

নিজস্বপ্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : কোচবিহার রাজবাড়ি মাঠে আন্তর্জাতিক আমন্ত্রণমূলক মাস্টার্স গেমসে শনিবার প্রথমদিনে মাস্টার্স অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার (মাফি) শিলিগুড়ি শাখার দীপ্তি পাল জোড়া সোনা পেয়েছেন। তিনি মহিলাদের ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ৫ হাজার মিটার ও ২ কিলোমিটার ওয়াকিং রেসে প্রথম হয়েছেন। তপন সেনগুপ্ত পুরুষদের ৭০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ২০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন। ৬৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে ২০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন দীপক পাল। গণেশ ধর ৬০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ২০০ মিটারে তৃতীয় হয়েছেন। তুহিন বিশ্বাস ৫০ ঊর্ধ্ব বিভাগে ২০০ মিটারে প্রথম হয়েছেন। ৪৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে ২০০ মিটারে তৃতীয় প্রকাশকুমার কুণ্ডু। অমূল্য সাহা ৪৫ ঊর্ধ্ব বিভাগে ৫ হাজার মিটারে তৃতীয় হয়েছেন।

হারল শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : আন্তঃজেলা মহিলাদের সিনিয়ার টি২০ ক্রিকেটে সোমবার বাঁকুড়ার বিরুদ্ধে ৫ রানে হার দিয়ে অভিযান শুরু করল শিলিগুড়ি। ঘরের মাঠে টসে হেরে বাঁকুড়া ১৯.৫ ওভারে ৯২ রানে অলআউট হয়। পরমা মণ্ডল ২৯ রান করেন। পূজা অধিকারী ১০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। প্রিয়া সাহানি ১৩ ও প্রিয়াঙ্কা কুর্মি ১৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে শিলিগুড়ি ৮৭ রানে গুটিয়ে যায়। প্রিয়াংকা ১৯ ও সিঞ্জিনী সরকার ১৬ রান করেন। বুধবার বীরভূমের বিরুদ্ধে খেলবে শিলিগুড়ি।

ভালো র‍্যাংক

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : মেডিকেলের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্সে সর্বভারতীয় ভর্তির প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালো র‍্যাংক করেছে কালিম্পং জেলার কাগের বাসিন্দা ডাঃ দিব্যা পোখরেল। সাধারণ বিভাগে তাঁর র‍্যাংক ১২০। কলকাতার এনআরএস মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাশ করার পর তিনি নয়াদিল্লির এইমসে মনোরোগে এমডি কোর্স করতে আগ্রহী।

চর্চায় মৃতের জীবনযাত্রা

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনই কি কাল হল আদর্শপল্লির পঙ্কজ রায়ের, এলাকায় কান পাতলে এমন আলোচনা শোনা যাচ্ছে। রবিবার গভীর রাতে শিলিগুড়ি সংলগ্ন বাণেশ্বর মোড়ে দুটি বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। গুরুতর জখম হন পঙ্কজ রায়, প্রমিলা রায়, রোহন সরকার, হিমেশ বিশ্বাস ও বাপ্পা দাস। এরপর স্থানীয়রা ওই পাঁচজনকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

সেখানে পঙ্কজকে (৩০) মৃত বলে ঘোষণা করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। বাকিদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ময়নাতদন্তের জন্য পঙ্কজের দেহ একই জায়গায় পাঠানো হয়েছে।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত প্রত্যেকের বাড়ি শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকায়। এঁদের মধ্যে পঙ্কজের ঠিকানা ছিল আদর্শপল্লি। স্থানীয় একজনের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন তিনি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বিভিন্ন ধরনের নেশা করতেন পঙ্কজ। অসামাজিক কর্মকাণ্ডেও জড়িয়ে পড়তেন মাঝেমধ্যে। তাঁর আদি বাড়ি বারাসাতে। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে ভাড়াবাড়িতে একাই থাকতেন। দূর সম্পর্কের এক আত্মীয় কালা ভৌমিকের সূত্রে বসবাস শুরু করেছিলেন এখানে।

এদিন দুপুরে মেডিকেল কলেজের মর্গ থেকে দেহ নেওয়ার অপেক্ষায় বাকিদের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলেন কালা। ঘটনাপ্রসঙ্গে বললেন, 'রবিবার রাতে ঘটনা ঘটলেও আমি স্থানীয় একজনের কাছ থেকে আজ (সোমবার) সকালে জানতে পারি।' পাশ থেকে তখন বিকাশ বিশ্বাস নামে একজন মন্তব্য করে বসলেন, 'পঙ্কজের অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ছিল। খুব একটা মেলামেশা ছিল না কারও সঙ্গে।' বরং অন্য এলাকার বেশ কয়েকজনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে জানা গেল। পঙ্কজকে নিয়ে বিকাশের মন্তব্যের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করেছেন স্থানীয় নারায়ণ দাস, প্রভাত বিশ্বাসরা।

বাইক দুর্ঘটনা

ইস্টার্ন বাইপাসের বাণেশ্বর মোড়ের কাছে একদিকে থেকে দ্রুতগতিতে ছুটে আসা বাইকে ছিলেন পঙ্কজ ও তাঁর এক বন্ধু। উলটোদিক থেকে আসা অপর বাইকে তিনজন সওয়ারি ছিলেন। সংঘর্ষের ফলে দুটি বাইকের সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাইক দুটিকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : চা শ্রমিকদের জমির স্বত্ব, ন্যূনতম মজুরি ইস্যুতে ফের সরব অজয় এডওয়ার্ড। হামরো পার্টির সুপ্রিমোর আরও অভিযোগ, পাহাড়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না বিরোধীদের। নানা বিষয়ে নিজের বক্তব্য জানিয়ে একটি চিঠি সোমবার তিনি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সম্প্রতি পাহাড় সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) সঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে অজয়ের অভিযোগ, বিরোধীদের গুরুত্ব দেওয়ার কথা থাকলেও, সেই বৈঠকে তাঁকে এবং অন্য বিরোধীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। পাহাড়ের মূল সমস্যাগুলো নিয়ে সেখানে কোনও আলোচনা হয়নি বলে দাবি অজয়ের। পাশাপাশি চা শ্রমিকদের জমির অধিকারের বিষয়টি নিয়ে রাজ্য কী পদক্ষেপ করছে, সেটা জানতে চেয়েছেন। কালিম্পং জেলার তিস্তাবাজার ও সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দাদের পুনর্বাসন বা সাহায্য, কিছু করা হয়নি বলে চিঠিতে উল্লেখ করেছেন অজয়। পাহাড়ের নেতা বলছেন, 'যেহেতু জিটিএ'র ক্ষমতায় থাকা দলের সভাসদরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন, ফলে অধিকাংশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়নি বলে মনে করি। এই কারণে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে পাহাড়ের মূল সমস্যাগুলো তুলে ধরেছি।'

টিনের দেওয়াল কেটে চুরি

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে হানা দিল চোর। ঘটনাটি ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলার সুবর্ণনগরের। সোমবার পরিবারের তরফে পম্পি সাহা নামে এক মহিলা নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। তদন্ত করছে পুলিশ।

বাড়িটি টিন ও কাঠের তৈরি। সীমানায় টিনের বেড়া। ঘরের দেওয়ালের টিন কেটে চোর ঘরে ঢুকেছিল বলে প্রাথমিক অনুমান। বৃহস্পতিবার শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের নিয়ে পম্পি এনজেপির ভক্তিনগরে বাবার বাড়িতে গিয়েছিলেন। শুক্রবার একবার এখানে আসেন। সে সময় অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি বলে দাবি পম্পির। এরপর ফের ভক্তিনগরে চলে যান। ফেরেন এদিন সকালে। গেটের তালা খুলে ভেতরে ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ অবস্থা। ঘরের তালা ঠিক থাকলেও ভেতরের সমস্ত সামগ্রী লন্ডভন্ড অবস্থায় দেখতে পান তাঁরা। নগদ কয়েক হাজার টাকা সহ গয়না এবং অন্যান্য সামগ্রী চুরি হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ ওই মহিলার। পম্পির স্বামী মনোজিৎ সাহার মুরগির মাংসের দোকান। চুরির পর থেকে পম্পির মতো ভেঙে পড়েছেন তিনিও।

বিচার বিভাগীয় হেপাজত

ফাঁসিদেওয়া, ১৮ নভেম্বর : বাসে করে গাঁজা পাচারের অভিযোগে ধৃত চালকের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। রবিবার রাতে বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের পশ্চিম মাদাতী টোল প্লাজার কাছে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে সরকারি বাস আটক করে। কলকাতাগামী সাউথ বেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্টের ওই বাসের চালকের কাছে থাকা দুটি ব্যাগ থেকে সাড়ে ১৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার হয়। নদীয়ার বাসিন্দা ধৃত দেবালু চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে পুলিশ এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। পাচারচক্রে আর কে বা কারা জড়িত, তা জানতে চালকের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা মোবাইল ফোনের কল লিস্ট খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের ওসি।

সম্পত্তি বেহাত, নালিশ মায়ের

ময়নাগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : পঁচিশ বছর আগে স্বামী মারা গিয়েছেন। পাঁচ ছেলেমেয়েকে কষ্ট করে বড় করে তোলেন মা। ময়নাগুড়ি শহরের সাহাপাড়ার বাড়িতে মেজো ছেলে শ্যাম, পুত্রবধূ এবং নাতিকে নিয়ে বসবাস। অভিযোগ, সেই ছেলে না জানিয়ে রাজনন্দিনী সাহার থেকে সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে। পুত্রবধূ এবং নাতির বিরুদ্ধে লাগাতার মারধরের অভিযোগ জানিয়েছেন পঁচাশি বছর বয়সি ওই বৃদ্ধা। ছেলে সব দেখেও নীরব থাকে। অভিযোগ, শুধু মারধর নয়, খেতে না দেওয়া এবং বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার হুমকিও মিলেছে। নাতি ও পুত্রবধূর মারধরে জখম বৃদ্ধা সোমবার ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমেছে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ।

বৃদ্ধার স্বামী রাধারমণ সাহা পঁচিশ বছর আগে মারা যান। ষোলো বছর আগে শ্যামের বিয়ে হয়। বিয়ের পরেই সম্পত্তি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে। পুত্রবধূ এবং নাতির মদতে মাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার লাগাতার হুমকি দিতে থাকে ছেলে। বৃদ্ধার পায়ে এবং ডানহাতে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এদিন বৃদ্ধা নিজে হেঁটে ময়নাগুড়ি থানায় পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। রাজনন্দিনী বলেন, 'ছেলের বিয়ের পর থেকে এই অত্যাচার শুরু হয়েছে। পরে আমি জানতে পারি, আমাকে না জানিয়েই আমার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি হাতিয়ে নিয়েছে মেজো ছেলে শ্যাম। সেই কারণেই ওরা তিনজন মিলে আমাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য লাগাতার নির্যাতন চালাচ্ছে।'

পঞ্চায়েতে নয়া কর্তা

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : সোমবার ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে যোগ দিলেন অরবিন্দ সরকার। এদিন দুপুরের পর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আসেন তিনি। এতদিন ময়নাগুড়ি ব্লকের মাধবডাঙ্গা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে একই পদে কর্মরত ছিলেন।

১১ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের অফিস থেকে একটি বদলি সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি হয়। সেই নির্দেশিকা অনুযায়ী তৎকালীন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এগজিকিউটিভ অনিরুদ্ধ ঘোষকে বদলি করে ক্রান্তি ব্লকের চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে পাঠানো হয়। সেই নির্দেশিকাতেই অরবিন্দকে এখানে বদলি করা হয়েছিল। অন্যদের মতো অনিরুদ্ধ সেসময় নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তবে মাধবডাঙ্গা থেকে অরবিন্দ এতদিন ফুলবাড়িতে এসে যোগ দেননি। এর আগে দুর্ঘটনায় অসুস্থ হয়েছিলেন অনিরুদ্ধ। ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে সচিবের পাশাপাশি এগজিকিউটিভের অতিরিক্ত দায়িত্ব সামলেছেন জেসমিন পারভিন। সেসময় গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকার টেন্ডার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। তারপরেই জেসমিনকে ব্লকের বাইরে অন্যত্র বদলি করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে দীর্ঘদিন দুই আধিকারিকের পদ ফাঁকা পড়ে ছিল।

সকালে ঘুম ভেঙে দেখি বাড়িতে দুটো হাতি

মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণকে বহুবার রাসের পুজো করতে দেখেছেন। সেই সময় মেয়েদের জন্য ছিল বিশেষ আয়োজন। রাসমেলা শুরুর তিনদিনের দিন বাড়ির বয়স্ক মহিলা ও আইবুড়ো মেয়েদের মশারি দিয়ে ঢেকে মদনমোহনবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হত। মেয়েদের জন্য ওই সময় মন্দির ফাঁকা রাখা থাকত, একে বলা হত 'সরনা' প্রথা, পুরোনো দিনের অনেক স্মৃতিচিত্র তুলে ধরলেন সুনীতি অ্যাকাডেমির প্রাক্তন শিক্ষিকা নমিতা নিয়োগী।

তখন বয়স আর কত হবে চার কি পাঁচ। হঠাৎ সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখি বাড়িতে দু'খানা হাতি! এত বড় হাতি দেখে আমি তো ভয়েই অস্থির। তারপর দেখলাম মাহুতকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বাড়ির পেছনের কলা গাছ খেয়ে নিজের পেট ভরাতে এসেছে রাসমেলার সার্কাসের হাতিগুলো। ওরা কিন্তু শুধু খেত না, তাঁবুতে ফেরার সময় পিঠে বোঝাই করে কলা গাছ নিয়েও যেত। রাসমেলার সময় প্রতিবছর এই জিনিসটা বেশ মজা লাগত। তখন সার্কাসে বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া কত জন্তুজানোয়ার! একা যেতে পারতাম না, বড়দের কাউকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দূর থেকে ওদের দেখে আসতাম। রাতের বেলা ওদের গর্জন কানে আসত। ভোরবেলা ঘুমও ভাঙত ওদের গর্জনে। এখন তো সার্কাসে আর জন্তুজানোয়ার তেমন আসে না।

প্যারেড গ্রাউন্ড, আজকাল যাকে রাসমেলার মাঠ বলা হয় তার ঠিক উলটোদিকেই তো আমাদের বাড়ি। তাই রাসমেলার প্রথম দিন থেকেই খুব মজা হত। তখন আননোন ক্লাব এখানে ছিল না। জেনকিন্স স্কুলের সামনে যেখানে এখন একটা ডায়াগনস্টিক সেন্টার ওখানটায় ছিল। আননোন ক্লাবের ওই ফাঁকা জায়গায় গ্রাম থেকে গোরুর গাড়ি করে লোকে এসে ওখানে সার দিয়ে গাড়ি রেখে দিত। মেলা ঘুরে এসে গোরুর গাড়ির নীচেই তারা রান্নার সরঞ্জাম বের করে রান্না করত। দেখতাম বাড়ির মহিলারা বসে থাকত, রান্না করত পুরুষেরা।

মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণকে বহুবার দেখেছি রাসের পুজো করতে। রাসযাত্রার দিন মহারাজা সাদা

আলোয় ভাসছে মদনমোহনের মন্দির। কোচবিহারে। -অপর্ণা গুহ রায়

রংয়ের গাড়িতে এসে নামতেন। তাঁর পোশাক থাকত সাদা, মাথায় সাদা পাগড়ি। বিয়ের পরে মহারানি জিনা নারায়ণকে নিয়েও আসতেন। মহারাজার রাসচক্র ঘোরানোর পরে আমরা রাসচক্র ঘোরাতে যেতাম। এ বছর শুনলাম প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে, আমি অবশ্য যেতে পারিনি।

সেসময় রাসমেলায় নানা রকমের দোকান আসত। আজকাল আর সেসব আসে না। তখন ফোটো তোলার জন্য স্টুডিও আসত। একদম প্রথম দিকে কাশ্মীরি শালওয়ালারা কিন্তু আসতেন না। ওঁরা কিছু বছর পর থেকে আসেন। ওড়িশা থেকে রুপোর গয়নার দোকান আসত। অসম থেকে আসত সিল্ক নিয়ে। আজকাল এগুলো দেখি না। ছোটবেলায় কাচের চুড়ির দোকান আসত। আমরা হাত ভর্তি করে কাচের চুড়ি পরতাম।

সেসময় 'সরনা' প্রথা বলে একটা জিনিস ছিল। রাসমেলা শুরুর তিনদিনের দিন বাড়ির বয়স্ক মহিলা, আইবুড়ো মেয়েদের মদনমোহনবাড়ির ভেতরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হত। মশারি দিয়ে ঢেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হত। চার কোনায় চারজন ভলান্টিয়ার খুঁট ধরে থাকত। যাঁরা খুব বেশি রক্ষণশীল ছিলেন তাঁরাই এভাবে যেতেন। পরের দিকে অবশ্য মশারি দিয়ে ঢেকে নেওয়ার ব্যাপারটা ছিল না। কিন্তু এই যে শুধু মেয়েদের জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় মন্দির ফাঁকা রাখা থাকত, এই প্রথাটাকে বলে 'সরনা' প্রথা। সেসময় মন্দির চত্বরে পুরুষের প্রবেশের কোনও অধিকার থাকত না। ভেতরে শুধু মেয়েরা নিশ্চিন্ত মনে রাসচক্র ঘোরাত, ঠাকুর দর্শন করত। রাজ আমল চলে যাওয়ার পরেও বেশ কয়েক বছর এই প্রথা টিকে ছিল।

তখন মেলার মধ্যে আন্তরিকতা ছিল। এখন সবকিছুই কেমন যেন কমার্শিয়াল হয়ে গিয়েছে। যাঁরা মেলায় আসতেন সেইসব দোকানি বছরে একবার এলেও তাঁদের সঙ্গে কেমন যেন পরিচয় হয়ে যেত। এখন বয়স ৮৭ হয়ে গিয়েছে। হাঁটুর ব্যথায় হাঁটতে কষ্ট হয়। তাই রাসমেলা আর ঘোরা হয় না সেভাবে। বাড়ির বারান্দায় বসে মানুষজনের যাওয়া-আসা দেখি।

অনুলিখন : তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

ফের মলে আগুন

সোমবার ফের আগুন লাগে কসবার অ্যাক্রোপলিস মলে। পাঁচ মাস আগেও একবার আগুন লেগেছিল। এদিন মলের দ্বিতীয় তলা থেকে ধোঁয়া দেখে আতঙ্ক ছড়ায়। তবে সবাইকে নিরাপদে বের করা সম্ভব হয়েছে।

কবীরের দাবি

ভরতপুরের তৃণমূলের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেককে পূর্ণ সময়ের পুলিশমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান বলে মন্তব্য করলেন।

ব্যবসায়ী ধৃত

অনুমতি ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন এক কাপড় ব্যবসায়ী। হঠাৎ করে মুখ্যমন্ত্রীর কনভয়ের সামনে চলে আসেন তিনি। তাঁকে আটক করে শিবপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

কোর্টের নির্দেশ

ব্যক্তিগত ঋণখেলাপির জন্য আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা অমান্য করায় রাঁচি থেকে অভিযুক্তকে সোমবার গ্রেপ্তার করার জন্য সিআইডিকে নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট।

নার্সকে হেনস্তা

তৃণমূল কাউন্সিলারের দাদাগিরি

অশোক মণ্ডল

দুবরাজপুর, ১৮ নভেম্বর : দুবরাজপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলার শেখ নাজিরউদ্দিনের বিরুদ্ধে দাদাগিরির অভিযোগ উঠল। তাঁর বিরুদ্ধে দুবরাজপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ঢুকে সোমবার ভোরে নার্সকে হেনস্তা, কর্তব্যরত পুলিশকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে।

নার্স অর্পিতা দাসের অভিযোগ, এদিন ভোর ৩টা ১৫ মিনিট নাগাদ কাউন্সিলার শেখ নাজিরউদ্দিন হাসপাতালে ঢুকে প্রেশার মাপাতে চান। একটু অপেক্ষা করতে বলায় তিনি রুদ্রমূর্তি ধরেন। 'আমি কে, আগে জানবি', বলেই তাঁর গায়ের চাদর টান মেরে খুলে মেঝেতে ফেলে মাড়িয়ে তাঁকে সেটি তুলতে বলেন। কর্তব্যরত এক পুলিশকর্মী বাধা দেওয়ায় তাঁকে থাপ্পড় মারেন। বিষয়টি লিখিতভাবে দুবরাজপুর থানা ও ব্লক মেডিকেল অফিসারকে জানানো হয়েছে। অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার না করা হলে কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি দিয়েছে নার্সেস অ্যাসোসিয়েশন।

আরজি কর কাণ্ডের পর স্বাস্থ্যকর্মীরা হাসপাতালের নিরাপত্তা জোরদার করা ও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর দাবি জানিয়েছিলেন।

অভিযুক্ত কাউন্সিলার শেখ নাজিরউদ্দিন ঘটনার কথা স্বীকার করে বলেন, 'চিকিৎসা করাতে ভোর সওয়া তিনটে নাগাদ হাসপাতালে গিয়েছিলাম। তখন কর্তব্যরত নার্স চাদরমুড়ি দিয়ে চেয়ারে পা তুলে বসেছিলেন। শুধুমাত্র আমার প্রেশার দেখতে বলায় তিনি আমাকে কড়া কথা শোনান। মিনিট দশেক অপেক্ষার পর যখন প্রেশার দেখতে এলেন না তখন কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছে।' পুলিশকর্মীকে মারধর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমার জামার কলার ধরে পুলিশকর্মী টানাটানি করছিলেন, তখন ভুলবশত আমার হাত চলে গিয়েছে।'

এ ব্যাপারে দুবরাজপুর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অনুপকুমার সাহা জানান, সর্বত্র মানুষ তৃণমূলের দাদাগিরি দেখছে। দলীয়ভাবে এই ঘটনাকে ধিক্কার জানাই। পুলিশ এবং হাসপাতাল প্রশাসনের অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি।

বীরভূম জেলা তৃণমূলের সহ সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'এমন ঘটনায় কাউন্সিলারের জড়ানো উচিত হয়নি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও নিগৃহীত নার্স অভিযোগ জমা দিয়েছেন। পুলিশ তদন্ত করে সঠিক তথ্য উদ্ধার করুক। তৃণমূল কাউকে মারধর করা বা এমন ঘটনাকে প্রশ্রয় দেয় না।' দুবরাজপুর ব্লক মেডিকেল অফিসার ডাঃ সালমান মণ্ডল জানান, কর্তব্যরত নার্সকে হেনস্তার অভিযোগ মিলেছে। প্রশাসনিকভাবে এর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে। বীরভূমের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ হিমাদ্রি আড়ি ঘটনার নিন্দা করে বলেন, 'জেলায় চিকিৎসক, নার্সের ঘাটতি আছে। এই অবস্থায় রাতে কর্মরত নার্স বা চিকিৎসকদের উপর হামলা সহ্য করা হবে না। পুলিশ ও প্রশাসনকে বিষয়টি তদন্ত করে সঠিক পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে।' দুবরাজপুর পুলিশ ঘটনার তদন্ত চলছে বলে দাবি করেছে।

বিধানসভায় আলোচনায় উদ্যোগী রাজ্য সরকার

সংবিধান রক্ষার প্রস্তাব

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : সংবিধানের সুরক্ষার দাবিতে বিধানসভার আসন্ন অধিবেশনে প্রস্তাব আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবসে বিধানসভায় এই প্রস্তাব পেশ হবে। প্রস্তাবের ওপর দু'দিনের বিতর্কে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সূত্রের খবর, ২৫ নভেম্বর শুরু হবে বিধানসভার শীতকালীন অধিবেশন। কেন্দ্র বিরোধিতায় রাজ্যের আনা এই প্রস্তাবকে ঘিরে অধিবেশন সরগরম হওয়ার সম্ভাবনা।

'২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে পরিবর্তন আনতে বিভাজনের রাজনীতি ও মেরুকরণই যে তাঁদের অস্ত্র সেই কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। এই আবহে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর আক্রমণের ঘটনার সূত্র ধরে রাজ্যে দুর্গাপুজো থেকে হালফিলের কার্তিক পুজোর অনুমোদন না দেওয়া, শোভাযাত্রায় গণ্ডগোল ও মূর্তি ভাঙার

মতো একাধিক ঘটনায় তৃণমূল ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু তোষণের অভিযোগ তুলে ক্রমাগত সুর চড়াচ্ছে বিজেপি। বসে নেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলও। ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবসের উদযাপনে সংবিধান সুরক্ষার দাবি তুলে বিধানসভার অধিবেশনে প্রস্তাব আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। ২২ নভেম্বর বিধানসভার কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিক সিলমোহর পড়বে।

সম্প্রতি, এক দেশ, এক ভোট, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু ও সেই সূত্রে ওয়াকফ সম্পত্তি সংক্রান্ত কেন্দ্রের পদক্ষেপকে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর গুরুতর আক্রমণ বলে মনে করে তৃণমূল। এই প্রশ্নে বাম ও কংগ্রেসও তৃণমূলের পাশে। সম্প্রতি ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে সংসদের স্ট্যান্ডিং কমিটিতে বিতণ্ডার পর সাময়িকভাবে তা থামলেও, সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে এই বিষয়ে সংসদে বিল আনার সম্ভাবনা। বিধানসভার অধিবেশনের সঙ্গেই শুরু হবে সংসদের অধিবেশন। ফলে, এ নিয়ে দিল্লির সংসদের উত্তাপও ছড়াবে বিধানসভায়।

অতীতেও বিধানসভায় সংবিধান দিবস উদযাপন হয়েছে। কিন্তু এবার অধিবেশন থাকায় ওই দিন এই ইস্যুতে আলাদা করে প্রস্তাব পাশ করে কেন্দ্র বিরোধিতায় সুর চড়াতে চায় রাজ্য। প্রস্তাবের বিষয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা মনে করি, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ও বিজেপির হাতে দেশের সংবিধান সুরক্ষিত নয়। সেই কারণে এই বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বিধানসভায় প্রস্তাব আনার কথা ভাবা হয়েছে। ২২শে বিধানসভার বিএ কমিটির বৈঠকে প্রস্তাব চূড়ান্ত হবে।'

কুয়াশার ধোঁয়াশা... *সোমবার সকালে ময়দানে চলছে শরীরচর্চা। ছবি : আবির চৌধুরী*

তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্বের কড়া বার্তা

দুর্নীতিতে জড়িতদের রেয়াত নয় আর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : 'আবাস যোজনা'য় দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়া দলের নেতা-কর্মীদের আর রেহাই নয়, এই মর্মে জেলায় জেলায় কড়া বার্তা পাঠিয়েছে তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব। সোমবার দলীয় সূত্রে খবর, বাংলা আবাস যোজনার তালিকা যাচাই করতে গিয়ে দলের নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পেলেই স্থানীয় নেতাদের কড়া হাতে মোকাবিলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বরে বাংলা আবাস যোজনায় প্রায় সাড়ে ১১ লক্ষ রাজ্যবাসীকে টাকা দেবে রাজ্য সরকার। তার আগে এমন অভিযোগ বরদাস্ত করা হবে না। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া ফতোয়া, 'কাউকে রেয়াত করা চলবে না। তা তিনি দলের যেই হোন না কেন। দলীয় স্তরে ব্যবস্থা নেওয়ার পাশাপাশি স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকেও বিষয়টি জানাতে হবে। এদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা চাই।'

দলনেত্রীর এই ফতোয়া সম্পর্কে এদিন দলের এক প্রবীণ শীর্ষ নেতার মন্তব্য, বাংলা আবাস যোজনা নিয়ে দলনেত্রীর এমন কড়া ভূমিকায় সায় রয়েছে 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও। অনেক আগেই 'উন্নততর তৃণমূল' গড়ার ডাক দিয়েছেন তিনি। ওই প্রক্রিয়ায় দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথে দলের অসৎ নেতা-কর্মীদের বাছাই করে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন অভিষেক। দলনেত্রীও এবিষয়ে তাঁর মতকে সায় দিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, অভিষেক তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে জানিয়ে দিয়েছেন, খুব শীঘ্রই তিনি রাজ্যজুড়ে সফর ও প্রচারে নামবেন। তার আগে দলের নেতা-কর্মীদের ত্রুটি-বিচ্যুতি একেবারে উপড়ে ফেলতে চান। এনিয়ে তাঁকে যেন প্রচারে গিয়ে অভিযোগ শুনতে না হয়।

দলের অন্দরের খবর, ইদানীং প্রায়ই কোনও না কোনও জেলায় আবাস দুর্নীতির নানা অভিযোগে দলের নেতা-কর্মীদের নাম জড়ানোর খবর প্রকাশ্যে আসছে। এদিনই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় মথুরাপুর থেকে এমন অভিযোগের কথা তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্বের কানে পৌঁছেছে। তাতেই বিচলিত নেতৃত্ব। কীভাবে দল জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থ নেবে, তাও রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশিকায় স্পষ্ট বলা হয়েছে।

দলের নির্দেশ, অভিযোগ পেলেই অভিযুক্ত নেতা-কর্মীদের আগে শোকজ করতে হবে। উত্তর দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিতে হবে। সন্তোষজনক উত্তর না পেলে তাদের বিরুদ্ধে দলকে ব্যবস্থা নিতে হবে। এব্যাপারে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে বিস্তারিত রিপোর্টও পাঠাতে হবে। সম্প্রতি দলনেত্রী ও দলের এই বার্তা জেলায় জেলায় পাঠানোর পরও এমন বহু অভিযোগ প্রকাশ্যে আসায় ক্ষুব্ধ নেত্রী। তার প্রেক্ষিতেই নতুন করে ফের জেলা নেতৃত্বকে কড়া বার্তা পাঠানো শুরু হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, দলের অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে শুধু কড়া ব্যবস্থাই নয়, পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও নির্দেশে জানানো হয়েছে।

সুরতহালে উপস্থিতদের সাক্ষ্যগ্রহণ কোর্টে

গাড়ি চাপড়ে সঞ্জয়ের আওয়াজ রুখল পুলিশ

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : এগারো বছর আগে কুণাল ঘোষের সরকার বিরোধী মন্তব্য আড়াল করতে প্রিজন ভ্যান চাপড়ে আওয়াজ চাপার চেষ্টা করত পুলিশ। আরজি কর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের ক্ষেত্রেও একই পন্থার পুনরাবৃত্তি হল। সোমবার বিচার প্রক্রিয়ার পঞ্চম দিনে শিয়ালদা আদালতে আনা হয় সঞ্জয়কে। সেই সময় প্রিজন ভ্যানের হর্ণ জোরে বাজানো হয়। গাড়ির ছাদে হাত দিয়ে চাপড়াতে থাকে পুলিশ। এর ফলে সঞ্জয়ের কণ্ঠস্বর উপস্থিত সংবাদমাধ্যম ও জনগণের কান পর্যন্ত পৌঁছোয়নি। এদিন সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডলের আইনজীবী আদালতে জামিনের আবেদন জানান। তবে বিচারক মন্তব্য করেন, 'যদি তথ্যপ্রমাণ লোপাটের আলাদা মামলা হত তাহলে ৭ দিন পেরিয়ে গেলেই তারা জামিন পেতে পারতেন। কিন্তু তাদের মূল মামলায় যুক্ত করা হয়েছে। তাই জামিন নিতে গেলে উচ্চ আদালতে যেতে হবে।'

শুক্র, শনি ও রবিবার ছুটির দিন থাকায় বিচারপর্বের শুনানি হয়নি। সোমবার আদালতে আবার শুরু হয় শুনানিপর্ব। তাই আদালতে হাজির করানো হয় সঞ্জয়কে। আদালত চত্বরে বাড়তি নিরাপত্তা অবলম্বন করে পুলিশ। সঞ্জয়কে যে গাড়িতে করে আনা হয় সেই গাড়ির পাদানিতে উঠে ক্রমাগত গাড়ির ছাদে চাপড় মারতে শুরু করে পুলিশকর্মীরা। পাশাপাশি গাড়ির হর্ণ জোরে জোরে বাজানো হয় যাতে সঞ্জয় কিছু বললে তা গাড়ির কাচ

শিয়ালদা আদালতে আরজি কর ধর্ষণ কাণ্ডে ধৃত সঞ্জয় রায়কে নামানোর আগে গাড়ির ছাদ পিটিয়ে পুলিশের হল্লা। সোমবার।

ভেদ করে বাইরে না আসে। ২০১৩ সালে সারদা মামলায় গ্রেপ্তারির পর কুণাল ঘোষকে আদালতে হাজির করানোর সময়ও পুলিশ এরকম আচরণ করত। একসময় তাঁর কণ্ঠস্বর রুখতে গাড়ি চাপড়ে এবং জোরে শব্দ করে কুণালের আওয়াজ যাতে বাইরে না আসে সেই ব্যবস্থা করা হত। এক্ষেত্রেও ঠিক একই পদ্ধতিতে কুণালপর্ব আবার ফিরে আসছে। বিচার প্রক্রিয়া শুরুর দিনই আরজি করের অভিযুক্ত সঞ্জয় কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের বিরুদ্ধে সরাসরি তাকে ফাঁসানোর অভিযোগ করে। তারপর থেকেই বাড়তি নিরাপত্তার পথে হাঁটছে পুলিশ।

আদালত সূত্রে খবর, এদিন তিনজনের সাক্ষী নেওয়া হয়। আরজি করে নিযাতিতার ধর্ষণ ও খুনের পর ইনকোয়েস্ট (সুরতহাল) রিপোর্ট নিয়ে সংশয় ছিল। ওই সময় উপস্থিত ম্যাজিস্ট্রেট, নমুনা সংগ্রহকারী চিকিৎসক ও চিত্রগ্রাহকের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয় এদিন। এখনও পর্যন্ত ১২ জনের সাক্ষী গ্রহণ করা হয়েছে শিয়ালদার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারকের এজলাসে। এদিন সিবিআইয়ের আইনজীবী আদালতে জানান, পাঁচটি হার্ড ডিস্ক এবং পাঁচটি ডিভিআর সেন্ট্রাল ফরেন্সিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার আগে তাদের কোনও যোগসাজশ ছিল কিনা তা জানা প্রয়োজন। এদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। কেস ডায়েরি দেখলে বোঝা যাবে তদন্তের অগ্রগতি কোন পরিস্থিতিতে রয়েছে। পালটা সন্দীপ ঘোষ ও অভিজিৎ মণ্ডলের আইনজীবীর যুক্তি, '৬৫ দিন হয়ে গিয়েছে চার্জশিট জমা পড়েনি। তথ্যপ্রমাণের লোপাটের অভিযোগ রয়েছে। এদের বিরুদ্ধে খুন ও ধর্ষণের চার্জ নেই। যেহেতু ৭দিন হয়ে গিয়েছে তাই জামিন পেতেই পারে।'

কয়লা পাচার মামলার চার্জ গঠন ২৫শে

আসানসোল, ১৮ নভেম্বর : আসানসোল সিবিআই আদালতে আগামী ২৫ নভেম্বর কয়লা পাচার মামলায় চার্জ গঠন। সোমবার মামলায় সব পক্ষের আইনজীবীদের প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে সওয়াল-জবাব শুনে এমনই নির্দেশ দেন বিচারক রাজেশ চক্রবর্তী। ওইদিন সব অভিযুক্তকে সশরীরে আদালতে হাজির থাকার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

গত বৃহস্পতিবার এই মামলার চার্জ গঠন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এদিনের শুনানিতে সিবিআইয়ের আইনজীবী রাকেশ কুমারকে অভিযুক্তদের প্রধান তিন আইনজীবী একাধিক প্রশ্ন করেন। শুধু তাই নয়, বিচারকও তাঁর কাছে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর চান। কিন্তু তিনি স্পষ্টভাবে কিছু বলতে পারেননি। তখন অভিযুক্তদের তিন আইনজীবী শেখর কুণ্ডু, সোমনাথ চট্টরাজ ও অভিষেক মুখোপাধ্যায়কে বিচারক বলেন, 'যখন ট্রায়াল শুরু হবে, তখন আপনারা আবার তথ্য সহ সওয়াল করবেন। সেসময় তদন্তকারী অফিসার জবাব দেবেন। জবাব সন্তোষজনক না হলে পদক্ষেপ করা হবে।' এদিনের সওয়াল-জবাব শেষে চার্জ গঠনের নির্দেশ দেওয়ার সময় তদন্ত নিয়ে বিচারকের বেশ কিছু পর্যবেক্ষণও জানানো হয়। যা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে আইনজীবীদের দাবি। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার আসানসোল সিবিআই আদালতে সিবিআইয়ের আইনজীবী রাকেশ কুমার চার্জ গঠনের আবেদন জানিয়েছিলেন। ২০২০ সালের ২৭ নভেম্বর কয়লা পাচার মামলায় প্রথম অভিযোগ দায়ের করেছিল সিবিআই। এপর্যন্ত মামলায় সিবিআই আসানসোলের আদালতে তিনটি চার্জশিট জমা দিয়েছে। সেখানে সিবিআই সবমিলিয়ে ৫০ জনকে অভিযুক্ত হিসাবে দেখিয়েছে। তার মধ্যে বিনয় মিশ্র এখনও ফেরার।

প্রশ্নবাণ

- কলকাতার ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামে থাকা স্ফিংসের মূর্তিটি খোঁড়াখুঁড়ি করে কে খোঁজ পান?
- অ্যালোপ্যাথি নামকরণ কে করেছিলেন?
- মাইকেল মধুসূদন দত্তের সঙ্গে এ যুগের একজন ভারতীয় খেলোয়াড়ের সম্পর্ক আছে, তাঁর নাম কি?

আগের দিনের উত্তর

বুদ্ধদেব বসু, রজনীকান্ত, ঘনাদা।

ঠিক উত্তরদাতা : অরূপ মাহাতো-পুরুলিয়া, সঞ্জীবকুমার সাহা-মাথাভাঙ্গা, সুমনা চক্রবর্তী-জলপাইগুড়ি, সৌরদীপ পাল-ভোটপাট্টি, সৈকত সেনগুপ্ত-জলপাইগুড়ি, মৃণাল মণ্ডল-শিলিগুড়ি, নীলরতন হালদার-মালদা, সুদীপ্তপ্রসাদ মণ্ডল-শিবমন্দির।

উত্তর পাঠাতে হবে 8597258697 হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে, বিকেল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতাদের নাম আগামীকাল।

কসবা কাণ্ডে আরও দুষ্কৃতী জড়িত, অনুমান তদন্তকারীদের

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : কসবার কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টার ঘটনায় বিহারের আরও দুষ্কৃতী জড়িত। এমনটাই মনে করছেন তদন্তকারীরা। যে স্কুটারে সুশান্তকে খুনের জন্য নিয়ে আসা হয় বিহারের যুবরাজ সিংকে, তার নম্বরপ্লেট বদলে ফেলেছিল দুষ্কৃতীরা। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে নম্বর চিহ্নিত করেছেন তদন্তকারীরা। তাঁরা জানতে পেরেছেন, নম্বরটি আদৌ ওই স্কুটারের নয়। ঘটনায় এখনও স্কুটারচালক অধরা।

কসবা কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত মহম্মদ ইকবালের সঙ্গে গুলজারের ঘনিষ্ঠতার বিষয়টিও প্রকাশ্যে এসেছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, গুলজার ওই স্কুটারটি বেশকিছুদিন আগে একজনের থেকে কেনা হয়। স্কুটার বিক্রেতাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। তাঁরা জানতে চাইছেন স্কুটারটি কবে, কত টাকায় কিনেছিল গুলজার। তার আগেও নম্বরপ্লেট বদলানো হয়েছিল কি না তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। তদন্তকারীদের অনুমান, ধৃতদের মধ্যে দুজন বিহারের বাসিন্দা। তাদের আগেও অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। বিহারে তারা দুষ্কৃতী গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত। বিহার পুলিশের কাছ থেকে তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছেন তদন্তকারীরা।

মাঠে জুনিয়ার ডাক্তারদের দুই সংগঠন

আরজি করে সাফাই, সিবিআই দপ্তরে স্মারকলিপি

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : এই হাসপাতাল নোংরা করবেন না। পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষ ও রোগীদের পরিবারের। এই আবেদন নিয়ে সোমবার আরজি কর হাসপাতাল পরিষ্কার করলেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট'-এর ডাকে এদিন সকাল থেকে সাফাই শুরু হয়। পাশে ছিলেন হাসপাতালের কর্মীরা।

জুনিয়ার ডাক্তারদের পক্ষে কিঞ্জল নন্দ বলেন, 'হাসপাতালে সুস্থ হওয়ার জন্য আসেন রোগীরা। এজন্য হাসপাতালের পরিবেশও পরিষ্কার রাখতে হবে। চিকিৎসার পাশাপাশি সেই কাজেই হাত দিয়েছি আমরা। এটা নিয়মিত করতে হবে। পাশাপাশি কেউ যাতে নোংরা না ফেলে তা দেখতে হবে।'

জুনিয়র ডক্টরস ফ্রন্ট যে সময়ে আরজি কর হাসপাতাল চত্বর পরিষ্কার করছেন, সেইসময় জুনিয়ার ডাক্তারদের অপর সংগঠন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন'-এর তরফে সিবিআই দপ্তরে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাঁদের দাবি, ঘটনার পর তিনমাসের বেশি সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও বিচার মেলেনি। মূল অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে শিয়ালদা কোর্টে শুনানি চলছে।

অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম মুখ শ্রীশ চক্রবর্তী বলেন, 'সিবিআইয়ের উচিত দ্রুত সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়া। তদন্তে যে রিপোর্ট উঠে এসেছে তা সামনে আনা। আমরা দ্রুত বিচার চাই।' অ্যাসোসিয়েশনের অভিযোগ, ডক্টরস ফ্রন্টের কিছু নেতা অভিযুক্ত সঞ্জয়ের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছেন।

এদিনই আবার সিনিয়ার ডাক্তারদের সংগঠন 'জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস' স্বাস্থ্যভবন অভিযান করে। 'থ্রেট কালচার'-এর অভিযোগে স্মারকলিপি জমা দিতে যান সিনিয়ার ডাক্তাররা। কিন্তু দু'মাসের জন্য স্বাস্থ্য ভবন চত্বরে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। এজন্য পুলিশ তাঁদের ঢুকতে দেয়নি। এই ঘটনায় ডাক্তারদের সঙ্গে পুলিশের রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয়।

লক্ষ্য এক কোটি, হল ১৩ লাখ • অশান্তিকে দোষারোপ সুকান্তর

সদস্য সংগ্রহে ডাহা ফেল বঙ্গ বিজেপি

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : সদস্য সংগ্রহে ডাহা ফেল বঙ্গ বিজেপি। ১ কোটি সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যে নেমে এখনও পর্যন্ত মাত্র ১৩ লাখ সদস্য সংগ্রহ করতে পেরেছে রাজ্য বিজেপি। সোমবার শোভাবাজারে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে গিয়ে এই কথা জানিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সদস্য কম হওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার সাম্প্রতিক অশান্তিকে দুষেছেন তিনি।

২৭ অক্টোবর রাজ্যে এসে সদস্য সংগ্রহ অভিযানের সূচনা করেছিলেন অমিত শা। বাংলার জন্য ১ কোটি সদস্যের লক্ষ্য বেঁধে দিয়েছিলেন তিনি। এরপরে গত ৬ নভেম্বর রাজ্যের সদস্যতা অভিযান নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠকে ক্ষোভ উগরে দেন রাজ্যে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনশল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের গুঁতো খেয়ে গত ১০ ও ১৭ নভেম্বর দু'দফায় বিশেষ সদস্যতা অভিযান করে বিজেপি। সদস্য করতে বিয়ের

সদস্য সংগ্রহ অভিযানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। পাশে তাপস রায়।

আসরে হানা দেন সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। কিন্তু তা করেও শেষ রক্ষা হল না। রাজ্য নেতৃত্বকে সতর্ক করে বনশল বলেছিলেন, ২০ নভেম্বরের আগে অন্তত ৫০ লাখ সদস্য করতে না পারলে রাজ্য নেতাদের দিল্লির বৈঠকে যোগ না দেওয়াই ভালো। কিন্তু লক্ষ্মণরেখার ২ দিন আগে রাজ্য বিজেপির সভাপতি নিজেই ব্যর্থতার কথা কবুল করলেন। এদিন সুকান্ত বলেন, 'এখনও পর্যন্ত ১৩ লাখ সদস্য সংগ্রহ করা গিয়েছে। অন্তত ৫০ দিন সময় পেলে তবেই, ৫০ লাখ সদস্য করা সম্ভব।' এই পরিস্থিতিতে সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্য পূরণে রাজ্য কি কেন্দ্রের কাছে অতিরিক্ত সময় চাইবে? এই প্রশ্নে, 'সাংগঠনিক বিষয়' বলে সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন সুকান্ত। তবে সুকান্ত এড়িয়ে গেলেও রাজ্যে সদস্য সংগ্রহের জন্য দিল্লির কাছে আরও একমাস সময় চাওয়া হবে বলেই বিজেপি সূত্রে খবর।

বেলডাঙা নিয়ে জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : বেলডাঙায় অশান্তির ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থের মামলা দায়ের হল। সোমবার বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আইনজীবী কৌস্তভ বাগচি। তিনি ঘটনার এনআইএ তদন্তের দাবি জানান। বেলডাঙা সহ গোটা মুর্শিদাবাদে পর্যাপ্ত সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার আর্জি জানান তিনি। তাঁর আবেদন গ্রাহ্য হয়েছে। মঙ্গলবার মামলাটির শুনানি হতে পারে।

এদিকে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হওয়ার জন্য মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার অশান্তিকে ঢাল করেছেন সুকান্ত। এই প্রসঙ্গে সুকান্ত বলেন, 'নানা পুজো-পার্বণ, দেব দীপাবলির মতো উৎসব থাকায় সদস্য সংগ্রহে লক্ষ্যপূরণে বাধা পেয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে বেলডাঙায় রাজ্য সরকার নেটওয়ার্ক বন্ধ থাকায় সদস্য সংগ্রহ করা যায়নি।' এ জন্য দলের সাংগঠনিক দুর্বলতাই যে দায়ী সেই কথা প্রকাশ্যে না বললেও ঘনিষ্ঠ মহলে স্বীকার করেছেন দলের নেতা-কর্মীরা। এই প্রসঙ্গে বিক্ষুব্ধ এক রাজ্য নেতা বলেন, 'অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই রাজ্যে আমাদের সংগঠন দুর্বল। তার ওপর আমরা শুরু করতেই প্রায় এক মাস দেরি করেছি। দুর্গাপুজো থেকে শুরু করে নানা উৎসব থাকায় মানুষের কাছে পৌঁছোনো যায়নি, এই যুক্তি আংশিক সত্য হলেও, মুর্শিদাবাদের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলায় নেটওয়ার্কের কারণে সদস্য সংগ্রহে বাধার অজুহাত নিছক তামাশা ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃত ঘটনাকে আড়াল না করে রাজ্য নেতাদের উচিত সংগঠনের দুর্বলতাকে স্বীকার করা।'

মঙ্গলবার, ৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ১৯ নভেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৮০ সংখ্যা

উন্নয়ন ও ভাগাভাগি

‘জন্মদিন’ কবিতায় ‘কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা’ অর্জনের কথা শুনতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথের আর্তি আজ বিস্মৃত। বিশেষ করে ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এমন মিল পাওয়া দুষ্কর। মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে বিধানসভার ভোট আসন্ন। গত ১৩ নভেম্বর হয়ে গিয়েছে উত্তরপ্রদেশের ১০ সহ দেশের ৪৮টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন। লোকসভা ভোটে ৪০০ পারের স্লোগান মুখ থুবড়ে পড়ার পর উপনির্বাচনে ভালো ফলের জন্য বিজেপি মরিয়া।

সেই লক্ষ্যে উন্নয়ন নয়, কট্টর হিন্দুত্বই যোগী আদিত্যনাথের হাতিয়ার। তাঁর স্লোগান বিজেপির মুখে মুখে, ‘বাটেঙ্গে তো কাটেঙ্গে।’ মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ডের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মুখে ‘এক হ্যায় তো সেফ হ্যায়’ স্লোগান তো যোগীর সেই কথারই প্রতিধ্বনি। তাহলে মোদি নিশ্চয়ই যোগীর স্লোগানে বিশ্বাসী। ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের নামে বঙ্গভাগে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির বিরুদ্ধে। মোদি নীরবই ছিলেন তখন।

সম্প্রতি দিল্লিতে উত্তরবঙ্গের ছয় সাংসদকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন দলের থিংকট্যাংকরা। তাঁদের কাছে উত্তরবঙ্গের ৮ জেলায় উন্নয়নের প্রস্তাব চেয়েছে দিল্লি। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বহু নেতা বাংলায় বারবার বলেছিলেন, ছাব্বিশের নির্বাচনই তাঁদের মূল লক্ষ্য। গত লোকসভা নির্বাচনের ফল বিশ্লেষণ করে বিজেপির থিংকট্যাংকরা বুঝেছেন, শুধু মমতা-অভিষেক কিংবা তৃণমূলের বাপবাপান্ত করলে হবে না। মানুষ তাঁদের দুর্নীতিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। ভোটারদের মন পেতে উন্নয়ন জরুরি।

তাই এবার উন্নয়নকে হাতিয়ার করেই বিধানসভা নির্বাচনে ঝাঁপানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পদ্ম পার্টি। গেরুয়া পার্টির প্রভাব এখনও থাকায় উত্তরবঙ্গকে বাছাই করা হয়েছে। এখানেই ওই স্লোগানের বাস্তবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। উত্তরবঙ্গের আট জেলায় ৫৪টি বিধানসভা আসন। সেগুলিতে উন্নয়নের খসড়া তৈরি চলছে এখন। সাংসদরা এই সুযোগে বাড়তি উন্নয়নের খতিয়ান বানাতে ব্যস্ত। একান্ত আলাপচারিতায় তাঁরা সেকথা স্বীকারও করছেন।

তাঁদের খসড়ায় প্রাধান্য পাচ্ছে রেল ও সড়ক যোগাযোগ, চিকিৎসা, পর্যটন, গঙ্গাভাঙন রোধ, সীমান্ত সুরক্ষা ইত্যাদি। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট পাহাড় ও ডুয়ার্সের পর্যটন নিয়ে পরিকল্পনা করছেন। আলিপুরদুয়ারের মনোজ টিগ্গা, জলপাইগুড়ির জয়ন্ত রায় জুড়েছেন চা শ্রমিকদের সমস্যা। মালদা উত্তরের খগেন মুর্মু গঙ্গার ভাঙন রোধকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। রায়গঞ্জের কার্তিকচন্দ্র পালের নজরে এইমস ধাঁচের হাসপাতাল। বালুরঘাটের সুকান্ত মজুমদার দক্ষিণ দিনাজপুরে রেল ব্যবস্থার আরও উন্নতির কথা বলেছেন।

রাজ্য বিজেপির এক উঁচুতলার নেতা বলেছেন, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে দলীয় সাংসদদের সঙ্গে সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন নিয়ে বৈঠক হয়েছে। সব সাংসদকে নিজের এলাকার সমস্যা, উন্নয়নমূলক কাজের প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছে। সকলের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হবে। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ, চলতি মাসেই ছয় সাংসদের প্রস্তাব দিল্লি যাবে। কেননা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করা হবে।

কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বিরোধিতা আসতে পারে বলে দিল্লির আগাম অনুমান। তখন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে উন্নয়নের বিরোধিতার কথা প্রচারে তুলে ধরার পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। এই নীল নকশা কতটা কার্যকর হবে, ২০২৬-এ তার উত্তর মিলবে। রাজ্যে বিজেপির মূল চ্যালেঞ্জ ১০০ দিনের কাজ, আবাস প্রকল্প সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাজ্যকে আর্থিক সহায়তা থেকে বঞ্চিত করার অভিযোগ।

হাজারো কেন্দ্রীয় টিম পাঠিয়ে, কেষ্ট-বালুদের জেলে ঢুকিয়েও শুভেন্দুদের তোলা তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণে এখনও ব্যর্থ কেন্দ্র। ফলে পদ্ম পার্টির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার তত্ত্ব উঠে আসছে। এসব ২০২৬-এ তৃণমূলের অস্ত্র হবে। উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন হয়ে উঠবে রাজ্য ভাগের ইস্যু।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু’মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

সবুজ ছাদহীন বনে আগাছার ঝোপ

উত্তরবঙ্গে গভীর বনের সবুজ ছাদ কিছুটা উধাও। হোমস্টে নিয়ে কেউ বোঝেনি সরকারি নির্দেশের মর্মকথা।

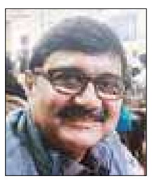

বিমল দেবনাথ

পর্যটন হল বাণিজ্যিক ব্যবস্থা ব্যবহার করে দূরে থেকেও ঘরের আরামে নানা আনন্দ-উদ্দীপনা উপভোগ করা। নানা বিনোদনে অবসর যাপন করা। আদিকালে এমনটা ছিল না। ভ্রমণ ছিল খুব কঠিন। কারণ দুর্গম পরিবেশ ও অনুন্নত যোগাযোগ। ট্র্যাভেল কথাটাও এসেছে ট্র্যাভেইল থেকে, যার অর্থ হল যন্ত্রণা জড়িত শ্রম। শিল্পবিপ্লবের সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটলে শুরু হয় আধুনিক পর্যটন। বর্তমানে পর্যটনের অনেক লক্ষ্য যেমন সংস্কৃতি, অ্যাডভেঞ্চার, গার্হস্থ্য, ধর্ম, কৃষি, পর্বত, বন্যপ্রাণী, ইকোট্যুরিজম, সৈকত, অবসর, গ্রাম, স্বাস্থ্য প্রভৃতি।

উত্তরবঙ্গ যেন বর্ণময় হিমালয়ের কোলে এক ছবি। সিঙ্গালিলা, সিঞ্চল, নেওড়াভ্যালি, মহানন্দা, গরুমারা, চাপড়ামারি, জলদাপাড়া, বক্সা ইত্যাদির ঘন বন ও অসংখ্য চা বাগানের পরিধানে পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স সত্যিই যেন স্বর্গের এক পরি। অসংখ্য নদী, ঝোরার বরফ গলা ও মাটি চুয়ানো কাকচক্ষু জল। সবুজ গ্রাম তার বিচিত্র দামন। নানা রংবেরঙের পাখির কলতান তার স্বর ও সুর। হাতি, বাঘ, লেপার্ড, ভালুক, গন্ডার ইত্যাদি যেন তার বাহন। ‘ স্লিপিং বুদ্ধ’কে বুকে নিয়ে শিয়রে বসে স্বপ্ন দেখায় পাহাড়ের রানি দার্জিলিং। মালদা, কোচবিহার ও দুই দিনাজপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য যেন লুকোনো হিরের টুকরো। নানা জাতি, উপজাতি ও জনজাতির সংস্কৃতি তার গলার রত্নহার। এককথায় উত্তরবঙ্গ পর্যটনের ‘হটস্পট’।

উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থার বেহাল দশা এখনও মানুষের স্মৃতিকে পীড়া দেয়। রানির সৌন্দর্যে ডুব দেবার কষ্টার্জিত ভ্রমণের ইতিহাস বহু পুরোনো হলেও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য নান্দনিক জায়গাগুলোতে পর্যটকের পা ছিল ডুমুরের ফুল। সম্প্রতি যোগাযোগ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে সুন্দর জায়গাগুলোতে পর্যটকের পা ঘাসফুলের মতো ফুটলেও সুসংহতভাবে কাশ্মীরের টিউলিপ বাগান হয়ে ওঠেনি। উত্তরের পর্যটন তুলনায় নতুন হলেও উদ্যোগের অভাব রয়েছে সব পক্ষের।

বর্তমান ব্যস্ত দুনিয়াতে ওয়েবসাইট হল যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। সময় বাঁচাতে মানুষ লক্ষ্মীর ঝাঁপি বা লকার খুলে ভ্রমণে বের হওয়ার আগে পরিকল্পনা করে। ডিজিটাল যুগে একটা ওয়েবসাইট থাকা স্ট্যাটাস সিম্বল হলেও তার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি অনেকেই। অধিকাংশ ওয়েবসাইট অসম্পূর্ণ তথ্য বা ভুল তথ্যে ভরে থাকে। বিপদে পড়ে মানুষ। এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গের অবস্থা খুব সুখদায়ী নয়।

উত্তরবঙ্গের পর্যটন এখনও পাহাড় ও জঙ্গল নির্ভর। বিদেশের মতো সংস্কৃতি, গার্হস্থ্য, কৃষি, অবসর, গ্রাম ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির ওপর পর্যটনের কোনও ধারণা এখনও গড়ে ওঠেনি। মনোরম চা বাগান, সবুজ গ্রামের বৃষ্টি ও সোনালি ধানের হৈমন্তিক আহ্বান তথ্যজালে এখনও ধরা পড়েনি সাধের মাছের মতো। মাটি পায়নি ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির গাছ। এই বিষয়ে সরকার বা শিল্পপতি কেউ এখনও আন্তরিক হয়ে ওঠেনি। কিছু কিছু চা বাগান উঁকিঝুঁকি মারলেও সুসংহতভাবে সেগুলো উপস্থাপিত হয়নি। উত্তরের অসংখ্য সুন্দর গ্রাম, নদনদী, দিঘি, ইতিহাস, বৈচিত্র্যপূর্ণ লোকসংস্কৃতি, খাদ্য, পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদি এখনও থেকে গেছে ব্রাত্য।

হোমস্টের নামে বন সন্নিহিত গ্রামগঞ্জে, পাহাড়ের ঢালে অট্টালিকা স্বরূপ যে বাড়িগুলো উঠে আসছে সেগুলো দেখলে মনে হয় কর্মকর্তারা বুঝে উঠতে পারেনি হোমস্টের সরকারি আদেশের মর্মকথা। লোকে বলে পর্যটনশিল্পে নাকি বাতাসে টাকা ওড়ে। শুধু ধরতে জানতে হয়। হঠাৎ করে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে ওঠা বিলাসবহুল রিসর্টগুলো দেখলে ‘লোকবাণী’ যে একদম মিথ্যা, তা হলফ করে বলা যায় না। অথচ পণ্ডিত ব্যক্তিদের পরামর্শে আইনসভা সিসমিক জোন, ইকো-সেনসিটিভ জোন ইত্যাদির মতো কত আইন পাশ করেছে। চারপাশের পরিস্থিতি দেখলে ছোটবেলায় শেখা একটা শ্লোক মনে পড়ে- ‘পুস্তকস্থা তু যা বিদ্যা পরহস্তগতং ধনম্...’। এই জন্যই হয়তো জলা ও চাষের জমির শ্রেণি পরিবর্তন হয়ে যায়, সরকারি জমি হয়ে যায় বিশেষ ব্যক্তির। জমি হারিয়ে কৃষক হয়ে যায় চৌকিদার। অপরিকল্পিত পর্যটনের জন্য ভূমিকম্পপ্রবণ পাহাড়ের ঢাল ও নদীচরের বাস্তুতন্ত্র যেভাবে নষ্ট হচ্ছে যে কোনও সময়ে ঘটে যেতে পারে ভয়ানক বিপর্যয়।

হোমস্টের নামে বন সন্নিহিত গ্রামগঞ্জে, পাহাড়ের ঢালে অট্টালিকা স্বরূপ বাড়িগুলো দেখলে মনে হয় কর্মকর্তারা বুঝে উঠতে পারেনি হোমস্টের সরকারি আদেশের মর্মকথা। লোকে বলে পর্যটনশিল্পে বাতাসে টাকা ওড়ে। শুধু ধরতে জানতে হয়। অপরিকল্পিত পর্যটনের জন্য ভূমিকম্পপ্রবণ পাহাড়ের ঢাল ও নদীচরের বাস্তুতন্ত্র যেভাবে নষ্ট হচ্ছে যে কোনও সময়ে ঘটে যেতে পারে ভয়ানক বিপর্যয়।

বনে-বাদাড়ে ঘোরার অভিজ্ঞতাও সুখকর নয়। গভীর বনের সবুজ ছাদ এখন অনেকটা উধাও। সূর্যের আলো পেয়ে সেখানে এখন শুধু আগাছার ঝোপঝাড়। মূলে রয়েছে অর্থ ও পরিকাঠামোর অভাব এবং গ্রাম্য এলাকার অনুন্নয়ন। অনুন্নয়নের ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে মুনাফাখোররা গাছ ছেড়ে ঢুকে পড়েছে সরকারি ভূমিতে। জবরদখল হচ্ছে সরকারি জমি। কে বলতে পারে সর্ষেতে ভূত নেই? তবে অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, ব্যাঘ্র-প্রকল্প করে যেটুকু বন এখনও বন্যপ্রাণের আবাসভূমি হিসাবে টিকে আছে সেগুলোও প্রভাবিত পারিপার্শ্বিক অব্যবস্থার। ইকোট্যুরিজমের নামে পর্যটকদের এই সকল বনে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়। বছরে নয় মাস। বর্ষার কারণে জুন ষোলো থেকে সেপ্টেম্বর পনেরো পর্যন্ত বন্ধ। যেহেতু বনাঞ্চলে নিয়ন্ত্রিত পর্যটন অনুমোদিত, আগাম ব্যবস্থা করে বন ভ্রমণে আসতে চাইলে ওয়েবসাইটে মেলে না সব বনের খবর। গরুমারা, জলদাপাড়ার তথ্য ও আগাম টিকিট https://www.wbsfda.org ওয়েবসাইটে পেলেও, পাওয়া যায় না বক্সা, সিঙ্গালিলা, সিঞ্চল ও নেওড়াভ্যালির টিকিট। অপরিকল্পিত ও অনিয়ন্ত্রিত পর্যটক ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ভয়ংকর। এটা জানা সত্ত্বেও নানা প্রতিবন্ধকতা কাঁধে নিয়ে চলছে উত্তরের পর্যটন।

সঠিক পর্যটন প্রকল্প প্রান্তিক প্রদেশে খুলে দেয় এক বড় বাজার। এই বাজারে স্থানীয় কৃষিজ পণ্য, হস্তশিল্প সামগ্রী, লোকসংগীত ও নৃত্যের একচেটিয়া অধিকার থাকার কথা। পর্যটনকে গুরুত্ব দিয়ে ভারতের করবেটে বাঘবনে সারা বছর খোলা থাকে কিছু বনাঞ্চল। উত্তরের বনেও খোলা রাখা হত কয়েকটা টাওয়ার। বন ও ভঙ্গুর বাস্তুতন্ত্রের প্রাকৃতিক অঞ্চলে ইকোট্যুরিজম ছাড়া ভারী শিল্প সম্ভব নয়। সঠিক ইকোট্যুরিজম ত্বরান্বিত করতে পারে এই সকল অঞ্চলের উন্নয়ন। এই লক্ষ্যে এক সময় উত্তরের কোন কোন বনাঞ্চলের পর্যটন বাজারে বিপণন শুরু হয়েছিল প্রান্তিক মানুষের হস্তজাত সামগ্রী ও লোকসংস্কৃতি। অনেকটা তারা মার্কা হোটেলের ‘কমপ্লিমেন্টারি ব্রেকফাস্ট’-এর মতো। তবে সে চারাগাছ বেড়ে ওঠেনি অজানা কারণে। ভাবতে অবাক লাগে উত্তরের পর্যটন বাজারে এখনও বাহির বাজারের দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি হয়। স্থানীয় কলা ও হস্তশিল্প মারা যাচ্ছে অনাদরে। যারা এই পদ্ধতিকে ‘স্পুন ফিডিং’ বলে তাদের হয়তো জানা নেই অধিকারের সংজ্ঞা। অধিকার প্রান্তিক মানুষের মনে জাগাতে পারে সরকারি সম্পত্তির প্রতি মালিকানার মনোভাব। প্রান্তিক মানুষ মালিক মনোভাবাপন্ন হলে বাঁচবে বন, বন্যপ্রাণ ও মোহময় প্রাকৃতিক পরিবেশ। সরকারি আইন মোতাবেক সঠিক পর্যটন প্রকল্প চালু হলে বন্ধ হতে পারে ঘুরপথে গ্রামের অর্থ শহরে পুঞ্জীভূত হবার পথ। পর্যটনশিল্পের হাত ধরে ঘুরে দাঁড়াতে পারে গ্রাম। তবে মিলেমিশে কাজ করতে হবে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোকে। উন্নত ও তথ্যপূর্ণ করতে হবে জেলা সহ সরকারি ও বেসরকারি ওয়েবসাইটগুলোকে। বাড়াতে হবে পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো। ভালো হয় পর্যটন সম্পর্কিত সব তথ্য সিঙ্ক্রোনাইজড করা থাকলে। আঙুলের আগায় তথ্য সুড়সুড়ি দিলে পর্যটক উত্তরবঙ্গে আসবেই। আর এটা ঘটলে উত্তরের পর্যটন সোনার ডিম পাড়া হাঁস হয়ে উঠবে।

(লেখক প্রাক্তন বনকর্তা। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শুভজিৎ দত্ত

আজ

১৯১৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ইন্দিরা গান্ধি।

১৯২৫

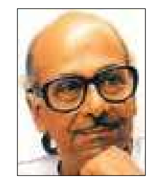

গীতিকার সলিল চৌধুরীর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বিহার থেকে কীভাবে অস্ত্র আসতে পারে? পুলিশ করছে কী? অস্ত্র নিয়ে দুষ্কৃতীরা বাংলায় ঢুকে যাচ্ছে, পুলিশ কিছু করতেই পারছে না। সুশান্তর উপর হামলা আসলে পুলিশের ব্যর্থতা। পুলিশ ঠিকভাবে কাজ করছে না।

- সৌগত রায়

ভাইরাল/১

কুকুরের প্যারাগ্লাইডিংয়ের ভিডিও ভাইরাল। ভ্যানিলা নামে কুকুরটি তার মালিকের কোলে আরাম করে বসে রয়েছে। ভয়ের চিহ্ন নেই। মালিকের সঙ্গে প্যারাগ্লাইডিং সে বেশ উপভোগ করছে। মালিকের বক্তব্য, ও সাহসী। কিছুতেই ভয় পায় না।

ভাইরাল/২

ট্রেনের জেনারেল কামরায় ওঠার লম্বা লাইন। সেই ভিড় এড়িয়ে শর্টকাটে কিছু যাত্রীর জায়গা নিশ্চিত করে দিলেন এক কুলি। তিনি প্যাসেঞ্জারদের দু-হাতে তুলে ইমার্জেন্সি জানলা দিয়ে কোচের ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। সঙ্গে তাঁদের মালপত্র। ভাইরাল ভিডিও।

জনমন জনমত

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেন ফ্যাশন শো-এর জায়গা না হয়

সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, শহরাঞ্চল হোক বা গ্রামাঞ্চল, সর্বত্র শিক্ষিকারা চোখে, মুখে, গালে ও ঠোঁটে প্রসাধনী রং দিয়ে নিজেকে সং সাজিয়ে স্কুলে আসছেন, যা ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে একেবারে বেমানান। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যেখানে শুধু শিক্ষা দেওয়াই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সেখানে শিক্ষিকারা নিজেদের এমনভাবে উপস্থাপন করেন যেন তাঁরা নিজেদের দেখাতে এসেছেন। কোনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ফ্যাশন শোয়ের মঞ্চ নয়, যে তাঁরা সেখানে মডেলিং করতে আসবেন। এতে পড়ুয়াদের মনে যে তাঁদের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় সেটা কি তাঁরা বোঝেন না! যাঁরা সমাজের সম্মাননীয় ব্যক্তিদের অন্যতম, তাঁরাই পড়ুয়াদের কাছে আজ হাস্যকর ও বিদ্রুপে পরিণত। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন সব জায়গায় সবকিছু মানায় না। শিক্ষক-শিক্ষিকারা পথপ্রদর্শক। তাঁদের দেখেই তো পড়ুয়ারা চিনবে ভালোমন্দ সবটা।

অথচ আজকের দিনে শিক্ষিকারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ফ্যাশন শোতে পরিণত করার ফলে তাঁরা পড়ুয়া ও সমাজের অন্যদের কাছে হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছেন।

পম্পা দাস, থানা কলোনি, ইসলামপুর।

রংদার রোববারে ফিরে আসুক অণুগল্প

অবসরকালীন দিনযাপনে আমাদের মতো মানুষের সংবাদপত্রই একমাত্র ভরসা। বেশ কিছুদিন থেকে রংদার রোববারের পাতায় অণুগল্প প্রকাশিত না হওয়ায় হতাশ মনে হচ্ছে। এমন অনেক পাঠক আছেন যাঁদের সময় কম, বড় গল্প পড়ার ধৈর্য তাদের থাকে না। কিন্তু অণুগল্প অধিকাংশ পাঠক পড়েন বলে আমার ধারণা।

আমাদের মতো পাঠক যাঁরা পত্রিকার প্রতিটি পাতা খুঁটিয়ে পড়েন এবং যাঁদের সময় কম, বড় গল্প পড়ার সময় নেই, সেইসব শ্রেণির পাঠকের কথা চিন্তা করে রংদার রোববারের পাতায় আবার অণুগল্প ফিরিয়ে আনা হোক।

প্রাণগোপাল সাহা, সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

প্রধান শিক্ষক নিয়োগ করা হোক

কোচবিহার জেলার ২৬টি সার্কেলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি দীর্ঘকাল যাবৎ। ফলে ওইসব স্কুল চলছে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দ্বারা। প্রধান শিক্ষক স্কুলের প্রধান অভিভাবক। প্রতিটি স্কুল সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য প্রধান শিক্ষক প্রয়োজন। তাই আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে জেলার প্রতিটি প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

সঞ্জয় চক্রবর্তী, তুফানগঞ্জ, নিউটাউন।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

আমরা একসঙ্গে আছি বইয়ের পাতায়

হতাশা, আত্মহত্যা, দুর্নীতির অংশীদার হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ বই থেকে লক্ষ যোজন দূরে থাকা।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

‘আমার নাম পেতে হলে’ চল্লিশ পাতা বের কর। চল্লিশ পাতায় গিয়ে দেখা গেল ‘আমার নাম পেতে হলে’ পঞ্চাশ পাতা বের কর। সেখানে গিয়ে হয়তো শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল। হ্যাঁ। আগে স্কুলে পুরোনো বই দেওয়ার চল ছিল। সেখানে এই কাণ্ড ঘটতে দেখা যেত। এই হেঁয়ালির মধ্যে কত পরিচিত সিনিয়ারদের পাওয়া যেত। টিফিনবেলায় তাঁকে বলে দেওয়া ‘দাদা! তোমার বই আমার কাছে।’

বালুরঘাটে এডিএম হয়ে এসেছিলেন একজন লেখক। তিনি যে ক’বছর ছিলেন সাহিত্যে বালুরঘাট জমজমাট। আজ এই লেখকের বাড়ি গল্প পাঠ, কাল তমুক উৎসব। মফস্সলের লেখকদের জমিয়ে রেখেছিলেন। যে বই-ই বের হোক না কেন সৌজন্য সংখ্যা তাঁর হাতে পৌঁছে দেওয়া ছিল বালুরঘাটের বাধ্যতামূলক শিষ্টাচার।

একবার এক পুরোনো কাগজ কেনা লোক এক বিখ্যাত আড্ডার চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছেন। সামনে তাঁর ঝুড়িভর্তি বই। দোকানে আসীন আড্ডাবাজদের নজর পড়ল। বই ঘাঁটাঘাঁটি করতে গিয়ে দেখা গেল উক্ত আমলার বাড়ির সমস্ত সৌজন্য সংখ্যা ‘কেজি দরে’ বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে তিনি বদলি হয়ে কলকাতায় চলে যাওয়ার সময়। তখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল বালুরঘাটের লেখক সমাজে- কার কতগুলো বই কেজি দরে বিকোল। হায়, সেই ইন্টেলেকচুয়াল অপমান সইতে হয়েছিল বালুরঘাটের ‘সৌজন্য সংখ্যা’ বিতরণ করা লেখককুলকে।

বই নিয়ে রকমারি কারসাজির হদিস আজ কি আর পাওয়া যায়? বই ছাপার রেওয়াজ চলতে থাকলেও বই কেনার এইসব মানুষ অন্য জগতের আধার কার্ড বানিয়ে নিয়েছে। তাই বইমেলার মরশুমে গগনবিদারী হাহাকার ছড়িয়ে থাকে জেলা বইমেলার প্রাঙ্গণে। বইয়ে সম্মান, বইয়ে অপমান পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি ভুলে গিয়েছে। তাদের প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের তালিকায় বই নেই। বইব্রাত্য বাঙালি বলছে ‘জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি-কুড়ি বছরের পার।’ কী গিফট দেবে- এই সিদ্ধান্তহীনতার দোলাচলে বইয়ের কথা মনেই আসে না আর!

একসময়ে প্রতি পয়লা বৈশাখে কলেজ স্ট্রিটে বই প্রকাশের ধুমে শামিল বাঙালি আজ পুরোনো পোস্ট কার্ডের মতো হয়ে গিয়েছে। তাঁর বাঙালিত্ব আছে, বইপড়া নেই। মোড়ে মোড়ে গণেশ চতুর্থীর পুজোয় শামিল বাঙালি মানস ভুলেই গিয়েছে- গণেশ আসলে একজন কথক, আসলে একজন লেখক। মহাভারত তাঁর হাত ধরেই। কাজেই ধনের নয়, জ্ঞানের আরাধনাই সমস্ত গাণপত্য মানুষের কর্তব্য।

বই মানুষের সবচেয়ে বিশ্বস্ত সঙ্গী। বন্ধু হারিয়ে যায়, বই হারায় না। মানুষের আবেগ নিয়ন্ত্রিত হয় ভালো বইয়ের সাহচর্যে। তাই এই যে হতাশা, আত্মহত্যা, সীমাহীন দুর্নীতির অংশীদার, সমর্থক কিংবা প্রস্তাবক হয়ে যাওয়ার কারণই হল- বই থেকে লক্ষ যোজন দূরে চলে যাওয়া। ভালো বই যেভাবে মানুষের মূল্যবোধ গড়ে তোলে সেভাবে স্যোশ্যাল মিডিয়ার রিলস পারে না। মানুষের ধৈর্য ও মেধার ক্রমাবনমন ঠেকাতে পারে বই। সম্পদশালী মানুষের সম্পদও ‘ভালগার’ হয়ে ওঠে যদি না তাঁর বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাটে নিজস্ব একটি বইকোণ থাকে, যদি না দিনের শেষে অন্তত একটি বার সে পছন্দের বিষয়ের বই তুলে না নেয়, যদি না বইয়ের জন্য তাদের ‘বাজে খরচ’ নির্দিষ্ট থাকে।

মানুষ কবে জীবনের সঙ্গে আবার বইকে জুড়ে নিয়ে বলবে- হে প্রিয় বই ‘আমরা দুজনে মিলে জিতে গেছি বহুদিন হল।’

(লেখক বালুরঘাটের বাসিন্দা। শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৯১

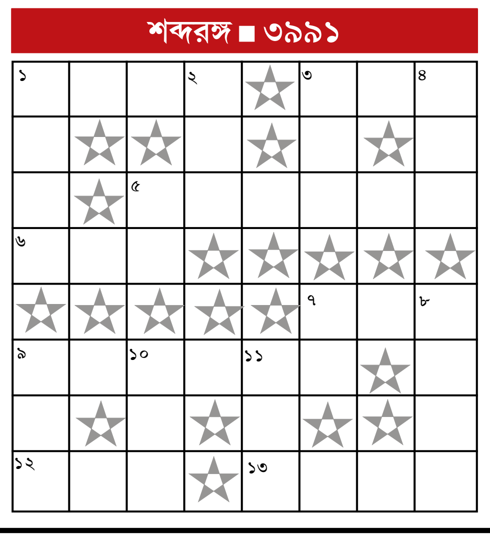

পাশাপাশি : ১। হাতে বহনযোগ্য অস্ত্রশস্ত্র ৩। নচেৎ, নইলে, অন্যথায় ৫। হনুমান, ভীম ৬। প্রতিজ্ঞা, দিব্য ৭। অত্যুত্তম, সর্বোৎকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠ, সাধুতম ৯। কৃষ্ণার্জুনের সহায়তায় অগ্নির দ্বারা পাণ্ডব বন দাহন ১২। মস্তিষ্ক, বুদ্ধি ১৩। বহু সংখ্যক জীবজন্তুর দলবদ্ধভাবে বিচরণ বা অবস্থান সূচক।

উপর-নীচ : ১। প্রধানত চিকিৎসকের দক্ষ ও পারদর্শী বলে খ্যাতি ২। বীণাজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৩। পুত্র, দর্শনীয়, আনন্দদায়ক ৪। গোশালা, গোচারণভূমি, গবাদিপ্রাণীর পাল ৫। রাস্তা, উপায়, দ্বার, ছিদ্র ৭। বছর, অব্দ, সাল ৮। মিহি ও নরম সুতিবস্ত্রবিশেষ ৯। ভৃত্য, সেবক, মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক ১০। ব্রজ-এর কোমল রূপ, পানের খেত ১১। হরিতকির কথ্যরূপ।

সমাধান ■ ৩৯৯০

পাশাপাশি : ১। ফাটক ৪। চাটাই ৫। বান ৭। দামাল ৮। লক্ষ্মীবার ৯। ধন্বন্তরি ১১। বিগ্রহ ১৩। করী ১৪। ঝিলিক ১৫। চন্দন।

উপর-নীচ : ১। ফায়দা ২। কচাল ৩। মাইফেল ৬। নধর ৯। ধমক ১০। রিমঝিম ১১। বিকচ ১২। হবন।

বিন্দুবিসর্গ

দিল্লিতে বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ■ ইম্ফলে সরকার বাঁচাতে হিমশিম বীরেন

জনতা-পুলিশ সংঘর্ষে রক্তাক্ত মণিপুর

ইম্ফল ও নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : শান্তি দূরস্থ, পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে মণিপুরে। নিরাপত্তার কড়াকড়ি সত্ত্বেও হামলা-পালটা হামলায় রাশ টানা যাচ্ছে না। বিভিন্ন জায়গা থেকে বিক্ষোভ ও জনতা-পুলিশ সংঘর্ষের খবর আসছে। রবিবার জিরিবাম জেলার বাবুপাড়ায় বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালিয়েছিল পুলিশ। ঘটনায় খুন্দ্রকপাম আথৌবা নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। কে বিশান নামে এক তরুণকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপরই উত্তেজিত জনতা বিজেপি ও কংগ্রেসের ২টি পার্টি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়। তছনছ করা হয়েছে অফিসের আসবাবপত্র। শনিবার ইম্ফলেও বিজেপির একটি পার্টি অফিসে আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটেছিল।

এদিকে মণিপুরের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সোমবার দুপুরে জরুরি বৈঠক করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পদস্থ আধিকারিক, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার কর্তারা ছাড়াও একাধিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ যোগ দিয়েছিলেন। রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

একনজরে

- জিরিবামে পুলিশের গুলিতে মৃত ১
- বিজেপি, কংগ্রেসের পার্টি অফিসে আগুন
- মণিপুরে ৩টি মামলার তদন্তে এনআইএ
- রাজ্যে আরও ৫০ কোম্পানি সিআরপিএফ পাঠানোর সিদ্ধান্ত
- ইম্ফলে স্তব্ধ জনজীবন

এদিনই মণিপুরের ৩টি মামলার তদন্তের দায়িত্ব এনআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

বিজেপির পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগ। মণিপুরের বিষ্ণুপুরে।

শা'র পদত্যাগ দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : মণিপুরে হিংসা ঠেকাতে ডাবল ইঞ্জিন সরকারের ব্যর্থতার দায় নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংয়ের পদত্যাদ দাবি করল কংগ্রেস। সোমবার দিল্লিতে দলের সদরদপ্তরে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মণিপুরে দলের সভাপতি কে মেঘচন্দ্র সিং এবং রাজ্যে এআইসিসির পর্যবেক্ষক গিরিশ চোদানকার। জয়রাম রমেশের প্রশ্ন, 'স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে অদ্ভুত এক যুগলবন্দি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যর্থতাকে আমল দেননি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী? কেন তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন?' মাসের পর মাস ধরে হিংসা চললেও প্রধানমন্ত্রী কেন মণিপুরে যাচ্ছেন না, সেই প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস নেতারা। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকার দাবি জানিয়ে রমেশ বলেন, '২০২৩-এর ৩ মে থেকে মণিপুর জ্বলছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি বিশ্বের নানা দেশে ঘুরছেন, বিভিন্ন জায়গায় বক্তব্য রাখছেন। কিন্তু মণিপুর যাওয়ার সময় পাচ্ছেন না।'

ভিনরাজ্যে বিক্ষোভ।। অসমের মণিপুরি সাহিত্য পরিষদ তিন মহিলা খুনের প্রতিবাদে রাস্তায়। সোমবার গুয়াহাটিতে।

দিনকয়েকের মধ্যে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের একটি দলের ইম্ফল যাওয়ার কথা। এনআইএ তদন্তের আওতায় আসা মামলাগুলি হল, ৮ নভেম্বর জিরিবামে ঘটা জঙ্গি হামলায় এক মহিলার মৃত্যু, সিআরপিএফ ক্যাম্পে হামলা এবং বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ সংক্রান্ত। এতদিন এইসব মামলার তদন্ত করছিল মণিপুর পুলিশ। এদিনের বৈঠকের পর সেখানে আরও ৫০ কোম্পানি সিআরপিএফ পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

সংঘাতের তীব্রতা যত বাড়ছে ততই মণিপুরে ক্ষমতাসীন এন বীরেন সিং সরকারের সমর্থক বিধায়কদের ক্ষোভ তীব্রতর হচ্ছে। ইতিমধ্যে দলের ৭ কুকি-জো বিধায়ক নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় মেইতেই অধ্যুষিত ইম্ফলে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। রবিবারই রাজ্য সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেছে এনপিপি। কনরাড সাংমার দলে ৭ জন বিধায়ক রয়েছেন। তাঁরা সমর্থন তুলে নেওয়ার পর সোমবার বিকালে বিধায়কদের বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং। সেখানে উপস্থিত বিধায়কদের সংখ্যা মুখ্যমন্ত্রীর চিন্তা বাড়িয়েছে। সূত্রের খবর, বিধানসভায় বিজেপির ৩৭ জন বিধায়ক থাকলেও বৈঠকে ৩০ জনের মতো বিধায়ক হাজির ছিলেন। শরিক দল এনপিএফ ও জেডিইউ-র বিধায়করা অবশ্য হাজির ছিলেন। এছাড়া অন্তত ১ জন নির্দল বিধায়কও মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন বলে খবর। এনপিপির কোনও বিধায়ককে বৈঠকে দেখা যায়নি। বিজেপির ৬০ সদস্যের মণিপুর বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে ৩১ জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন। বিজেপির কুকি-জো বিধায়কদের একাংশ এবং এনপিপি বিধায়করা সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করলেও বিজেপির মেইতেই বিধায়ক, এনপিএফ, জেডিইউ ও নির্দল মিলে ৩৫ জনের বেশি সদস্য সরকারকে সমর্থন করবেন। ফলে রাজ্যে পালাবদল বা অকাল ভোটের সম্ভাবনা নেই বলে সূত্রটির দাবি। এদিনও ইম্ফল উপত্যকায় কার্ফিউ জারি ছিল। বন্ধ মোবাইল ইন্টারনেট। ওষুধের দোকান বাদে অধিকাংশ দোকানের ঝাঁপ খোলেনি। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলিও বন্ধ ছিল। কিছু ব্যক্তিগত গাড়ি বাদে রাস্তায় যানবাহনের দেখা মেলেনি।

সংস্কৃত শ্লোকে ব্রাজিলে স্বাগত মোদি

রিও ডি জেনেইরো, ১৮ নভেম্বর : জি২০ সম্মেলনে যোগ দিতে নাইজিরিয়া হয়ে ব্রাজিল পৌঁছোলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাঁকে দেখতে সোমবার রিও ডি জেনেইরো বিমানবন্দরের বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন বহু প্রবাসী ভারতীয়। বিমানবন্দরে ব্রাজিল সরকারের তরফে প্রথামাফিক স্বাগত অনুষ্ঠানের পর উপস্থিত ভারতীয়দের সঙ্গেও বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান মোদি। প্রধানমন্ত্রীকে সামনে পেয়ে উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন প্রবাসীরা। তাঁকে সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করে শোনান কয়েকজন। তাঁদের পরনে ছিল সনাতন ভারতীয় পোশাক। শ্লোক শুনে দৃশ্যত অভিভূত প্রধানমন্ত্রীকে হাততালি দিতে দেখা যায়। গুজরাটের ডান্ডিয়া নাচও প্রদর্শন করা হয়।

এক্স হ্যান্ডেলে ব্রাজিলবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সময় কাটানোর নানা মুহূর্তের ছবি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'রিও ডি জেনেইরোতে পৌঁছানোর পর ভারতীয় সম্প্রদায়ের উষ্ণ অভ্যর্থনা গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।' এদিন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা ডি'সিলভার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন তিনি। জলবায়ু, পরিবেশ রক্ষা, শক্তিসম্পদ, শিক্ষা সহ নানা বিষয়ে দুই শীর্ষনেতা মতবিনিময় করেছেন।

জি২০ শীর্ষ সম্মেলনেও বক্তব্য রাখবেন প্রধানমন্ত্রী। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সহ সদস্য দেশগুলির শীর্ষনেতারা সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন। ২০২৩-এ জি২০-র আয়োজক দেশ ছিল ভারত। ১০ নভেম্বর দিল্লিতে আয়োজিত শীর্ষ বৈঠকে প্রথামাফিক প্রেসিডেন্ট লুলার হাতে গোষ্ঠীর সভাপতিত্বের প্রতীক 'গাভেল' তুলে দিয়েছিলেন মোদি। এবারের সম্মেলনে বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জলবায়ু ছাড়াও ইউক্রেন ও গাজা সংকট নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ব্রাজিল সফর সেরে গুয়ানা যাবেন প্রধানমন্ত্রী। ৫ দশকে প্রথমবার কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এই দেশ সফর করবেন।

গুজরাটে র‍্যাগিংয়ের বলি ডাক্তারি পড়ুয়া

১৫ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর

পাটন (গুজরাট), ১৮ নভেম্বর : ফের র‍্যাগিংয়ের বলি মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া। ঘটনাস্থল গুজরাট। পাটনের ধরপুরে জিএমইআরএস মেডিকেল কলেজের এমবিবিএস প্রথম বর্ষের এক পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে র‍্যাগিংয়ের জেরে। এই ঘটনায় তদন্তে নেমে বালিসানা থানার পুলিশ ইতিমধ্যে ১৫ জন ছাত্রের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে।

র‍্যাগিংয়ের ঘটনাটি ঘটে শনিবার রাতে কলেজের হস্টেলে। অভিযোগ, ওইদিন পরিচয়পর্ব চালানোর অজুহাতে প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের দীর্ঘ সময় হোস্টেলকক্ষের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। ওই সময় ১৮ বছর বয়সি পড়ুয়া অনিল মেথানিয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে যান। দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি।

ঘটনার পরই তদন্ত শুরু করে কলেজ কর্তৃপক্ষ। অন্যদিকে স্থানীয় থানায় অভিযোগ জানায় মৃত পড়ুয়ার পরিবার। কলেজের অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটি অভিযুক্ত ১৫ জন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রকে চিহ্নিত করে এবং তাদের অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম ও হস্টেল থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়।

কলেজের ডিন হার্দিক শাহ বলেন, 'ঘটনার সময় অনিল হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং পরে হাসপাতালে মারা যান। কলেজের অ্যান্টি-র‍্যাগিং কমিটি প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের ২৬ জন ছাত্রের বক্তব্য শোনার পর দ্বিতীয় বর্ষের ১৫ জনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে।'

সিদ্ধপুর পুলিশের ডেপুটি এসপি কেকে পান্ড্য বলেন, 'র‍্যাগিংয়ে মৃত্যুর ঘটনায় ১৫ জন দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।' বালিসানা থানার তদন্তকারী আধিকারিক পিজে সোলাঙ্কি বলেন, 'অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) অনুযায়ী হত্যা প্ররোচনা, বেআইনি আটক, বেআইনি সমাবেশ এবং অশালীন শব্দ ব্যবহারের অভিযোগ আনা হয়েছে।' অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে বলে জানিয়েছেন ওই পুলিশ আধিকারিক।

র‍্যাগিংয়ে ছাত্র-মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং প্রতিরোধে কঠোর আইন আনা এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি তুলেছেন পড়ুয়াদের পাশাপাশি তাদের অভিভাবকরাও। স্থানীয় বাসিন্দাদের তরফেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং-য়ের কারণে এমন মর্মান্তিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্য আরও শক্ত পদক্ষেপ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

অভিষেক-কন্যা মামলা

তদন্তে ৭ নাম পেশ রাজ্যের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়েকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যের মামলায় সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট জমা দিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। আদালতের নির্দেশে রাজ্যের তরফে ৭জন আইপিএস আধিকারিকের নাম জমা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৫ জন মহিলা। গত শুনানিতে শীর্ষ আদালত নির্দেশ দিয়েছিল, ঘটনার তদন্তের জন্য বাংলা ক্যাডারের ৭ আধিকারিকের নামের তালিকা দিতে হবে রাজ্যকে। তবে সেই আধিকারিকদের বাড়ি বাংলার বাইরে হতে হবে এবং তাঁদের মধ্যে অন্তত ৫ জনকে হতে হবে মহিলা। সেই নির্দেশ মেনে রাজ্য সরকার ৭ জনের তালিকা জমা দিয়েছে।

সোমবার বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। মামলার পরবর্তী শুনানি ২৫ নভেম্বর।

মাস দুয়েক আগে, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে এক মিছিল থেকে অভিষেকের মেয়েকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করেন ডায়মন্ড হারবারের দুই মহিলা রেবেকা খাতুন মোল্লা ও রমা দাস। সেপ্টেম্বরে পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে। তবে পুলিশি অত্যাচার এবং শারীরিক নিগ্রহের অভিযোগে দুই মহিলা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সেই মামলা এখন সুপ্রিম কোর্টে।

ইউনূসের নিশানায় আওয়ামি লিগ

হাসিনার বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত শেষের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা, ১৮ নভেম্বর : এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধগুলির তদন্ত শেষের নির্দেশ দিল আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল। সোমবার তিন সদস্যের ট্রাইবিউনালের প্রধান বিচারপতি গোলাম মোর্তুজা মজুমদার ১৭ ডিসেম্বরের মধ্যে তদন্তকারীদের কাজ শেষ করতে বলেছেন। হাসিনার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার তৎপরতার মধ্যেই আগামী দিনে তাঁর দল আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করার চেষ্টাও শুরু হয়েছে ইউনূস সরকারের অন্দরে। এদিন ট্রাইবিউনাল আইন সংশোধনের খসড়া প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, কোনও রাজনৈতিক দল বা সংগঠন খুন, গুম, নির্যাতনের মতো মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে সেগুলির স্বীকৃতি স্থগিত অথবা বাতিল হয়ে যাবে। এর আগে ছাত্রলিগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল অন্তর্বর্তী সরকার।

তবে আওয়ামি লিগকে নিষিদ্ধ করা হোক বা না হোক, নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হওয়ায় রীতিমতো হতাশ বিএনপি। দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'নির্বাচন হলে বাংলাদেশের অর্ধেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। যত দ্রুত নির্বাচন হবে জাতির পক্ষে ততই মঙ্গল।' অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে বিএনপি নেতা বলেন, 'এই ধরনের সরকার যত বেশিদিন ক্ষমতায় থাকবে তত সমস্যা তৈরি হয়। কারণ, এদের হাতে জনাদেশ নেই। এরা নির্বাচিত সরকার নয়। যত দ্রুত প্রয়োজনীয় সংস্কার করে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে ততই মঙ্গল।' এর জবাবে তথ্যপ্রযুক্তি উপদেষ্টা তথা ছাত্র সমন্বয়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকার কেয়ারটেকার সরকার নয়। তাই শুধু নির্বাচনের ব্যবস্থা করা এই সরকারের কাজ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার শেষে নির্বাচন করানো হবে।'

৫ অগাস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসেন শেখ হাসিনা। সেই থেকে ১০০ দিনের বেশি তিনি ভারতে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানার পাশাপাশি ইন্টারপোলের দ্বারস্থ হয়ে রেড কর্নার নোটিশ জারির আর্জিও জানিয়েছে মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। রবিবার জাতির উদ্দেশে ভাষণে তিনি সাফ জানিয়েছেন, শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে ফিরিয়ে আনা হবে। এক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে বন্দি প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী পদক্ষেপ শুরু হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। যদিও ওই চুক্তি মেনে ভারত কতটা সাড়া দেবে তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।

চিফ প্রসিকিউটর মহম্মদ তাজুল ইসলাম সোমবার শুনানির সময় ট্রাইবিউনালকে বলেন, 'হাসিনাকে দেশে ফেরাতে ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত প্রত্যর্পণ চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ কাজ করছে।' এদিন ট্রাইবিউনালের সামনে হাসিনার প্রাক্তন আইনমন্ত্রী, ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী সহ ১৩ জনকে হাজির করানো হয়েছিল। তাঁদের সকলকে জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। হাসিনা সহ সব অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পুলিশের কাছ থেকে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানতে চেয়েছে ট্রাইবিউনাল।

নেতাজি তদন্তের আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য উদ্ঘাটনে তদন্ত চেয়ে দায়ের হওয়া একটি মামলা সোমবার খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বেঞ্চ বলেছে, এই ব্যাপারে আদালত কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। আবেদনকারীর আইনজীবীকে বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, 'আপনার উচিত যথাযথ স্থানে আবেদন করা। কোনও একটি কমিশন সঠিক কি না সেটা নীতি সংক্রান্ত ব্যাপার। আমরা সবকিছুর বিশেষজ্ঞ নই। সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত রোগের ওষুধ নয়। সরকার পরিচালনা আদালতের কাজ নয়।' আজাদ হিন্দ ফৌজই ভারতের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিল, এমন ঘোষণা করার আর্জি জানিয়েছিলেন আবেদনকারী পিনাকপানি মহান্তি। এমন আর্জি জানানোর জন্য তাঁকে তিরস্কারও করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

'আদানির স্বার্থেই এক হ্যায় স্লোগান'

মুম্বই, ১৮ নভেম্বর : মহারাষ্ট্রে বিধানসভা ভোটের প্রচারের অন্তিম লগ্নেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং শিল্পপতি গৌতম আদানির আঁতাত নিয়ে সরব হলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রীর এক হ্যায় তো সেফ হ্যায় স্লোগানকে কটাক্ষ করার পাশাপাশি ধারাভি প্রকল্প আদানিদের হাতে তুলে দেওয়ার সমালোচনা করেন তিনি। সোমবার মুম্বইয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন রাহুল। সেখানে একটি সিন্দুক এবং দুটি পোস্টার দেখিয়ে তাঁর কটাক্ষ, এই হল নরেন্দ্র মোদির এক হ্যায় তো সেফ হ্যায় স্লোগানের মমার্থ। মহারাষ্ট্রের আমজনতার বদলে প্রধানমন্ত্রী শুধুমাত্র আদানির স্বার্থরক্ষা করছেন। ওই পোস্টারগুলির মধ্যে একটিতে ছিল মোদি-আদানির ছবি। তাতে এক হ্যায় তো সেফ হ্যায় স্লোগানও লেখা ছিল। অপরটিতে ছিল আদানিগোষ্ঠীর ধারাভি প্রকল্পের ম্যাপ। সেগুলি দেখিয়ে রাহুল বলেন, ওঁরা একসঙ্গে থাকলেই নিরাপদে থাকবেন। এদিন পরে ঝাড়খণ্ডেও পৃথক একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি।

বিধানসভা ভোট মিটলেই শুরু হবে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। তার আগে এদিন রাহুল বুঝিয়ে দিয়েছেন, শুধু বিধানসভা ভোটই নয়, সংসদের অন্দরেও মোদি-আদানি আঁতাত, জাতভিত্তিক জনগণনা, মণিপুরের হিংসার মতো ইস্যুগুলিই হতে চলেছে তাঁর পাখির চোখ। রাহুল বলেন, মহারাষ্ট্রে লড়াই হচ্ছে দুজন কোটিপতি এবং গরিব মানুষের মধ্যে। ধারাভি প্রকল্প অন্যায়। শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির সুবিধার জন্য এই প্রকল্প করা হচ্ছে। যেভাবে টেন্ডার ডাকা হয়েছে তাতে আমরা আস্থা রাখতে পারছি না। ভারতের সমস্ত সম্পদ, বন্দর, বিমানবন্দর সবকিছু একজন ব্যক্তিকে দেওয়া হচ্ছে। শিবসেনা (ইউবিটি) সভাপতি উদ্ধব ঠাকরে নির্বাচনি প্রচারে সাফ জানিয়েছেন, মহাবিকাশ আঘাড়ির সরকার ক্ষমতায় এলে ধারাভি প্রকল্প বাতিল করা হবে। সেই বক্তব্যকে সমর্থন জানিয়ে রাহুল বলেন, বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের সাহায্যে মুম্বইয়ের সম্পদে নজর দিয়েছেন আদানি। সমগ্র রাজনৈতিক মেশিনারির হাত মুচকে ধারাভি প্রকল্প একজনকে দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীকে নিশানা রাহুলের

বিজেপিতেই গেলেন প্রাক্তন আপ মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : ভোটের এখনও কিছু সময় বাকি থাকলেও দিল্লিতে যোগদান মেলা শুরু করে দিল বিজেপি। মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই জার্সি বদলের কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন দিল্লির সদ্যপ্রাক্তন পরিবহণমন্ত্রী তথা আপ নেতা কৈলাস গেহলট।

দল পথভ্রষ্ট হচ্ছে বলে রবিবার মন্ত্রীসভায় আপ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি। সোমবার বিজেপিতে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিলেন কৈলাস। পদ্মাসনে বসেই তাঁর সাফাই, 'আমার কাছে এটা মোটেও সহজ পদক্ষেপ ছিল না। আমি আন্না হাজারের সময় থেকে আপের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। ধারাবাহিকভাবে দিল্লির মানুষের জন্য কাজ করেছি। সবাই ভাবছেন আমি চাপের সামনে মাথানত করেছি। আমি তাঁদের বলতে চাই, কখনও কোনও চাপের সামনে নতজানু হইনি।'

আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল তাঁর সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রীর ভোলবদলকে পাত্তা দিতে নারাজ। তিনি এদিন একটি সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, 'গেহলট এখন মুক্ত। যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারেন।'

পদক্ষেপে গড়িমসি সরকারকে সুপ্রিম ধমক

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : দিল্লিতে রোজই একটু একটু করে বাড়ছে দূষণের মাত্রা। সোমবার তা 'অতি ভয়ানক' পর্যায়ে পৌঁছোয়। এদিন দুপুর সাড়ে ১২টায় রাজধানীর বায়ুর গুণমান সূচক (একিউআই) ৯৭৮ ছোঁয়, যাকে 'চরম বিপজ্জনক' বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, এই মাত্রার দূষিত বাতাসে শ্বাস নেওয়া মানে দিনে ২১ থেকে ৪৯টি সিগারেট খাওয়ার সমান।

দিল্লির খারাপ আবহাওয়া এবং দূষণের কারণে সোমবার সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে ১১টি উড়ানের গন্তব্য পরিবর্তন করা হয়। এর মধ্যে ১০টি বিমান জয়পুরে এবং ১টি দেরাদুনে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

দিল্লির লাগোয়া এলাকা (এনসিআর) এবং অন্যান্য শহরেও দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক। গাজিয়াবাদে এদিনের একিউআই ৪৮৩ এবং নয়ডায় ৪৪২-এ পৌঁছোয়। দীপাবলির আতশবাজি এবং ফসলের গোড়া পোড়ানোর জেরেই দিল্লিতে দূষণ এত ভয়াবহ বলে বারবার জানিয়েছেন পরিবেশবিদরা। বাতাসে পিএম২.৫ এবং পিএম১০ কণার উচ্চ ঘনত্বের কারণে শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগ এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী অসুখের হার বেড়ে গিয়েছে।

'দিল্লির দূষণ ৪৯টি সিগারেট খাওয়ার সমান'

দিল্লির দূষণ যখন বিষ... ধোঁয়াশার আড়ালে রাজধানীর রাজপথ। সোমবার।

সোমবার কেন্দ্র এবং দিল্লি সরকারকে কড়া ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট। নতুন বিধিনিষেধ অনুযায়ী দিল্লিতে কেবল দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির জন্য স্কুল খোলা রাখতে বলা হয়েছিল। অন্য শ্রেণির পড়ুয়াদের জন্য অনলাইনে পঠনপাঠন শুরু হয়। দিল্লির আপ সরকারের এই নির্দেশকে তুলোধোনা করে বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মসিহ্‌র বেঞ্চের প্রশ্ন, 'দশম এবং দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের ফুসফুস কি আলাদা?' দুই বিচারপতির বেঞ্চ জানতে চেয়েছে, দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কড়া পদক্ষেপ করতে কেন দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে সরকারের? বেঞ্চের নির্দেশ, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত চতুর্থ পর্যায়ের 'গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান' (গ্র্যাপ-৪) বহাল রাখতে হবে। এমনকি দিল্লিতে বাতাসের গুণমানের সূচক (একিউআই) যদি ৩০০-এর নীচে নেমে যায়, তা হলেও আদালতের অনুমতি ছাড়া গ্র্যাপ-৪ তুলে নেওয়া যাবে না বলে সোমবার সাফ জানিয়েছেন বিচারপতিরা।

ডিভিশন বেঞ্চ সরকারি কর্মকাণ্ড নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলেছে। একিউআই ৩০০-র গণ্ডি ছাড়ানোর তিনদিন পর কেন দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্র্যাপ-৩ চালু করা হল? তার আগে কেন কড়া পদক্ষেপ করা হল না? কেন্দ্রের আইনজীবী বলেন, একিউআই নেমে যায় কি না, সেদিকেই নজর রাখা হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের ধমক, 'একিউআই একবার বাড়ার পর দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতেই হবে। গ্র্যাপ-৩ চালু করতে এত দেরি কেন হল? তিনদিন কেন অপেক্ষা করলেন?' বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, 'সোজাসুজি বলছি, আমাদের অনুমতি ছাড়া দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য গ্র্যাপ-৪-এর নীচে নামা যাবে না। একিউআই ৩০০-র নীচে নামলেও এই পরিকল্পনাই বহাল রাখতে হবে।'

তারাঘরকথা

বছরের শুরুতেই এমারজেন্সি

শেষ পর্যন্ত কঙ্গনা রানাওয়াত অভিনীত ও পরিচালিত ছবি এমারজেন্সি-র মুক্তির তারিখ জানা গেল। ছবিটি প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি প্রযুক্ত 'এমারজেন্সি' র ওপর নির্মিত। সোমবার সকালে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে ছবির পোস্টার শেয়ার করেছেন কঙ্গনা, যাতে দেখা যাচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধিরূপী কঙ্গনা, পুত্র সঞ্জয় গান্ধিরুপী বিশাখ নায়ার, জয় প্রকাশ নারায়ণের সাজে অনুপম খের, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর সাজে শ্রেয়স তলাপাড়ে, ফিল্ড মার্শাল শ্যাম মানেকশ-র সাজে মিলিন্দ সোমানকে। এর সঙ্গে কঙ্গনা লিখেছেন, '১৭ জানুয়ারি, ২০২৫ আসছে সেই মহাকাব্য যা দেশের সবথেকে শক্তিশালী মহিলার এবং সেই মুহূর্তর কথা বলবে যা দেশের নিয়তিই বদলে দিয়েছিল।'

উল্লেখ্য, ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের এক সপ্তাহ আগে এই ছবি মুক্তি পাবে। ২৬ জানুয়ারির সপ্তাহান্ত নির্দিষ্ট হয়ে আছে অক্ষয়কুমার অভিনীত, অমর কৌশিক পরিচালিত অ্যাকশন থ্রিলার স্কাই ফোর্স-এর জন্য। ছবিতে শিখ সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসবাদী হিসেবে দেখানো হয়েছে-- এই অভিযোগে সম্প্রদায় আদালতে যায় এবং ছবির আগের মুক্তির তারিখ ৫ সেপ্টেম্বর থেকে পিছিয়ে যায়। এরপর বেশকিছু দৃশ্য বদলে এবং বাদ দিয়ে ছবি মুক্তি পাচ্ছে।

বহুরূপী, পুষ্পা ছবির মুক্তি আটকে বাংলাদেশে

বাংলাদেশে আটকে আছে বহুরূপী-র মুক্তি। অথচ 'বহুরূপী'র জন্য সেই দেশ থেকে পুরস্কার পেয়ে গেছেন শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এই বিষয়ে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, 'বহুরূপীর প্রথম অভিনন্দন স্মারক এল প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে। ধন্যবাদ ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড। ধন্যবাদ চ্যানেল আই। সাগরভাইকে (ফরিদুর রেজা সাগর) আমার ও পুরো বহুরূপী টিমের প্রণাম ও শুভেচ্ছা।'

বাংলা ছবির জগতে এত বড় সাফল্যের জন্য এই সম্মাননা দেওয়া হয়েছে বহুরূপীকে।

কিন্তু বহুরূপী সেখানে মুক্তি পেল না কেন? এ বিষয়ে প্রযোজনা সংস্থার তরফে জানানো হয়, 'এক দেশ থেকে আরেক দেশে মুক্তির বিষয়, তাই প্রক্রিয়াকরণের কিছু সমস্যার কারণে আটকে রয়েছে। সেটা মিটে গেলেই বহুরূপী বাংলাদেশেও মুক্তি পাবে।'

ঠিক একই কারণে পুষ্পা ২ ছবিও এখনো অবধি বাংলাদেশে ঢুকতে পারেনি। সেই কৌশল এবং প্রক্রিয়াগত কারণে সে ছবিও আটকে রয়েছে। সূত্রের খবর, একইভাবে বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেও পুষ্পা ২ এবং বহুরূপী দেখার জন্য আলাদা করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তাঁরাও ছবি দুটি দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন।

ভয়াবহ দুর্ঘটনার মুখে কাশ্মীরা শাহ

বিদেশের মাটিতে ভয়ানক বিপদে পড়েছিলেন কাশ্মীরা শাহ। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে সে কথা জানিয়েছেন কাশ্মীরা। তিনি যে অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছেন, সে কথা জানাতে ভোলেননি। সমাজমাধ্যমের পাতায় যে ছবিটি পোস্ট করেছেন তিনি, তা দেখলে ভয়ে কাঁটা দেবে। সেখানে দেখা যাচ্ছে সাদা রঙের ভেজা তোয়ালে। যার উপরে রয়েছে ছোপ ছোপ রক্ত। সেই ছবি পোস্ট করে কাশ্মীরা লেখেন, 'ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ আমায় বাঁচানোর জন্য। ভয়ংকর দুর্ঘটনা। আরও অনেক বড় কিছু ঘটতে পারত আমার সঙ্গে।' এই ভয়াবহ ঘটনা থেকে অভিনেত্রী একটাই শিক্ষা পেয়েছেন যে, জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করা উচিত। জীবন খুবই অনিশ্চিত। তিনি যোগ করেন, 'জীবনের প্রতিটা মুহূর্ত উপভোগ করার চেষ্টা করো।'

গোবিন্দার ভাগ্নে ক্রুশ্না অভিষেকের স্ত্রী কাশ্মীরার হঠাৎ কী-ই বা এমন হল, সে কথা অবশ্য এখনো জানা যায়নি।

শুটিং সেটে মৃত্যু, অভিযোগ খুনের

'অনুপমা'র সেটে মৃত্যুকে এবার 'প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা'র তকমা দিল অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সভাপতি সুরেশ শামলাল গুপ্তা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেকে চিঠি লিখে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন।

ছবির সেটে যে তরুণের মৃত্যু হয়েছে, তিনি ফোকাস অউলারের কাজ করছিলেন। সেই সময়ই তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। ইলেক্ট্রিক সরঞ্জাম সরবরাহ দেয় যে প্রতিষ্ঠান, তাদের বিরুদ্ধে নিম্নমানের যন্ত্র সরবরাহ দেওয়ার অভিযোগ জানিয়ে এফআইআর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৪ তারিখে মুম্বইয়ে 'অনুপমা'র সেটে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার পরও শুটিং বন্ধ করা হয়নি। নির্দিষ্ট সময় অবধি শুটিং চলেছে এবং যথারীতি পরদিন আবার শুটিং হয়েছে। অল ইন্ডিয়া সিনে ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে নিহত টেকনিশিয়ানের পরিবারের জন্য ১ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ ও টেকনিশিয়ানদের যথাযথ নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হয়েছে।

রেকর্ড গড়ল পুষ্পা ২-এর ট্রেলার

বহু প্রতীক্ষিত পুষ্পা : দ্য রুল বা পুষ্পা ২-এর ট্রেলার বেরোল রবিবার। আর তারপরই মাত্র ২৪ ঘণ্টায় সবথেকে বেশি দেখা তেলুগু ছবির ট্রেলার হিসেবে রেকর্ড গড়ল পুষ্পা ২। ইউ টিউবে ১৫ ঘণ্টায় ৪৩ মিলিয়ন ভিউয়ার হয়েছে এই ট্রেলার। এর আগে মহেশ বাবুর গুন্টুর কারম-এর ট্রেলার ৩৭.৭ মিলিয়ন ভিউয়ার পেয়েছিল। তেলুগু ভার্সনের পাশাপাশি ছবির হিন্দি ভার্সনের ট্রেলারও বেরোল এদিন। সেটিও ১৫ ঘণ্টায় ২৬ মিলিয়ন ভিউয়ার পেয়েছে। এখন তা ৪০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে। তেলুগুর পাশে পুষ্পা-র প্রথম ভাগের হিন্দি ভার্সনও প্যান ইন্ডিয়ায় অসাধারণ ব্যবসা করেছিল। স্বাভাবিকভাবেই পুষ্পা ২ ছবিও একইভাবে সর্বভারতীয় স্তরে বক্স অফিস কাঁপাবে, তা ধরেই নেওয়া হয়েছে। পুষ্পা ২, ২০২১ সালের ব্লকবাস্টার পুষ্পা দ্য রাইস-এর সিক্যুয়েল। সর্বভারতীয় বাজারে প্রথম পুষ্পা ১০০ কোটির ওপর নেট ব্যবসা করেছিল। ছবির পরিচালক সুকুমার। ছবির নায়ক আল্লু অর্জুন যখন ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠানে আসেন, তাঁর অনুরাগীরা ব্যারিকেড ভেঙে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। পরে নিরাপত্তাকর্মী ও পুলিশ এসে অবস্থা সামলায়। স্টেজেও যখন অর্জুন ওঠেন, দর্শকমহলে তখন হাততালির ঝড়। স্টেজে উঠে ছবির নায়িকা রশ্মিকা মানডানা দর্শকদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানান। এছাড়া ছবিতে আছেন ফাহাদ ফাসিল। ছবি মুক্তি পাবে এবছর বড়দিনে, প্যান ইন্ডিয়া স্তরে।

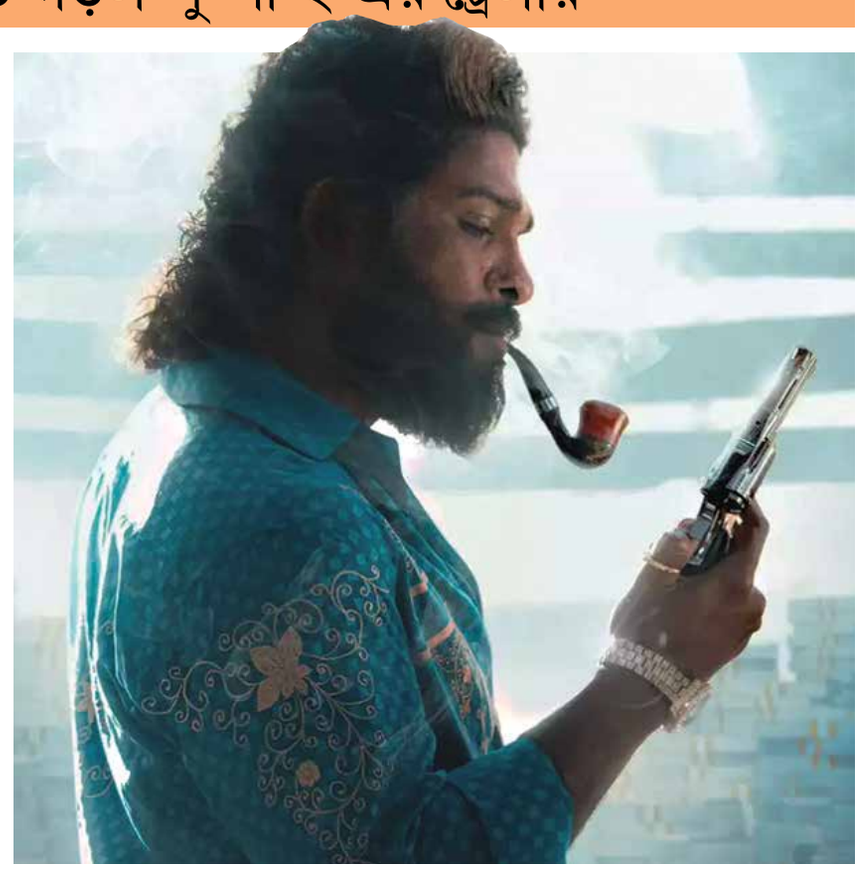

পোস্টারে ১২০ বাহাদুর

পরিচালক এবং অভিনেতা ফারহান আখতার ১০০ বাহাদুর-এর প্রথম পোস্টার প্রকাশ করলেন। এই ছবি রেজাং লা যুদ্ধে যে ১২০ জন সৈন্য আত্মবলিদান করেছিলেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য। এই ঘটনা ১৯৬২ সালের ইন্দো-চিন যুদ্ধের অংশ। পোস্টারে দেখা যাচ্ছে, সেনার ইউনিফর্মে ফারহান হাতে অস্ত্র নিয়ে সামনে লক্ষ্যের দিকে নিশানা করছেন, তাঁর দাঁতে রক্ত, তিনি লক্ষ্যে স্থির। তাঁর পিছনে বরফে ঢাকা পাহাড়। পোস্টারে লেখা, 'ওরা ৩০০০ ছিল, আর আমরা?'

ইন্সটাগ্রামে পোস্টার শেয়ার করে ফারহান লিখেছেন, '১৯৬২-র যুদ্ধ ৬২তম বছরে পা দিল। আমরা রেজাং লা-র যুদ্ধের ১২০ জন অপ্রতিরোধ্য সেনার সাহস ও আত্মবলিদানকে উদযাপন করছি। এর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মেজর শয়তান সিং। তাঁর নেতৃত্বে ১২০ জন মাটি কামড়ে দাঁড়য়েছিল সবরকমের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে।

একনজরে সেরা

অনির্বাণের চমক

একেনবাবু হয়েই পরিচিতি, পাশাপাশি অন্য চরিত্রও করেছেন। প্রশংসাও পেয়েছেন। এবার অনির্বাণ চক্রবর্তী একেবারে অন্য চেহারায় আসছেন। ছবির নাম খাদান। তাঁর চরিত্রের নাম মাণ্ডি। এখানে তাঁর মাথাভর্তি চুল, মোটা গোঁফ, একেবারেই চেনা যায় না। খাদান-এর টিজার দেখেই বোঝা গিয়েছিল ছবিতে নতুন কিছু পাওয়া যাবে। অনির্বাণের লুকই তার প্রমাণ।

আরাধ্যাই শিক্ষিকা

অভিষেক বচ্চনের আগামী ছবি আই ওয়ান্ট টু টক। চরিত্রের নাম অর্জুন। চরিত্রটির হাল না ছাড়ার মানসিকতা প্রসঙ্গে অভিষেক বলেছেন, আরাধ্যার কাছ থেকেই এটা শিখেছি। ছোটবেলায় ওর একটা বইয়ের চরিত্র বলে, হেল্প শব্দটি সবথেকে সাহসী। এর অর্থ সাহায্য চাই, কারণ হাল না ছেড়ে এগোব, যতক্ষণ না সফল হই।

আমির উবাচ

ভুল ভুলাইয়া ৩-এর পরিচালক আনিস বাজমির সঙ্গে কথোপকথনে শোনা গিয়েছে, আমির বলছেন, আপনার ভুল ভুলাইয়া-র সঙ্গে টক্কর নিয়ে ভুল করেছে...তাঁর ইঙ্গিত কি সিংহম এগেইন-এর দিকে? তেমনই মনে করা হচ্ছে। এটা তাঁর নিজের মত, নাকি নির্মাতাদের তরফে বক্তব্য, জানা নেই। বক্স অফিসে সিংহম নাকি পিছোচ্ছেন ক্রমশ, এমনটাই খবর।

সম্মানিত শাবানা

ফ্রান্সের প্যারিসে ৪৬তম দ্যা ৩ কন্টিনেন্টস-এ সম্মানিত হবেন শাবানা আজমি। ভারতীয় সিনেমায় ৫০ বছর কাটিয়ে ফেলেছেন তিনি। এই উপলক্ষ্যেই সম্মাননা। উৎসবে বিশেষ রেট্রোস্পেক্টিভে তাঁর অঙ্কুর, মাণ্ডি, মাসুম, অর্থ ইত্যাদি ছবিও দেখানো হবে। ফ্রান্সে এর আগেও তিনি বিশেষভাবে সম্মানিত হয়ছেন।

মঞ্চে ডলার

নিউ ইয়র্কে আয়ুষ্মান খুরানার গানের শো চলাকালীন দর্শকাসন থেকে ডলারের এক বড় বান্ডিল উড়ে আসে অভিনেতা-গায়কের দিকে। তিনি গান বন্ধ রাখেন, সেই দর্শককে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এই অর্থ তিনি তাঁর গানের পারিশ্রমিকের একটি টোকেন হিসেবে নিলেন এবং অনুরোধ করেন, এই টাকা যেন কোনও চ্যারিটিতে দান করা হয়।

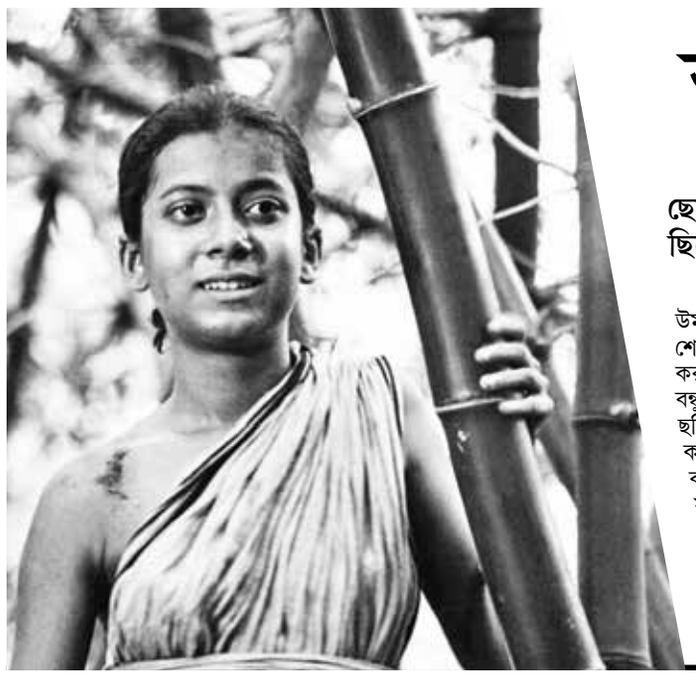

স্মৃতির 'পাঁচালী'

ছোট থেকেই থিয়েটার করতেন উমা দাশগুপ্ত। তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বন্ধু ছিলেন সত্যজিৎ রায়। সেই শিক্ষকের হাত ধরেই ছবির দুর্গাকে খুঁজে পান শ্রী রায়।

পথ শেষ হল তাঁর। পথের পাঁচালী ছবির দুর্গা, উমা দাশগুপ্ত। সোমবার, ১৮ নভেম্বর সকালেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ছোট থেকেই থিয়েটার করতেন উমা দাশগুপ্ত। তাঁর স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বন্ধু ছিলেন সত্যজিৎ রায়। সেই শিক্ষকের হাত ধরেই ছবির দুর্গাকে খুঁজে পান মানিক বাবু। তারপরের কথা সকলেরই জানা। যদিও প্রথমে উমা দাশগুপ্তর বাবা চাননি মেয়ে সিনেমা করুক। কিন্তু পরে তিনি সম্মতি জানিয়েছিলেন। পরবর্তীতে হাতে গোনা কয়েকটি ছবিতে কাজ করেছিলেন উমা দাশগুপ্ত। কিন্তু বাঙালির কাছে তিনি সেই দুর্গা হয়েই থেকে গিয়েছেন বরাবর। তাঁর সরল মুখ, ততোধিক সরল স্বপ্ন, ভাইয়ের সঙ্গে খেলার মুহূর্ত, মায়ের মতো ভাইকে আগলে রাখা, সমবয়সী মেয়ের বিয়ের সময় নিজের বিয়ের স্বপ্ন দেখা এবং পরমুহূর্তে সে স্বপ্নভঙ্গের অন্ধকার চোখে নিয়ে নির্বাক বসে থাকা, নীরবে মরণের সঙ্গে হাত মিলিয়ে দেওয়া---এসবই উমা নিঃশব্দে তুলে ধরেছেন ক্যামেরার সামনে। উমা ছিলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের প্রতি একনিষ্ঠ এবং বড় বেশি যোগ্য সেনা, নাহলে উপন্যাস থেকে দুর্গা পর্দায় এভাবে উঠে আসতে পারতেন না।

সেই ছোটবেলা এবং একই সঙ্গে তাঁর অভিনয় নিয়ে অভিভূত এবং মৃত্যুতে মুহ্যমান পরিচালক অনীক দত্ত স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী তৈরির বিষয়টি নিয়েই অপরাজিত ছবিটি করেছেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'পর্দার দুর্গা নীরবে চলে গেলেন। অপরাজিত তৈরির সময় ওঁর সঙ্গে দেখা করতে

চেয়েছিলাম। কিন্তু উনি দেখা করেননি। খুবই অন্তরালের মানুষ, লাইমলাইটের আড়ালেই থাকতে ভালোবাসতেন। আমরা তাঁর ইচ্ছার মর্যাদা রেখেছিলাম।' ওই ছবিরই নায়ক জিতু কমল, যিনি সত্যজিৎ রায়ের চরিত্রটি করেছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'দুর্গা বিসর্জন হল আজ। উমা দাশগুপ্তর আত্মার শান্তি কামনা করি।'

উমার অভিনয়ের কথা মনে করে অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী সোশ্যাল মিডিয়ায় আক্ষেপ করে লিখেছেন, 'প্রবীণ অভিনেতাদের কতটুকু মনে রাখি আমরা? তাঁরা চলে যাওয়ার পর আমরা তাঁর কথা বলি।'

তাঁর প্রয়াণে মুখ খুলেছেন সন্দীপ রায়ও। তিনি বলেছেন, 'আমি তখন খুব ছোট, শুটিংয়ের স্মৃতি খুব একটা মনে নেই। তবে শুনেছি, তিনি ক্যামেরার সামনে খুব স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ ছিলেন। এক টেকেই শট ওকে হত। শট নেওয়ার আগে ওঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হত দৃশ্যটি, তারপর ক্যামেরা অন হলেই তিনি শট দিয়ে দিতেন দারুণভাবে, এতটাই বুদ্ধিমতী ছিলেন। মাছ যেমনভাবে জলে ঘুরে বেড়ায়, তেমনভাবেই চরিত্রের মধ্যে তিনি সাঁতার কাটতেন। মাঝেমধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, কথাও হয়েছে। তবে শেষের দিকে দীর্ঘদিন দেখা হয়নি। শুনেছিলাম অসুস্থ আছেন। কেন তিনি অন্যান্য ছবিতে খুব একটা কাজ করেননি, তা জানি না।'

দুর্গার মৃত্যুতে যেভাবে সর্বজয়ার ঘরের প্রদীপ নিভে গিয়েছিল, উমা দাশগুপ্ত ঠিক সেভাবেই বাঙালির শৈশবের ঘরের প্রদীপ নিভিয়ে চলে গেলেন।

ছোট তারা

শিলিগুড়ি আলফোনসা স্কুলের কেজির ছাত্র আদি রহমান পড়াশোনার পাশাপাশি ছবি আঁকায় পারদর্শী। স্কুলের এই খুদের প্রতিভায় খুশি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে পাড়ার পরিচিতরাও।

খেলার প্রস্তুতি। ফুটবলে হাওয়া ভরছে তিন কিশোর। সোমবার শিলিগুড়িতে বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর তোলা ছবি।

পুষ্পা খুনে ধৃতকে নিয়ে হুলুস্থুল ভক্তিনগর থানায়

আসামিকে চড় মারার চেষ্টা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : মুখ তখন ঢাকা কালো কাপড়ে। ভক্তিনগর থানার মূল ভবন থেকে বেরিয়ে আসার সময় নজর পড়ছিল শুধু দুটো চোখে। বিস্ফারিত সেই দুটো চোখে তখন আশঙ্কা। পুষ্পা ছেত্রী খুনে অভিযুক্ত অভিষেক দোরজিকে ভ্যান পর্যন্ত কীভাবে নিয়ে যাবেন, বুঝে উঠতে পারছিলেন না তাঁকে ধরে রাখা পুলিশকর্মীরা। এরমধ্যেই এক মহিলা পেছন থেকে আসামিকে ধরার চেষ্টা করলেন। আসামি মুখ ঘোরাতেই সপাটে উড়ে এল চড়। বরাতজোড়ে সেই চড় গালে লাগেনি আসামির।

সেই মুহূর্ত কাটতে না কাটতেই সামনে থেকে ছুটে আসেন পুষ্পার দিদি লীলা ছেত্রী। চোখে ক্ষোভের আগুন নিয়ে আসামিকে মারধর করতে উদ্যত হন তিনি। বলে ওঠেন, ‘ওর মুখ ঢাকা কেন? খোলা হোক।’ পরিস্থিতি ঘোরালো হচ্ছে বুঝতে পেরে কোনওমতে অভিষেককে ফের থানার মূল ভবনের ভেতরে ঢুকিয়ে গেট টেনে দিতে বাধ্য হন পুলিশকর্তারা।

আসামিকে চড় মারতে উদ্যত নিহত পুষ্পা ছেত্রীর দিদি।

ক্ষোভের আগুনে পরতে পরতে এদিন আঁচ করতে পেরেছেন আসামি। আর তাই রীতিমতো পুলিশ প্রহরায় যখন তাঁকে বাইরে বের করা হল, তখন কিছুটা হেঁটেই ভ্যানে ওঠার জন্য দৌড় লাগালেন তিনি। সোমবার আদালতে নেওয়ার সময় প্রায় তিরিশ মিনিট ধরে এমনই হুলুস্থুলু কাণ্ড চলল ভক্তিনগর থানায়। কাঁদতে কাঁদতে লীলা বললেন, ‘পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ ওকে ধরার জন্য। তবে আমরা ওর ফাঁসি চাই।’ এদিকে, এদিন অভিষেককে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলার পর জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

অভিষেককে যে এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হবে, সেই খবর আগেই ছড়িয়ে পড়েছিল টটগাঁওয়ে। রুস্তম ও প্রীতিকার নাগাল না পেলেও টটগাঁওয়ের বাসিন্দারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন অভিযুক্তকে ‘দেখেই ছাড়বেন’। সেইমতো এদিন সকাল থেকেই পুষ্পার গ্রামের লোকেদের ভিড় বাড়তে শুরু করে থানায়। ওয়াশাবাড়ি সৃষ্টি মহিলা সংঘ ও আদিবাসী-গোর্খা সংযুক্ত সমিতি (অগস)-র সদস্যরাও হাজির হয়ে যান। এই পরিস্থিতিতে থানার ভেতর থেকে অভিযুক্তকে বের করতেই শুরু হয় হুলুস্থুলু কাণ্ড। মুহূর্তের মধ্যে জমায়েত কয়েকগুণ বেড়ে যায়।

কী করে অভিযুক্তকে গাড়ি পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে, পুলিশকর্তারা ভাবতে ভাবতেই ছুটে আসেন সীমা মাঝি। সজোরে চড় ভাসিয়ে দেন। ক্ষোভের সুরে পড়ে বলেন, ‘মেয়েটাকে এভাবে খুন করা হল। একটা চড় তো মারাই দরকার।’

এদিকে, ভ্যানে নিয়ে যাওয়ার জন্য পুলিশের তরফে পুষ্পার পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি সংগঠনগুলোর সদস্যদেরও শান্ত থাকার জন্য অনুরোধ করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। অনুরোধের সুরে পুলিশকর্তারা বলেন, ‘আমাদের ওপর ভরসা রাখুন। আমরা শাস্তি দেব।’ শেষমেশ ভ্যানে ওঠার রাস্তা পরিষ্কার রাখতে থানার পুলিশকর্মীদের একটা অংশ হাতে হাত ধরে একপাশ দিয়ে ওই ক্ষুব্ধ জনতাকে আটকে অভিযুক্তকে ভ্যান অবধি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। অভিযুক্ত ভ্যানে ওঠার জন্য ফের বের হতেই ফের বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়।

এদিন থানায় অভিযুক্তকে দেখে বারবার কেঁদে ফেলছিলেন পুষ্পার দিদি লীলা ও আর এক আত্মীয় কঙ্কনা ছেত্রী। কঙ্কনা বলছেন, ‘দিদিকে যেভাবে খুন করা হয়েছে, তার কড়া বিচার চাই, যাতে আর কারও আমার দিদির মতো পরিণতি না হয়।’

বিদেশে চাকরি দিতে শহরে অবৈধ সংস্থা

দিল্লির বার্তায় তাজ্জব পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : বড়জোর দশ বাই দশের একটা ছোট্ট ঘর। সেখানে পাতা একখানা টেবিল, দু-তিনখানা চেয়ার। বাইরে ভিনাইল বোর্ড কিংবা ফ্রেমড ফ্লেক্সে বড় বড় করে লেখা, ‘বিদেশে চাকরির সুযোগ হাতছাড়া করবেন না’ অথবা ‘ওয়ার্ক ভিসা নিয়ে চলুন কানাডা, জাপান’। এরকম ঝকমকে বিজ্ঞাপন দেখে ফাঁদে পা দিতে পারেন যে কেউই। কিন্তু এসব সংস্থার বৈধতা কী, তা নিয়েই এবার উঠল প্রশ্ন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স নিয়েই কিছু সংস্থা ঝাঁপ খুলে বসছে। অথচ এ ধরনের এজেন্সি হিসেবে কাজ করতে গেলে চাই বিদেশমন্ত্রকের অনুমতি।

প্রধাননগর থেকে দেবীডাঙ্গা সহ শহরের একাধিক জায়গায় গজিয়ে উঠেছে এমন ভুঁইফোড় সংস্থা। এই সংস্থাগুলির টার্গেট মূলত অবাঙালিরা। শহরে এখন পাহাড় এবং ভিনরাজ্য থেকে অনেকেই এসে বসবাস করেন। তাঁদের মধ্যে বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা বেশি। সেই সুযোগকেই কাজে লাগাতে চাইছে সংস্থাগুলি। শহরের এই ‘অবৈধ’ কারবারে এবার সরাসরি নজর পড়েছে বিদেশমন্ত্রকের। মন্ত্রকের তরফে সম্প্রতি শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনারেটে একটি বার্তাও এসেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি থানা এলাকায় থাকা এমনই একটি সংস্থার কথা জানিয়েছিল মন্ত্রক। সংস্থাটি কীসের ভিত্তিতে এই সমস্ত কাজকর্ম চালাচ্ছে, তা খতিয়ে দেখতে বলা হয়েছে। ওই জায়গায় গিয়ে রীতিমতো মাথায় হাত পড়েছে পুলিশকর্তাদের। সংস্থাটির অফিসের

কেন্দ্রের নজরে

- বিদেশ সংক্রান্ত ব্যবসার জন্য মন্ত্রকের বিশেষ অনুমোদন প্রয়োজন
- অন্য কোনও সংস্থার এজেন্ট বা সাব-এজেন্ট হতে গেলেও অথরাইজেশন লেটার দরকার
- শিলিগুড়িতে এমন কিছু সংস্থা রয়েছে, যাদের কোনওটাই নেই
- শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করছে সংস্থাগুলি
- শহরের এই অবৈধ কারবারে এবার নজর পড়েছে বিদেশমন্ত্রকের

সামনে লাগানো বোর্ডে বড় বড় করে বিদেশে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হলেও বিদেশমন্ত্রকে কোনও অনুমতিপত্র নেওয়া হয়নি। বিষয়টি নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের কেউ সেভাবে মুখ খুলতে চাইছেন না। তবে, কমিশনারেট সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে যাবতীয় তদন্ত করে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে বিদেশমন্ত্রকে।

পাহাড়ের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার পাট চুকিয়েই পাড়ি দেন বিদেশে। কেউ আবার উচ্চশিক্ষার তাগিদেই। এক্ষেত্রে তাঁদের প্রথম পছন্দ কানাডা, জাপান, জার্মানি। সূত্রের খবর, শহরে ঝাঁপ খুলে বসা এই সংস্থাগুলি বাইরের অর্থাৎ ভিনরাজ্যের বড় কোনও সংস্থার মাধ্যমে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। সেখানে নির্মাণশ্রমিক, কোনও সংস্থার সুপারভাইজার, ইলেক্ট্রিশিয়ান এসব চাকরির অফার দেয়। মোটা টাকা দিয়ে অনেকেই সেই সংস্থার মাধ্যমে বিদেশে পাড়ি দেন। কিন্তু তাঁরা আদতে কোথায় যান, কীভাবে থাকেন পরবর্তীতে সেইসব খবর পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে।

নিয়ম বলছে, বড় কোনও সংস্থার এজেন্ট বা সাব-কোম্পানি হয়ে কাজ করতে হলেও তার জন্য অনুমোদন প্রয়োজন। কিন্তু শিলিগুড়িতে থাকা অধিকাংশ সংস্থার সেই অনুমোদনও নেই। ফলে কীভাবে এতদিন ধরে সংস্থাগুলি ব্যবসা করে যাচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বলছেন, ‘এটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। তাই আমি কিছু মন্তব্য করব না। এখন শহরের বাইরে রয়েছি। ফিরে এসে আমি পুলিশ-প্রশাসনের সঙ্গে এব্যাপারে কথা বলব।’

রক ক্লাইম্বিং ওয়াল চালু অনিশ্চিতই

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : চালু হওয়ার পর ১৪ বছর পার। শিলিগুড়ির রক ক্লাইম্বিং ওয়ালে প্রশিক্ষণ এখনও শুরু হল না। অথচ চলতি বছরের অগাস্ট মাসে পুরনিগমের তরফে প্রশিক্ষণ শুরুর ঘোষণা করা হয়েছিল। এজন্য হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট (এইচএমআই) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণও দিয়েছিল। কিন্তু মেয়র গৌতম দেবের সেই আশ্বাসের তিন মাস পরেও ওয়ালটি চালু করার কোনও লক্ষণ নেই।

যদিও সোমবার মেয়র বলেন, ‘যাঁরা শিখতে ইচ্ছুক, তাঁরা খুব তাড়াতাড়ি এখানে রক ক্লাইম্বিং শিখতে পারবেন।’ মাউন্টেনিয়ারিং এবং ক্লাইম্বিংয়ের মতো অ্যাডভেঞ্চার স্পোর্টসে উৎসাহ দিতে ২০১৪ সালে শিলিগুড়ির সূর্য সেন পার্কে রক ক্লাইম্বিং ওয়ালটি তৈরি করা হয়েছিল। ন্যাফের তরফে অনিমেষ বসু বলেন, ‘রক ক্লাইম্বিং ওয়ালটি চালু করতে পুরনিগমের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

গুচ্ছ দাবি

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : বাংলায় নারী সুরক্ষার লক্ষ্যে ‘মিশন সাহসী’ নামে কর্মসূচি নিচ্ছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। ছাত্র সংগঠনটির উত্তরবঙ্গ প্রদেশ অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বর মাস থেকে এজন্য ক্যাম্প শুরু করা হবে বলে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যকরী সমিতির সদস্য শুভব্রত অধিকারী জানান। অধিবেশনে শিক্ষা সংক্রান্ত প্রস্তাবে বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রের বেহাল দশা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে ছাত্র সংসদ নির্বাচন মূল দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : ট্যাব দুর্নীতিতে প্রধান শিক্ষকদের দায়ী করার বিরোধী নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি (এবিটিএ)। বরং সংগঠনটি শিক্ষা পোর্টালের দিকে নজর বাড়ানোয় গুরুত্ব দিচ্ছে। আরও পাঁচ দফা দাবিতে সোমবার শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে স্মারকলিপি দেয় এবিটিএ। কর্মসূচিতে উপস্থিত সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেন, ‘স্কুল সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। শিক্ষা দপ্তর এসবে নজর দিচ্ছে না।’ দাবিগুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হবে বলে ডিআই রাজীব প্রামাণিক জানান।

ডায়ালিসিস চালু

ইসলামপুর, ১৮ নভেম্বর : ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ডায়ালিসিস ইউনিটের উদ্বোধন হল সোমবার। উপস্থিত ছিলেন ইসলামপুরের বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী, পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল, জেলা শাসক প্রমুখ। আপাতত একটি শিফটে ইউনিটটি চলবে। পরিস্থিতি বুঝে পরে শিফট বাড়ানো হতে পারে। হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ডায়ালিসিস ইউনিট খোলা থাকবে।

ইসলামপুরে সিসিটিভি শীঘ্রই দুই হাসপাতালে

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৮ নভেম্বর : আরজি কর মেডিকেল কলেজের ঘটনার পর রাজ্যজুড়ে হাসপাতালে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি ওঠে। সেই সূত্রে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতাল এবং সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নতুন সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন পেরিয়ে গেলেও এই দুটি হাসপাতালে আজও নতুন করে একটিও সিসিটিভি চালু করা হয়নি। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আশ্বাস, সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ চলছে এবং এ মাসের শেষের দিকে নতুন সিসিটিভি চালু হয়ে যাবে।

মহকুমা হাসপাতালে ২২টি এবং সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ২৬টি নতুন সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হচ্ছে। যার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। কয়েকদিন আগেই চিকিৎসক থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকর্মীরা মহকুমা প্রশাসনের কাছে শহর সহ গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে নিরাপত্তা বাড়াতে স্মারকলিপি দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর এখনও পর্যন্ত নতুন করে নিরাপত্তা বাড়ানোর কোনও ঘটনা নজরে আসেনি।

চালু হবে শীঘ্রই

- মহকুমা হাসপাতালে ২২টি এবং সুপারস্পেশালিটিতে ২৬টি নতুন সিসিটিভি ক্যামেরা বসছে
- মহকুমা হাসপাতালে সিসিটিভি ক্যামেরা দুই-একদিনের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে
- সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সিসিটিভি চালু হবে এ মাসের শেষের দিকে

অ্যাসোসিয়েশন অফ হেলথ সার্ভিস ডক্টরস সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য তথা ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসক পার্থপ্রতিম ভদ্র বলেন, ‘নিরাপত্তা বাড়ানোর বিষয়ে হয়তো প্রশাসনের সদিচ্ছা নেই। হাসপাতালে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে তার দায় পুরোপুরি পুলিশ এবং প্রশাসনের। কিন্তু তারা নিরাপত্তা বাড়ানোর কাজ করছে না মানে ধরে নিতে হবে এইসব ঘটনা আটকানোর তাদের ইচ্ছে নেই।’

মহকুমা হাসপাতালের সহকারী সুপার সন্দীপন মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মহকুমা হাসপাতালে নতুন করে মোট ২২টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। দুই-একদিনের মধ্যেই চালু হয়ে যাবে।

সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সহকারী সুপার রণজিৎ বিশ্বাস জানিয়েছেন, এই হাসপাতালে মোট ২৬টি সিসিটিভি লাগানো হবে। ইতিমধ্যে সেই কাজ চলছে। চলতি মাসের শেষের দিকে নতুন সিসিটিভি ক্যামেরাগুলি চালু হয়ে যাবে।

‘বোকা ক্যামেরা’-য় ফুটেজ পেতে চাপে পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : সম্প্রতি ভক্তিনগর থানা এলাকায় একটি বাড়িতে চুরির অভিযোগ ওঠে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আশপাশে থাকা দুটি গোডাউনে সিসিটিভি ফুটেজের খোঁজ করতে যান তদন্তকারীরা। সিসিটিভি ক্যামেরা মিললেও রেকর্ডিং পেতে কালঘাম ছোটে পুলিশের। একটি গোডাউনে সিসিটিভি দিব্যি চললেও তাতে কিছুই রেকর্ড হয়নি। আর একটি গোডাউনে সিসিটিভি ক্যামেরার মেমোরি যে কখন ভর্তি হয়ে গিয়েছে, তা জানেনই না ওই গোডাউন মালিক।

শুধু এই একটা ঘটনাই নয়, অধিকাংশ অপরাধের ক্ষেত্রে ‘ক্লু’ পেতে গিয়ে এমনই নাজেহাল হতে হচ্ছে পুলিশকে।

আশপাশে কোনও বিপদ হলে সংশ্লিষ্ট বাড়ি, গোডাউন কিংবা দোকান মালিক নিশ্চিন্তে সিসিটিভি ক্যামেরা দেখালেও, শেষমেশ দেখা যাচ্ছে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ক্যামেরায় শুধুমাত্র লাইভ চলছে। ফলে প্রয়োজনীয় প্রমাণ হাতে আসছে না পুলিশের।

বুধবার এব্যাপারেই কথা হচ্ছিল, মাটিগাড়া থানার এক পুলিশকর্তার সঙ্গে। মাস কয়েক আগেই ওই থানা এলাকার শিবমন্দির এলাকায় বেশ কয়েকটি ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছিল। তদন্তের জন্য এলাকার একটি বাড়িতে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ দেখতে গিয়েছিলেন আধিকারিকরা। বাড়ির মালিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। কিন্তু ফুটেজ ঘাটতে গিয়েই বিপত্তি। দেখা যায়, সিসিটিভি লাইভ চললেও যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে বন্ধ রেকর্ডিং।

প্রধাননগর থানার এক কর্তা বলছিলেন, ‘বাড়িতে কিংবা অফিস, গোডাউনে সিসিটিভি লাগানো হয় প্রয়োজনের জন্যই। কিন্তু দরকারের সময় যদি তা কাজেই না আসে, তাহলে সিসিটিভি ক্যামেরা রেখে লাভ কী!’

এক্ষেত্রে যাঁরা নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে সিসিটিভি লাগাচ্ছেন, তাঁদের আরও একটু সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলেই মনে করছেন পুলিশকর্তারা। পুলিশকর্তাদের কথায়, ‘প্রতিটি বাড়িতে সিসিটিভি লাগানোর কোনও আইন নেই। তাই সেখানে গিয়ে আমরা সিসিটিভি সংক্রান্ত কোনও বিষয় বলতে পারি না। আমরা বলতে পারি, রেকর্ডিং ঠিকমতো হচ্ছে কি না, আপনারা দেখুন। সিসিটিভি ফুটেজের দরকার হলেও অনুমতি নিয়ে দেখতে হয়। সেক্ষেত্রে আমরা শুধু পেট্রোল পাম্প কিংবা ব্যবসার জায়গাগুলোতে এব্যাপারে সচেতন করতে পারি।’

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, ‘সমাজের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। তাহলে আমরা সবাই মিলে আরও সুন্দর পরিবেশ তৈরি করতে পারব।’

চম্পাসারি মোড়ে আরজি কর নিয়ে প্রতিবাদ সভা। সোমবার। ছবি : তপন দাস

তিলোত্তমার প্রতিবাদ সভায় ভাটার টান

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের একশোদিন পরের প্রতিবাদসভায় দেখা মিলল না একশোজনেরও। বেশিরভাগ আসনই ফাঁকা পড়ে ছিল। এমনকি প্রতিবাদ সভা দেখেও যেন দাঁড়ানোর সময় নেই পথচলতি মানুষদের। দিন যত এগোচ্ছে ততই যেন শহরে প্রতিবাদের স্বর কমছে। সোমবার গণচেতনা নাগরিক মঞ্চের সাংস্কৃতিক প্রতিবাদ সভাতেও দেখা গেল সেই ছবি।

আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের খুনি ও ধর্ষকদের শাস্তির দাবিতে ১৪ অগাস্ট রাত দখল করতে পথে নেমেছিলেন মহিলাদের সঙ্গে অগণিত মানুষ। তারপর প্রতিদিনই বিভিন্ন জায়গায় নানা কর্মসূচি হয়েছে। সেখানেও অনেক প্রতিবাদীকে দেখা গিয়েছে।

তবে উৎসবের আমেজে ফেরার পর থেকেই যেন প্রতিবাদের ঝাঁঝ কমতে শুরু করেছে। সোমবার গণচেতনা নাগরিক মঞ্চের তরফে চম্পাসারি মোড়ে আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার বিচারহীন একশোদিন নিয়ে সাংস্কৃতিক সভার আয়োজন করা হয়। সংস্কৃতিকর্মী বাসুদেব ভট্টাচার্যের প্রতিবাদী গানের মধ্য দিয়ে সভার সূচনা হয়। সভা শুরু হলেও প্রতিবাদে শামিল হওয়া কয়েকজনকেই শেষ পর্যন্ত দেখা যায়। এমনকি সভায় পাশের বিভিন্ন ফাস্ট ফুডের দোকানে দাঁড়িয়ে মোমো, চাউমিন খেলেও এই সভায় এসে উপস্থিত হতে কাউকে দেখা যায়নি।

প্রশ্ন উঠেছে, নির্যাতিতার বিচারের দাবিতে যেখানে পথে নেমেছিলেন সব বয়সের মানুষ, তাঁরা এখন কোথায়? এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ডঃ তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, ‘বিচার না হওয়া পর্যন্ত এই প্রতিবাদ আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। মানুষ প্রতিবাদে না নামলে এই ধরনের ঘটনা আরও বাড়তে থাকবে।’ অধ্যাপক ডঃ শেষাদ্রি প্রসাদ বসুও বিচার না পাওয়া অবধি এই প্রতিবাদ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। মঞ্চের কনভেনার উত্তম দে জানিয়েছেন, ধর্ষণ ও হুমকি-সংস্কৃতি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিবাদ চলবে।

কমিশনারেটে রদবদল

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : সোমবার কমিশনারেটের একাধিক আধিকারিকের বদলি সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি হয়। কয়েকজন পদোন্নতিও পেয়েছেন। কমিশনারেটের দুই আধিকারিককে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে।

বিশ্বজিৎ মজুমদার শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে এসিপি পদে ছিলেন। তাঁকে ব্যারাকপুরে একই পদে বদলি করা হয়।

পারিজাত সরকার ছিলেন এসিপি পদমর্যাদার আধিকারিক। তাঁকে ডেপুটি সুপার করে শিলিগুড়ি-মালদা জিআরপিতে পাঠানো হয়েছে।

মোতায়েন ট্রাফিক পুলিশ

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : বেআইনি টোটোস্ট্যান্ড এবং বেহাল ট্রাফিক ব্যবস্থার কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ছিল। নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে হাসপাতাল মোড়ের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন পথচারী থেকে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। এব্যাপারে উত্তরবঙ্গ সংবাদ খোঁজখবর শুরু করতেই হুঁশ ফিরল পুলিশ-প্রশাসনের। ওই এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে ট্রাফিক পুলিশকর্মী।

সোমবার মেয়েকে স্কুলে দিতে যাচ্ছিলেন সাউথ কলোনির বাসিন্দা পূর্ণিমা তামাং। বললেন, ‘দু’দিন হল রাস্তা ভালোভাবে পার হতে পারছি।’ একই অভিজ্ঞতা পাপিয়া রায়ের। আরেক পথচারী দেবাশিস মজুমদারের কথায়, ‘সবথেকে বেশি সমস্যায় পড়তে হত ছোট ছোট পড়ুয়া, প্রবীণদের। এই মোড়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন ছিল।’ এদিক দিয়েই স্কুলে যাতায়াত করে সাউথ কলোনি, অম্বিকানগর, ভালোবাসা মোড় সহ আরও বহু এলাকার পড়ুয়ারা।

ট্রাফিক পুলিশের তরফে আগেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, রাস্তার পাশে দাঁড়াতে পারবে না কোনও টোটো। যদিও সেটাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চালকরা টোটো দাঁড় করিয়ে রাখতেন সবসময় তাতে দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকত। অবশেষে সমস্যার সমাধান হল।

দুর্নীতিতে নাম অস্থায়ী পুরকর্মীর

মালবাজার ও শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : আবাস যোজনায় অভিযুক্ত মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহাকে নিয়ে সম্প্রতি কম হইচই হয়নি। দুর্নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে আবারও মাল পুরসভার নাম যুক্ত হল। অভিযোগ, এই পুরসভার অস্থায়ী কর্মী রঞ্জিত দাস প্রাথমিক শিক্ষক পদে চাকরি করিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি কারবার চালাচ্ছিলেন। ভুয়ো পোর্টাল এবং ভুয়ো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেখিয়ে তিনি বাজার থেকে প্রচুর টাকা তুলেছেন। এমনটাই জানিয়ে শিলিগুড়ির এক ব্যক্তি রঞ্জিতের বিরুদ্ধে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। সেইমতো পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত পুরকর্মী অভিযোগ মানতে চাননি। তাঁর দাবি, তিনি কারও কাছে টাকা নেননি। বরং চাকরি পাওয়ার জন্য নিজেই কলকাতানিবাসী একজনকে টাকা দিয়ে প্রতারিত হয়েছেন। পাশাপাশি বিষয়টি তিনি জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারকে আগেভাগেই জানান বলে তাঁর দাবি। চেয়ারম্যান স্বপন সাহা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, 'অভিযোগ হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা হচ্ছে। তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ির খালপাড়ানিবাসী শিবাজি প্রসাদের অভিযোগ, প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে তাঁর ছেলের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে রঞ্জিত তাঁর কাছ থেকে দুই লক্ষ টাকা নেন। টিচার্স ট্রেনিং নেওয়ার সময় রঞ্জিতের সঙ্গে শিবাজির ছেলের পরিচয় হয়। এরপরই রঞ্জিত শিবাজিকে তাঁর ছেলের চাকরির বিষয়ে প্রস্তাব দেন। ছেলে সরকারি চাকরি পাবে ধরে নিয়ে শিবাজি না করেননি। প্রস্তাবের প্রথম দিনই তিনি এক লক্ষ টাকা দিয়ে দেন। তিনদিন পর বাকি এক লক্ষ টাকাও তিনি রঞ্জিতের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেন। অভিযোগ, প্রথম এক লক্ষ টাকা দেওয়ার পরদিনই ছেলে চাকরি পেয়ে গিয়েছে জানিয়ে শিবাজিকে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হয়। একটি পোর্টাল দেখিয়ে সেখানে শিবাজির ছেলের নাম দেখানো হয়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার নিয়ে শিবাজির ছেলে শিলিগুড়ির একটি স্কুলে যেতেই তাঁর ভুল ভাঙে। সেই নিয়োগপত্রটি জাল বলে ধরা পড়ে। গোটা বিষয়টি রঞ্জিতকে বলতেই তিনি তা মেনেও নেন বলে অভিযোগ। তবে তারপর এক বছর কেটে গেলেও রঞ্জিত ওই টাকা ফেরত দেননি। গোটা বিষয়টি জানিয়ে শিবাজি রবিবার শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত খালপাড়া ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন।

রঞ্জিত মাল পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। তাঁর স্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষিকা। রঞ্জিতের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাজু দে, রাকেশ বসুর পাশাপাশি আইনজীবী সুমন শিকদার, সিপিএমের মাল সার্কেল সম্পাদক রাজা দত্তের মতো অনেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। আরও অভিযোগ, শিবাজি রবিবার মালে এসে প্রথমে রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা করে টাকা ফেরতের দাবি জানান। বৃদ্ধকে সেই টাকা তো ফেরত দেওয়াই হয়নি, উপরন্তু রঞ্জিতের পরিবার তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। তারপরই শিবাজি পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। রঞ্জিত অভিযোগ মানতে চাননি। তিনি বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ঠিক নয়। উলটে আমিই প্রতারিত হয়েছি। রবিবার আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তার অনেক আগেই আমি জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হয়েছি। প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে চাকরি পাওয়ার জন্য আমি কলকাতানিবাসী সুবীর দে নামে একজনকে টাকা দিই। প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে চাকরি পেয়েছি বলে জানিয়ে আমাকে একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়া হয়।'

সংকলন : সুশান্ত ঘোষ, অভিষেক ঘোষ ও শমিদীপ দত্ত।

অভিযুক্ত পুরকর্মীর বাড়ি। সোমবার দিনভর দেখা মেলেনি তাঁর।

মালে হইচই

- প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে দু'লক্ষ টাকা নেওয়ার অভিযোগ
- ভুয়ো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেওয়ার পাশাপাশি ভুয়ো পোর্টাল দিয়ে কারচুপি
- গোটা ঘটনাটি জানিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়েছে
- রঞ্জিত দাস নামে ওই পুরকর্মী অভিযোগ মানতে চাননি, তিনি নিজেও প্রতারণার শিকার বলে দাবি

বাড়ি ফেরার পথে জঙ্গলে যৌন হেনস্তা

কামাখ্যাগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : পরের বছর উচ্চমাধ্যমিক। চোখে স্বপ্ন, ভালো রেজাল্ট করার। বিকেলে টিউশন থেকে ফিরছিল অন্যান্য দিনের মতোই। হঠাৎ তাকে জঙ্গলে টেনে নিয়ে যায় এক তরুণ। রবিবার সাড়ে তিনটে নাগাদ যৌন হেনস্তার শিকার হয় বছর সতেরোর একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী। তার যৌনাঙ্গে বাইকের চাবি দিয়ে খুঁচিয়ে ক্ষত তৈরি করা হয় বলে অভিযোগ। মেয়েটি কোনওরকমে ওই দুষ্কৃতীর হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে মোবাইলে দুষ্কৃতীর ছবি তোলার চেষ্টা করে। তখন মেয়েটির মোবাইলটি ছুড়ে ফেলে সেখান থেকে পালিয়ে যায় ওই তরুণ।

কোনওক্রমে বাড়ি ফিরে সে সবটা খুলে বলে। তার দিদা কামাখ্যাগুড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তারপর নাতনিকে ভর্তি করেন কামাখ্যাগুড়ি হাসপাতালে। কিশোরীর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সেখান থেকে তাকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। বর্তমানে শারীরিকভাবে কিছুটা স্থিতিশীল হলেও অত্যন্ত আতঙ্কের মধ্যে রয়েছে মেয়েটি।

পরিবার সূত্রে খবর, এক বছর বয়সে মেয়েটি তার মাকে হারিয়েছে। তখন থেকে দিদার কাছে মানুষ। বাবা কর্মসূত্রে থাকেন শিলিগুড়িতে। খবর পেয়ে সেদিন মাঝরাতেই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পৌঁছান তিনি। মেয়েটির বাবার কথায়, 'আমার মেয়ের সঙ্গে যা ঘটেছে, এমন যেন অন্য কারও মেয়ের সঙ্গে না ঘটে। আমি চাই পুলিশ যাতে গোটা ঘটনার দ্রুত তদন্ত করে দোষীকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দেয়।' একই দাবি করেছেন মেয়েটির মামাও।

ঘটনার লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশি তৎপরতা শুরু হয়েছে। কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায় সহ কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে তদন্তে যান এবং সেখানকার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি এলাকার একাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। গোটা বিষয়টির তদন্ত চলছে বলে আশ্বাস দিলেন, আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী। রবিবারের এই ঘটনায় এলাকায় এখন রীতিমতো ভীতির পরিবেশ। গোটা পাড়া একেবারে থমথমে হয়ে রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অত্যন্ত আতঙ্কিত।

বকেয়ার দাবিতে কলকাতা রওনা

অভিরূপ দে ও প্রণব সূত্রধর

ময়নাগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ১৮ নভেম্বর : সরকার থেকে বরাত পেয়ে কাজ শেষ করে ফেলেছেন। অনেক ঠিকাদার আবার এরজন্য মোটা টাকা ঋণও নিয়েছেন। তবে তিন বছর হয়ে গেলেও রাজ্য সরকারের টাকা দেওয়ার নাম নেই বলে অভিযোগ। ২০২১-২০২৪ তিনটি অর্থবর্ষ মিলিয়ে গোটা রাজ্যে বকেয়ার পরিমাণ ৫৭০০ কোটি টাকা বলে দাবি ঠিকাদারদের। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে দরবার করলেও আশ্বাস ছাড়া কিছুই মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে আর্থিক সংকটে পড়েছেন ১০০ দিনের কাজের নির্মাণসামগ্রী সরবরাহকারী ঠিকাদাররা। বাধ্য হয়ে বকেয়া টাকার দাবিতে রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরে ডেপুটেশন দিতে সোমবার জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে কয়েকশো ঠিকাদার কলকাতায় রওনা হলেন।

এদিন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস, তিস্তা-তোর্ষায় চেপে ঠিকাদারেরা কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন। পশ্চিমবঙ্গ ভেন্ডার অ্যাসোসিয়েশনের নামে সংগঠন তৈরি করে আন্দোলনে শামিল হবেন ডিস্ট্রিক্ট মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল গ্যারান্টি অ্যাক্ট ভেন্ডার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও। জলপাইগুড়ি জেলা এমজিএনআরজিএ ভেন্ডার অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক সুদীপকুমার সিংহ রায়ের কথায়, 'একশো দিনের কাজে যেসব ঠিকাদার মাল দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। টাকা মেটানোর দাবিতে দরবার করলেও আশ্বাস ছাড়া কিছুই মেলেনি।'

২০২২ সালের পর থেকে একশো দিনের কাজ বন্ধ রয়েছে।

পাওনা ৫৭০০ কোটি

মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল গ্যারান্টি অ্যাক্ট অফিশিয়াল পোর্টালও বন্ধ বলে অভিযোগ। জলপাইগুড়ি জেলায় বকেয়ার পরিমাণ ৩৫০ কোটি টাকারও বেশি। আলিপুরদুয়ারে এক হাজারের বেশি ঠিকদার রয়েছেন। সেখানে প্রায় একশো কোটি টাকার উপরে বকেয়া বলে অভিযোগ। একইভাবে কোচবিহারে বকেয়া ৩০০ কোটি টাকা। পেটের ভাত জোগাতে হিমসিম খাচ্ছেন ঠিকাদাররা। তাঁরা জানিয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় ঠিকাদারদের পাওনাদারদের হেনস্তার মুখে পড়তে হচ্ছে। অনেকে সোনার গয়না বিক্রি করে কিছু পাওনাদারদের টাকা পরিশোধ করছেন। বকেয়া টাকার জন্য পাওনাদারের চাপ সহ্য করতে না পেরে এক ঠিকাদার আত্মঘাতী হয়েছেন। তবু এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না।

এছাড়া, বালি-পাথর সরবরাহ করলেও মেজারমেন্ট বুকে রেকর্ড হয়নি বলে অভিযোগ আলিপুরদুয়ারের ঠিকাদারদের। এদিন কলকাতায় যাওয়ার সময় ময়নাগুড়ির ঠিকাদার আক্রম হুসেন বলেন, 'সিসি রোড, চারাগাছ রোপণ সহ মোট ১৪টি কাজের বরাত পেয়ে কাজ করেছিলাম। ৭০ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে আমার। প্রতিমুহূর্তে পাওনাদারদের চাপ সহ্য করতে হচ্ছে।' আরেক ঠিকাদার গোপাল সরকারের ৮টি সিসি রোডের সামগ্রী সরবরাহ করে ৩১ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলায় ৬৬টি গ্রাম পঞ্চায়েত। একেকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় শতাধিক ঠিকাদার একশো দিনের বিভিন্ন প্রকল্পের কাজে বছরে দু'বার করে টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশ নেন। একেকটি টেন্ডারে কম করে তিন থেকে ৯০ লক্ষ বা তারও বেশি টাকার কাজ হয়।

কলজের জোরও লাগে

প্রথম পাতার পর

সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রের বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গোয়েল জানিয়ে দিয়েছেন, ইদানীংকালে বাজারদর এখন সবথেকে কম। বাজারে সবজির দাম বেড়েছে মানেই যে মুদ্রাস্ফীতি সহ্যসীমার বাইরে, তা নয়। শুধু বাজারদরকেই হিসেবে রাখলে চলবে না। তাঁর দাবি, বিগত ৭৭ বছরে এটা সর্বনিম্ন বাজারদর। কেন্দ্রের যে মন্ত্রক মুদ্রাস্ফীতির হিসেব রাখে সেই বাণিজ্যমন্ত্রকের মন্ত্রী গোয়েল নিজে। স্বভাবতই তাঁর মুখনিঃসৃত কথায় তোলপাড় নেহাত কম হয়নি। কথাটা বেফাঁস হয়েছে বুঝেই তড়িঘড়ি মন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি যা বলেছেন, তা নেহাতই ব্যক্তিগত। সরকারের নয়।

তা সে মন্ত্রীরা যাই বলুন, বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, মধ্যবিত্তের হাতে টাকা নেই। কমছে তাদের ক্রয়ক্ষমতা। সবকিছুই তার নাগালের বাইরে। ফলে বাজারে চাহিদা কমছে, তার ধাক্কা লাগছে অর্থনীতিতে। ২০১৯ সালে মুদ্রাস্ফীতি ছিল ৩.৭৩ শতাংশ, ২০২১ সালে ৫.১৩ শতাংশ, ২০২৩ সালে ৫.৫৬ শতাংশ। কেন্দ্রের পরিসংখ্যান অফিস গতমাসের যে হিসেব দিয়েছে তা বেশ অবাক করার মতো। দেখা যাচ্ছে, তুলনায় কমজোরি রাজ্যে মূল্যবৃদ্ধির দাপট বেশি। দেশের মধ্যে সবথেকে বেশি মূল্যবৃদ্ধি ছত্তিশগড়ে। সেখানে খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার ৮.৮ শতাংশ। বিহারে তা ৭.৮ শতাংশ। ওডিশায় ৭.৫, উত্তরপ্রদেশে ৭.৪, মধ্যপ্রদেশে ৭ শতাংশ। এ রাজ্যে একটা টাস্ক ফোর্স আছে খাতায়-কলমে।

বাজারে নয়, তাদের দেখা যায় টেলিভিশনে। বাজারদর ঠিক আছে কি না, তার দিকে নজর রাখার কথা ছিল তাদের।

কথা হল, চারিদিকে যখন ৫ ট্রিলিয়নের অর্থনীতির বাজনায় কান ঝালাপালা, যখন বাজারে চাহিদা কমায় দুশ্চিন্তায় কপালে ভাঁজ, তখন ভরসা বলতে পরিসংখ্যানের নানারকম কায়দা কারসাজি। অনেক অপদার্থতা ঢেকে দেওয়া যায় সংখ্যা দিয়ে। 'যেখানে যত আছিল জ্ঞানী গুণী, দেশে বিদেশে যতেক ছিল যন্ত্রী, বসিল সবে চশমা চোখে আঁটি, ফুরায়ে গেল উনিশ পিপে নস্য।'

তারপর তৈরি হয় বাজেট। তৈরি হয় সংখ্যার তাপ্পি। কিন্তু সেসব উচ্চমার্গের তত্ত্ব আলোচনায় বাজারের কিছু আসে যায় না। আপনি যেখানে আছেন থাকবেন সেখানেই।

'শালুক ফুলের লাজ নাই, রাইতে শালুক ফোটে।' রাজগঞ্জের মগরাডাঙ্গিতে তপন দাসের ক্যামেরায়।

ন্যাক স্বীকৃতি ইনস্পিরিয়ার

শিলিগুড়ি, ১৮ নভেম্বর : এক দশকের অক্লান্ত পরিশ্রম ও শিক্ষাগত উৎকর্ষের মান বজায় রেখে ইনস্পিরিয়া নলেজ ক্যাম্পাস ন্যাকের স্বীকৃতি পেয়েছে। ইনস্পিরিয়ার অন্যতম অধিকর্তা রাহুল গুপ্ত বলেন, 'ন্যাকের স্বীকৃতি আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। এটা আমাদের শিক্ষার প্রতি দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ও শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরির প্রতিফলন।' ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ইনস্পিরিয়া নলেজ ক্যাম্পাস বর্তমানে শিলিগুড়ির অন্যতম একটি বিবিএ কলেজ হিসেবে পরিচিত। ম্যানেজমেন্ট, মিডিয়া, ডিজাইন, হসপিটালিটি ও কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পড়াশোনার সুযোগ দিচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। ন্যাকের স্বীকৃতি পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি আরও বেড়েছে।

পাচারের পথে মদ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর : সোমবার সকালে ই-৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রায় ৪,৯৩০ লিটার বিদেশি মদ উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুজনকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছে। শিলিগুড়ি থেকে বিহারের হাজিপুরে পাচার হচ্ছিল ওই মদ। জাতীয় সড়কে তল্লাশির সময় মদভর্তি একটি ট্যাংকার পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ধৃত অভিষেক কুমার ও হরিচরণ রায় হাজিপুরের বাসিন্দা। কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে তাদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। মদ পাচারের চক্রের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত আছে কি না, জানতে পুলিশ তদন্ত করছে।

পিকআপ ভ্যানে মিলল মোষ

কিশনগঞ্জ, ১৮ নভেম্বর : বাংলাদেশে পাচারের আগে রবিবার ই-৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ছয়টি মোষ সহ একটি পিকআপ ভ্যানকে আটক করে পুলিশ। প্রথমে বৈধ কাগজপত্র আছে বললেও বিকেল পর্যন্ত দেখাতে না পারায় পুলিশ চালককে গ্রেপ্তার করে। কিশনগঞ্জ হয়ে গবাদিপশুর চোরাচালান আবার বেড়েছে। ডালখোলা থেকে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে কিশনগঞ্জ, পাঞ্জিপাড়া, বিধাননগর ও ফাঁসিদেওয়া হয়ে মোষ পাচার করা হয়।

হাজিরার অ্যাপে অনীহা শিক্ষকদের

তৃণমূলপন্থীদের মধ্যে অসন্তোষ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ১৮ নভেম্বর : স্কুল শিক্ষকদের হাজিরায় নজর রাখতে উত্তর দিনাজপুর জেলায় তৈরি করা হয়েছে বিশেষ অ্যাপ। ইতিমধ্যে জেলার সমস্ত সার্কলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে শিক্ষকদের মোবাইলে এই অ্যাপ ইনস্টল করানোর নির্দেশ এসেছে বলে খবর। অভিযোগ, নিজেদের মোবাইলে অ্যাপ ইনস্টলে অনীহা প্রকাশ করছেন বেশ কিছু শিক্ষক। খোদ শাসকদলের শিক্ষক সংগঠনের নেতা-কর্মীরা এই অ্যাপ ইনস্টলের নির্দেশ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, যতক্ষণ পর্যন্ত জেলা প্রশাসন তাঁদের মোবাইলে থাকা ব্যক্তিগত তথ্যের সুরক্ষা নিশ্চিত না করছে, ততক্ষণ তাঁরা এই অ্যাপ ইনস্টল করবেন না। অন্যদিকে, বাম প্রভাবিত শিক্ষক সংগঠন আবার অ্যাপের পরিবর্তে প্রত্যেক স্কুলে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্স সিস্টেম চালুর দাবি জানিয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরে জেলার শিক্ষকদের একাংশের বিরুদ্ধে দেরিতে স্কুলে আসার অভিযোগ উঠছিল। ওই সব শিক্ষকদের 'ফাঁকিবাজি' আটকাতে কড়া পদক্ষেপ করে জেলা প্রশাসন এবং জেলা শিক্ষা দপ্তর। তাদের পক্ষ থেকে একটি অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। যেই অ্যাপে শিক্ষকরা স্কুলে পৌঁছে তাঁদের মোবাইল থেকে নিজেদের উপস্থিতি নিশ্চিত করবেন। তবে যেহেতু এই অ্যাপটি রাজ্য সরকার অথবা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে তৈরি হয়নি, তাই নিজেদের মোবাইলে থাকা ব্যক্তিগত তথ্য চুরি যাওয়ার আশঙ্কা করছেন অনেক শিক্ষক। তাই তাঁরা মোবাইলে এই অ্যাপ ইনস্টল করতে চাইছেন না।

তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উত্তর দিনাজপুর জেলা সহ সভাপতি সন্তোষকুমার দাস বলেন, 'প্রশাসনের এই উদ্যোগকে আমরা সাধুবাদ জানাই। কিন্তু এই অ্যাপ ইনস্টলের পর আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য যে চুরি হবে না, তার কী নিশ্চয়তা? তাই এখনও আমরা কেউ অ্যাপ মোবাইলে ইনস্টল করিনি।'

অন্যদিকে, নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ইসলামপুর সার্কেলের সম্পাদক রানা ঘোষের বক্তব্য, 'যেখানে শিক্ষা দপ্তরের ওয়েবসাইট হ্যাক করে ট্যাবের টাকা চুরি হয়ে যাচ্ছে, সেখানে এই অ্যাপের সুরক্ষা নিয়ে তো প্রশ্ন থেকেই যায়।' স্কুলে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনড্যান্সের পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি।

ইসলামপুর দক্ষিণ সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বেলাল হোসেন জানিয়েছেন, 'ইউডিএএমএস' নামে একটি অ্যাপ শিক্ষকদের মোবাইলে ইনস্টল করতে বলা হয়েছে। অনেকেই ইনস্টল করছেন। যদি কেউ না করে থাকেন, তা খতিয়ে দেখা হবে।

এবিষয়ে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) দুলাল সরকারকে ফোন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করবেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন।

জমির লিজ

প্রথম পাতার পর

এই সিন্ডিকেটের মাথায় এখনও তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের খড়িবাড়ি ব্লক নেতা, সিপিএমের এক দাপুটে নেতা এবং তৃণমূলের একজন শিক্ষক নেতা রয়েছেন।

কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারি জমি দখলের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের দাওয়াই দেন। রাজ্যে সমস্ত সরকারি জমি দখলমুক্ত করা এবং দখলদারদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের নির্দেশ দেন তিনি। তারপরই মহকুমা পরিষদের তরফে এই জমি দু'বার ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে দিয়ে জরিপ করানো হয়। দুটি রিপোর্টেই প্রায় ১২ বিঘা অতিরিক্ত জমি দখলের প্রমাণ মিলেছে। কিন্তু তারপরও দখলকারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া দূরে থাক, প্রশাসন ওই জমিও দখলকারীদের লিজ দেওয়ার ছক কষে ফেলেছে। জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের বক্তব্যেই স্পষ্ট যে, প্রশাসন দখলকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার চিন্তাভাবনাই করেনি। বরং দখল হওয়া জমিও লিজ নেওয়ার জন্য দখলকারীদের আবেদন করতে বলা হয়েছে।

বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলছেন, 'রাজ্যে কি এমন কোনও আইন রয়েছে যে, সরকারি জমি দখল করে সেই জমির লিজের আবেদন করা যাবে? এ আমরা কোন রাজ্যে বসবাস করছি? এভাবে তো গোটা রাজ্যের সরকারি জমি লুট হয়ে যাবে। আসলে এরাজ্যে তৃণমূলি আইন চলছে। কিছু সরকারি আধিকারিক এবং তৃণমূল নেতারা উভয়পক্ষের উপকার বুঝে সরকারি জমি লুট করছে। যে আধিকারিক এই বক্তব্য দিয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি যথাস্থানে জানাব।'

বিষয়টি নিয়ে মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দুই কর্তা হান্দ্রু ওরাওঁ এবং রামকুমার ছেত্রীর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁরা সাড়া দেননি।

ধর্ষণে ধৃত ৩

চোপড়া, ১৮ নভেম্বর : ধর্ষণের মামলায় চোপড়া থানা এলাকা থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রবিবার রাতে পকসো মামলায় শাহীন নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করে বিহার পুলিশ। ওই রাতে চোপড়ার পুলিশ রোহিত ঠাকুর নামে আরেক তরুণকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে পকসোয় মামলা আছে। পরে সাদ্দাম নামে অন্য এক তরুণ ধরা পড়ে।

জালে আরও ৩

প্রথম পাতার পর

'বাড়ির সঙ্গে আড়াই বিঘামতো চা বাগান রয়েছে ওদের। কিন্তু পরিবার যে খুব সচ্ছল ছিল তা বলা যাবে না। কারও হাতে হঠাৎ টাকাপয়সা এলে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বিট্টুর পোশাকআশাক দেখে সেটা আন্দাজ করা না গেলেও কিছু জিনিসে সন্দেহ হচ্ছিল। নইলে একটা সাধারণ পরিবারের ছেলে চাকরিতে যোগ দিয়েই কীভাবে বাড়ি বানানোর টাকা পায়!'

চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদার বলছেন, 'দিবাকর দাস গত চলতি বছরে ফেব্রুয়ারি মাসে চাকরিতে যোগ দিয়েছেন। গ্রেপ্তারের কথা শুনেছি। ওই স্কুলের টিআইসিকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে।'

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর, দিবাকর নিজে এ ধরনের কাজ না করে মিডলম্যানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, আধার কার্ড সহ বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতেন। আর সেটা করতে গিয়েই তিনি নিজের আত্মীয়স্বজনদের এই চক্রে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। তাঁর প্রথম টার্গেট হয়ে ওঠে মাসতুতো ভাই বিশাল। চম্পাসারির বটতলার বাসিন্দা বছর তেইশের বিশাল একটি গাড়ির শোরুমে ফিন্যান্সের কাজের সঙ্গে যুক্ত। পারিবারিক সচ্ছলতা না থাকায় তিনিও দাদার কথামতো চক্রে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ। এদিন বিশালের বাড়ি ছিল একেবারে নিস্তব্ধ। তাঁর গ্রেপ্তারির খবর শুনে কিছুটা অবাক হয়ে পড়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দা মিঠুন দাস। তিনি বললেন, 'মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখেছি ওকে। আমরা ভাবতাম, চাকরিসূত্রেই হয়তো এই ব্যস্ততা। কিন্তু এরকমটা হবে, বুঝিনি।'

ট্যাব দুর্নীতিতে ধৃত আরেকজন গোপাল আবার সম্পর্কে বিশালের ভগ্নীপতি। তিনি গ্যারাজে মেকানিকের কাজ করেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। গোপালের মা যমুনা রায় বলছেন, 'দুপুরের দিকে স্ত্রীকে নিয়ে বেরিয়েছিল ও। সমরনগরে শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার কথা ছিল। বিকেলে একবার কথা হয়েছিল। বলেছিল, রাতে শপিং করে আসবে। তারপর হঠাৎ বৌমা ফোন করে জানাল, ছেলেকে কলকাতার পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে।' কিন্তু কী কারণে? যমুনার কথায়, 'কী সব ওরা বলছে ট্যাব-ফ্যাব। আমি তো অত কিছু বুঝি না বাবু।'

প্রতিবেশীদের কেউ কেউ বলছেন, রবিবার বিকেলে দিবাকর, গোপাল ও বিশাল তিনজন একসঙ্গে বেরিয়েছিলেন। পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, তিনজন একসঙ্গে সম্ভবত কোথাও পালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিল।

ট্যাব দুর্নীতি কাণ্ডে সরশুনা থানায় অভিযোগ দায়েরের পরই তদন্ত শুরু করে পুলিশের বিশেষ দলটি। অভিযুক্তদের খোঁজ করতে করতে প্রথমে বিহারে কিশনগঞ্জে পৌঁছান তদন্তকারীরা। পরে সূত্র মারফত খবর আসে, চম্পাসারিতে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছেন দিবাকর। সেইমতো অভিযুক্তের ফোন ট্র্যাক করে সেবক রোডের একটি মলের সামনে থেকে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকেই ধৃত তিনজনের বাড়ির লোককে জানানো হয়, লালবাজার পুলিশ তাঁদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে গিয়েছে। দেখা করতে হলে কলকাতায় যেতে হবে। এরপর তড়িঘড়ি কলকাতায় ছুট দেয় গোপালের শ্বশুরবাড়ির লোকজন।

এদিকে, এই প্রথম ট্যাব কাণ্ডে তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধানের ছেলের নাম জড়িয়ে যাওয়ায় রাজনৈতিক মহলেও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কণিকা ভৌমিক অবশ্য বলছেন, 'এখানে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। কেউ এই ধরনের কাজে যুক্ত হলে পুলিশ আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে।'

দুর্গা চিরঘুমে

প্রথম পাতার পর

সত্যজিৎ-পুত্র সন্দীপ রায়ের ভাষায়, 'সেই সময়ের সব স্মৃতি নিয়ে অভিনেত্রী চলে গেলেন। কেন তিনি আর অভিনয় করলেন না, সে বিষয়ে আর কিছু জানা হল না।' 'পথের পাঁচালী'র হরিহর ও সর্বজয়া আগেই চলে গিয়েছিলেন। এবার গেলেন দুর্গা, উমা দাশগুপ্ত।

রয়ে গেলেন শুধু অপু, সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মনে পড়ে যাচ্ছে, পথের পাঁচালীর শুটিংয়ের দিনগুলি। সুবীরের কথায়, 'আমি তো শুটিংয়ের কিছুই বুঝতাম না। একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, খুনশুটি করতাম। একেবারে যেন ভাইবোন। শুটিং ফ্লোরেও উনি আমার যথার্থ দিদি হয়ে উঠেছিলেন।' সেই সম্পর্কটা থেকে গিয়েছে আজীবন। এখন সুবীরের আক্ষেপ, আর ক'টা দিন বাঁচতে পারতেন। আক্ষেপটা সমস্ত বাঙালিরই।

হোমস্টেগুলিকে নথিভুক্তির পরামর্শ

সানি সরকার

সিটং, ১৮ নভেম্বর : সরকারি তথ্য বলছে, দার্জিলিংয়ে হোমস্টের সংখ্যা চারশোর বেশি। উত্তরবঙ্গের পাহাড়ি অঞ্চল ধরলে সংখ্যাটা ছাড়িয়ে যাবে তিন হাজারের গণ্ডি। এদিকে, সরকারি খাতায় নথিভুক্তর সংখ্যা অনেকটা কম। যার ফলে সরকারি সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে অধিকাংশ হোমস্টে। এই ইস্যুতে আক্ষেপ শোনা গেল পর্যটনমন্ত্রকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (কলকাতা) জ্যোতির্ময় বিশ্বাসের গলায়। বেশিরভাগ হোমস্টে লিজ পদ্ধতিতে পরিচালিত হওয়া যে নাম নথিভুক্তির ক্ষেত্রে 'বাধা' হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা সরাসরি না বললেও, নিজস্বতার ওপর জোর দেওয়ার বার্তা দিলেন তিনি।

পর্যটনমন্ত্রকের সহযোগিতায় ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন (এতোয়া) এবং এক্সপেরিয়েন্স ইনক্রেডিবল জার্নি সোমবার সিটংয়ে আয়োজন করেছিল হোমস্টে বিষয়ক একটি প্রশিক্ষণ শিবির। সেখানকার ডায়েরিগাঁওতে আয়োজিত শিবিরে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। এছাড়া সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হোমস্টের চরিত্র বদল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এতোয়ার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস চক্রবর্তী, পর্যটনমন্ত্রকের সিনিয়ার ট্যুরিস্ট ইনফরমেশন অফিসার সঞ্জীব দেবচৌধুরী, সিটং ইকো ট্রাভেলার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি সন্ধ্যা আচার্য লেপচা প্রমুখ।

ঘুরতে গিয়ে শহুরে কোলাহল নয়, নিরিবিলি এলাকা পর্যটকদের একটা বড় অংশের প্রথম পছন্দ। তাঁদের মন জয় করতে আতিথেয়তার পাঠ দেওয়াই প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল উদ্দেশ্য। কীভাবে পর্যটকদের আপ্যায়ন করতে হবে, বিছানা কতটা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে এবং প্রাতরাশে কী পরিবেশন করতে হয়- এধরনের খুঁটিনাটি দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন একটি ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি রাজ দত্ত। তাঁর কথায়, 'ঘুম থেকে ওঠার পর গরম চায়ের সঙ্গে যদি স্থানীয় খাবারের স্বাদ পান পর্যটকরা, তবে তাঁরা খুশি হবেন। সারাদিনে এমন আরও অচেনা স্বাদ পাবেন, সেই আশা নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে পড়েন।' শুধু পাহাড়ি আবহাওয়া নয়, স্থানীয় খাবার এবং সেখানকার সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে পর্যটকরা হোমস্টেকে পছন্দ করছেন বলে মত জ্যোতির্ময়ের। তিনি বার্তা দিলেন, 'নিজস্বতা বজায় রেখে হোমস্টে পরিচালনা করুন। রেজিস্ট্রেশন করুন। রেজিস্ট্রেশন করা থাকলে, সেটা জায়গা পাবে পর্যটনমন্ত্রকের পোর্টালে। ফলে সিডনিতে বসেও একজন পর্যটক সিটংয়ের হোমস্টে সম্পর্কে জানতে পারবেন। সরকারি খাতায় নাম থাকলে সংশ্লিষ্ট হোমস্টে সম্পর্কে বিশ্বাস জন্মাবে পর্যটকদের মধ্যে।' নাম নথিভুক্তিকরণ বা রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে তাঁরা সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন এতোয়ার সাধারণ সম্পাদক দেবাশিস। তিনি আরও বলেন, 'বাইরের থেকে কেউ এসে লিজ নিয়ে ব্যবসা করবেন, সেটা ঠিক নয়। পর্যটকরা আসেন স্থানীয় অভিজ্ঞতা নিতে।' নিজস্বতা টিকিয়ে রাখতে তাঁরা কীভাবে লড়াই চালাচ্ছেন, ব্যাখ্যা করলেন সন্ধ্যা। অন্যদিকে, কীভাবে বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে পৌঁছে সমষ্টির মাধ্যমে তাঁরা কাজ করছেন, সেই কথা তুলে ধরেন এক্সপেরিয়েন্স ইনক্রেডিবেল জার্নির সঞ্জু রায়। সিটংয়ের ৫০টি হোমস্টের কর্ণধার ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ছিলেন শিবিরে।

সোমবার সিটংয়ে হোমস্টে বিষয়ক প্রশিক্ষণ শিবির। -সংবাদচিত্র

খেলায় আজ

২০২৩ : ফাইনালে ৪২ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে ভারতের তৃতীয়বার ওডিআই বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্নভঙ্গ হল। ১২০ বলে ১৩৭ রানের ইনিংসে ট্রাভিস হেড ষষ্ঠবার অস্ট্রেলিয়াকে একদিনের বিশ্বকাপ এনে দেন।

সেরা অফবিট খবর

কোকেন সেবনে নির্বাসিত ডগ

গত জানুয়ারি মাসে নিউজিল্যান্ডের ঘরোয়া টি২০ ম্যাচে ওয়েলিংটনের বিরুদ্ধে সেন্ট্রাল ডিস্ট্রিক্টের ম্যাচের আগে ডগ ব্রেসওয়েল কোকেন সেবন করেছিলেন। ম্যাচের পর মেডিকেল পরীক্ষায় তা প্রমাণিত হয়। স্পোর্টিং ইন্টিগ্রিডি কমিশন এক বিবৃতিতে ব্রেসওয়েলকে এক মাস নির্বাসিত করার কথা জানিয়েছে।

ভাইরাল

রোনাল্ডোর অতিথি মেসি!

ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নিজের ইউটিউব চ্যানেলে টক শো-র আগামী পর্বের অতিথি নিয়ে সমর্থকদের অনুমান করার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে তাঁর ঘোষণা, পরবর্তী অতিথির জন্য ইন্টারনেট পরিষেবা স্তব্ধ হতে চলেছে। তারপরই নেটিজেনদের অনুমান, লিওনেল মেসিই হতে চলেছেন সিআর সেভেনের টক শো-র আগামী পর্বের অতিথি।

সেরা উক্তি

রাহুলের প্রতিভা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সব ক্রিকেটারের কেরিয়ারেই খারাপ সময় আসে। কঠিন সময়ের মোকাবিলা করার সেরা উপায় হল পরিশ্রম করে যাওয়া। নিজের সঙ্গে কথা বলাও খুব জরুরি। আমি চাই, রাহুল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলুক।

-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

উত্তরের মুখ

উত্তর দিনাজপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার রবিশংকর প্রসাদ (বাঁয়ে) ৪০ রানে ৪ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল অরবিন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ২ উইকেটে জিতেছে ইটাহার স্পোর্টস অ্যান্ড গেমসের বিরুদ্ধে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. শচীন তেন্ডুলকারের টেস্ট অভিষেক কোন মাঠে হয়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. তিলক ভার্মা, ২. ২।

সঠিক উত্তরদাতারা

রুদ্র নাগ, শ্রেয়াঙ্ক সুর, পরাণ, শাশ্বত গোপ, শুভম সেন, অর্ঘ্য দাস, সুমিত, রাজবীর মজুমদার, কমল রায় বসুনিয়া, নিবেদিতা হালদার, নীলরতন হালদার, সুব্রত সরকার, অসীম হালদার, নির্মল সরকার, সুজন মহন্ত, আবেশ কর্মকার, সোমরাজ রায়, নীলেশ হালদার, নীরাধিপ চক্রবর্তী, বীণাপানি সরকার হালদার, দেবাংশু ঘোষ, কৌশোভ দে, শুভদীপ গোস্বামী, তোয়ন পাল, চঞ্চল প্রসাদ, সুদীপ সরকার।

মোদি-নওয়াজ কথা হলে জট কাটবেই : নাজাম

ইসলামাবাদ, ১৮ নভেম্বর : বিষয়টি রাজনৈতিক। কূটনীতিও জড়িয়ে। জট ছাড়াতে তাই দুই দেশের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে আলোচনা প্রয়োজন। স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ যদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে জট কেটে যাবে, বিশ্বাস প্রাক্তন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) প্রধান নাজাম শেঠির।

বর্তমান পাকিস্তান বোর্ড প্রধান তথা শাহবাজ শরিফের মন্ত্রীসভার অন্যতম সদস্য মহসিন নাকভি সরাসরি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। যদিও পূর্বসূরি নাজাম শেঠি মনে করেন, মোদি-নওয়াজের মধ্যে আলোচনা হলেই একমাত্র জট কাটতে পারে। দাবি করেন, 'ভারত থেকে আমি বেশ কিছু ইঙ্গিত পেয়েছি। যদি নওয়াজ শরিফ ব্যক্তিগতভাবে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলেন তাহলে ভারতীয় দলের পাকিস্তানে খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে।'

বল সরকারের কোর্টে, দাবি কপিলের

দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক চাপানউতোর থাকলেও নওয়াজ-মোদি ব্যক্তিগত সম্পর্কের সমীকরণ কিছুটা আলাদা। নওয়াজের নাতনির বিয়েতে সবাইকে অবাক করে লাহোরে (২০১৫ সালে) পৌঁছে গিয়েছিলেন মোদি। পরবর্তী সময়ে

জন্মদিনে মোদিজিকে শুভেচ্ছা জানান নওয়াজ। নাজামের বিশ্বাস শাসকদল পাকিস্তান পিপলস পার্টির উপদেষ্টার দায়িত্বে রয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ। তিনি কথা বললে ফেলতে পারবেন না মোদিজি।

এদিকে, মহসিন নাকভি সরাসরি দুই দেশের বোর্ডের মধ্যে আলোচনা চান। বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে আইসিসি-র থেকে সঠিক ও যথাযথ সিদ্ধান্তের আশা করছি আমরা। খেলাধুলো থেকে রাজনীতিকে সবসময় সরিয়ে রাখা উচিত। আশাবাদী ভারতীয় বোর্ডের থেকেও সদর্থক সাড়া পাব। আর কোনও সমস্যা থাকলে বিসিসিআইয়ের উচিত আমাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলা।'

এদিকে ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেবও মনে করেন, পাকিস্তানের মাটিতে ভারতের খেলার বিষয়টি পুরোপুরি কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল। তাই তিনি কিংবা বাকিরা কে কী বলল, তা গুরুত্বহীন। কিংবদন্তি ভারতীয় অলরাউন্ডার বলেন, 'বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে সরকারের এক্তিয়ারে। আমাদের পক্ষে কোনও মতামত দেওয়া উচিত নয়। মতামতের গুরুত্বও নেই। আর বাকিদের থেকে আমি নিজেকে বড় মনে করি না।'

প্রাথমিকভাবে পিসিবি সূচি অনেকদিন আগেই ঘোষণা করে দিয়েছে। লাহোরে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ সহ ফাইনাল হওয়ার কথা। যদিও ভারতীয় বোর্ড সাফ জানিয়ে

> ভারত থেকে আমি বেশ কিছু ইঙ্গিত পেয়েছি। যদি নওয়াজ শরিফ ব্যক্তিগতভাবে নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলেন তাহলে ভারতীয় দলের পাকিস্তানে খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে।
>
> **নাজাম শেঠি,** পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রাক্তন প্রধান

দিয়েছে, পাকিস্তানে খেলতে দল পাঠানো হবে না। ফলে হাইব্রিড মডেল নাকি পুরো টুর্নামেন্ট পাকিস্তান থেকে সরানো হবে, দোলাচলে অচলাবস্থা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ঘিরে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে জটিলতার মধ্যে পিসিবি নিজেরাই নিজেদের হাসির খোরাক করে তুলেছে। রবিবার বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের দাবি ছিল, জেসন গিলেসপিকে সরিয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের দায়িত্ব পেতে চলেছেন আকিব জাভেদ। কিন্তু রাতের দিকে পিসিবি-র তরফে জানানো হয়, আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ পর্যন্ত গিলেসপিই সব ফর্ম্যাটে কোচের দায়িত্ব সামলাবেন। কিন্তু ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই সোমবার পাক বোর্ডের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হচ্ছেন প্রাক্তন পেসার আকিব। কোচ নিয়ে নিজেদের অবস্থান ঘনঘন বদলানোর জন্য সামাজিক মাধ্যমে পিসিবি-কে নিয়ে ট্রোল শুরু হয়েছে।

সবুজ বাইশ গজ নিয়ে ভারতের অপেক্ষায় পারথের অপটাস স্টেডিয়াম

অপটাসে আজ শুরু টিম ইন্ডিয়ার প্রস্তুতি

পারথ, ১৮ নভেম্বর : সময় কাটছে। চাপ বাড়ছে। ধোঁয়াশাও কাটেনি।

অপেক্ষার আর চারদিন। শুক্রবার থেকে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে শুরু হয়ে যাবে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্ট। তার আগে আজ পারথে পুরো দিনটা বিশ্রাম নিয়েই কাটিয়ে দিল টিম ইন্ডিয়া। আর সেই বিশ্রামের মাঝেই চলল আগামীর নীল নকশা তৈরি।

আগামীকাল থেকে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে ভারতীয় দলের অনুশীলন। এই অপটাস স্টেডিয়ামেই সিরিজের প্রথম টেস্ট। প্যাট কামিন্সরা এই অপটাস স্টেডিয়ামে কখনও টেস্টে হারেননি। গতি ও বাউন্সে ভরা এই অপটাস স্টেডিয়ামে ভারতীয় ব্যাটাররা কীভাবে প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউডদের সামলান, তা নিয়ে জল্পনা এখন চরমে। তার মধ্যেই টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশের সম্ভাব্য কম্বিনেশন নিয়ে চলছে জল্পনা। জানা গিয়েছে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট এখনও তাদের সম্ভাব্য ব্যাটিং অর্ডার চূড়ান্ত করতে পারেনি।

অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে নিয়েও ভরপুর ধোঁয়াশা রয়েছে এখনও। তাঁর স্ত্রী রীতিকা ইতিমধ্যেই পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন। দ্বিতীয়বার বাবা হওয়ার পর রোহিত এখনও মুম্বইয়ে রয়েছেন। তিনি কবে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে যাবেন, স্পষ্ট নয়। তবে আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রে দুটি সম্ভাবনার বিষয় সামনে এসেছে। এক, পারথ টেস্ট শুরুর পরই সেখানে সতীর্থদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন হিটম্যান। দুই, পারথ টেস্টের পর ৬ ডিসেম্বর

মাইকেল ভনের সঙ্গে আড্ডার মেজাজে রবি শাস্ত্রী।

অ্যাডিলেডে শুরু দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে রয়েছে একটি অনুশীলন ম্যাচও। সেই ম্যাচের সময় সতীর্থদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় যোগ দিতে পারেন রোহিত। বাস্তবে শেষ পর্যন্ত যাই হোক না কেন, আপাতত অধিনায়কের উপস্থিতির বিষয় মাথা থেকে সরিয়ে পারথ টেস্টের দিকে নজর জসপ্রীত বুমরাহ, গৌতম গম্ভীরদের।

সেই লক্ষ্যেই কাল থেকে শুরু হবে প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্ব। ওয়াকা স্টেডিয়ামে দিন পাঁচেকের অনুশীলন পর্ব শেষ করে অপটাসে অনুশীলন শুরুর আগে প্রথম একাদশের কম্বিনেশনের জাঁতাকলে গম্ভীররা। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে হয়তো সেই রহস্য, ধোঁয়াশা কাটতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। দলের ব্যাটিং অর্ডারের গোলকধাঁধার পাশে রয়েছে বোলিং নিয়েও জট। রোহিতের অনুপস্থিতিতে কার্যনির্বাহী অধিনায়ক বুমরাহ ও মহম্মদ সিরাজের খেলা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে তৃতীয় পেসার কে হবেন?

ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী আজ এক ওয়েবসাইটে টিম ইন্ডিয়ার তৃতীয় পেসার হিসেবে বাংলার আকাশ দীপের নাম করেছেন। আকাশ খেলবেন কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আরও একটি জট রয়েছে। ভারত কি চার পেসার খেলাবে? একমাত্র স্পিনার হিসেবে রবীন্দ্র জাদেজা নাকি রবিচন্দ্রন অশ্বীন খেলবেন? বিদেশের মাটিতে সাধারণত একমাত্র স্পিনার হিসেবে জাদেজা খেলেন। কিন্তু তার মাঝেই আগামীকাল অশ্বীনকে সাংবাদিক সম্মেলনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট কি বিশেষ কোনও বার্তা দিয়েছে? জল্পনা চলছে।

এমনই না জল্পনা ও জট নিয়েই আগামীকাল থেকে অপটাস স্টেডিয়ামে চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। আগামী কয়েকদিনে দলের কম্বিনেশনের জট কতটা কাটে, সেটাই দেখার।

রোহিতের সিদ্ধান্তকে সমর্থন হেডের

অশ্বীনের থেকে প্রচুর শিখেছি : লায়োন

পারথ, ১৮ নভেম্বর : ২০১২ সালে প্রথমবার পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিলেন।

তারপর একযুগ পার। দুজনের পকেটেই পাঁচশো প্লাস টেস্ট উইকেট। কিংবদন্তির তালিকায় ঢুকে পড়া। দুজনের মধ্যে সেরা স্পিনারের মুকুট নিয়ে লড়াই চললেও পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সম্ভ্রমে কখনও চিড় ধরেনি। পারথ টেস্টের প্রাক্কালে রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে নিয়ে সেই সম্ভ্রমের সুর ফের নাথান লায়োনের গলায়।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিদেশি স্পিনারদের সাফল্য হাতে গোনা। অশ্বীন ১০টি টেস্ট খেলে ৩৯টি উইকেট নিয়েছেন স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে। অশ্বীনের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে এক সাক্ষাৎকারে লায়োন বলেছেন, 'অ্যাশ (অশ্বীন) দুর্দান্ত বোলার। বস্তুত আমার পুরো কেরিয়ারই ওর সঙ্গে টক্কর দিতে দিতে এগিয়েছে। প্রচুর শিখেওছি অ্যাশের থেকে। স্মার্ট বোলার। দ্রুত যে কোনও পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। আমার ধারণা বিশ্বের সেরা বোলারদের যে ক্ষমতা থাকে।'

২০২০-'২১ সফরে প্রথমবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয় ভারতের। সিরিজের দ্বিতীয় সর্বাধিক উইকেটশিকারি অশ্বীন (৩টি টেস্টে ১২)। চার ম্যাচ খেলে লায়োনের ঝোলায় ৯ শিকার। বাইশ গজে প্রতিপক্ষ হলেও মাঠের বাইরে দুজনে ভালো বন্ধুও। সেই বন্ধুর প্রশংসায় থামতে নারাজ লায়োন আরও বলেন, 'নিজের স্কিলের দুর্দান্ত প্রয়োগ করেছিল অ্যাশ। উপকৃত হয়েছিল ভারত। কৃতিত্বটা ওকে দিতেই হবে। ওই সিরিজের (২০২০-'২১) সেরা বোলার অ্যাশই। ওকে কুর্নিশ। অনেক কিছু শিখেছি ওর থেকে, ওকে দেখে। বরাবর একটা জিনিস বিশ্বাস করি আমি, প্রতিপক্ষই তোমার সেরা কোচ।'

অশ্বীনের বোলিং ভিডিও দেখে নিজেকে প্রস্তুতও করেছেন। লায়োন বলেছেন, 'ওর বোলিংয়ের ফুটেজ প্রচুর দেখেছি। ভারতে হোক বা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে, ওর বোলিং থেকে চেষ্টা করেছি যতটুকু শেখার তা রপ্ত করতে। অশ্বীনকে দেখে শিখেওছি। বিশ্বমানের ক্লাস বোলার। ঝোলায় ৫০০ টেস্ট উইকেট, যা গর্বের।'

উত্তরসূরি ওয়াশিংটন সুন্দরকেও অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশ নিয়ে ওয়াকিবহাল করে তুলছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

এদিকে, প্রথম টেস্ট থেকে সরে দাঁড়ানো রোহিত শর্মার পাশে দাঁড়ালেন ট্রাভিস হেড। সুনীল গাভাসকার সহ প্রাক্তনদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন রোহিত। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও পারথে খেলার পরামর্শ দিয়েছেন। যদিও আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ভারতের অন্যতম কাঁটা হেড বলেছেন, 'আমিও একই কাজ করতাম। পরিবারের পাশে থাকতাম। ক্রিকেটার হিসেবে আমরা অনেক বলিদান দিই। কিন্তু আমাদেরও জীবন রয়েছে। সেদিকেও খেয়াল রাখতে হয়। আশা করব, সিরিজের মাঝে যোগ দেবে রোহিত।'

পাশাপাশি হেডের বিশ্বাস, আসন্ন সিরিজে বিরাট কোহলি তাঁদের সেভাবে মাথাব্যথার কারণ হয়ে উঠবেন না। হেডের মতে, ভারত-অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি আর বিরাটকে নিয়ে কথা হবে না, এরকম হয় নাকি? ভারতীয় দলের প্রত্যেককে গুরুত্ব দিচ্ছেন তাঁরা। প্রত্যেকের জন্য স্ট্র্যাটেজিও থাকবে। তবে বিরাট বড় ক্রিকেটার। যে দক্ষতাকে সম্মান না করে উপায় নেই। বিরাটকে আটকাতে সেরাটা দেওয়ার কথা হেডের মুখে। আশাবাদী, আসন্ন সিরিজে খুব বেশি স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি হবে না বিরাটের জন্য।

'নিজের সঙ্গে কথা বলো'

রাহুলকে পরামর্শ সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : চোট সারিয়ে ক্রিকেটে ফেরার পর থেকে সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না। ব্যাটে রান নেই। পরিস্থিতি এমন যে, টিম ইন্ডিয়ার টেস্টের প্রথম একাদশ থেকেও তাঁকে বাদ পড়তে হয়েছে।

এমন অবস্থায় ফের একটি সুযোগের সামনে লোকেশ রাহুল। সব ঠিকমতো চললে, ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার অনুপস্থিতিতে শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির প্রথম টেস্টে ওপেন করবেন তিনি। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে ওপেন করতে নামার আগে আজ প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের পরামর্শ পেয়েছেন রাহুল। মহারাজ তাঁকে নিজের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দিয়েছেন। আর সেই কথা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে করাই ভালো বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। এক ওয়েবসাইটে মহারাজ বলেছেন, 'রাহুলের প্রতিভা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সব ক্রিকেটারের কেরিয়ারেই খারাপ সময় আসে। আবার কেটেও যায়। কঠিন সময়ের মোকাবিলা করার সেরা উপায় হল পরিশ্রম করে যাওয়া। আর হ্যাঁ, নিজের সঙ্গে কথা বলাও খুব জরুরি। আমি চাই, রাহুল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সঙ্গে কথা বলুক। এভাবে অনেক সমস্যা মিটে যায়।'

রাহুলের সমস্যাটা আসলে কী? টেকনিকাল? নাকি মানসিক? ক্রিকেটমহলে রাহুলের সমস্যা নিয়ে রয়েছে জল্পনা। এমন অবস্থায় সৌরভ আজ বলেছেন, 'সমস্যাটা ঠিক কী হচ্ছে, রাহুলকেই সেটা বুঝতে হবে। ওর মনে করলে কারও সঙ্গে আলোচনাও করতে পারে। কিন্তু সবকিছুর আগে ওকে নিজের সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে হবে সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দুটা।' লখনউ সুপার জায়েন্টস রাহুলকে রাখেনি। আইপিএল নিলামের মাঝেই চলবে পারথ টেস্ট। এমন পরিস্থিতি কি রাহুলের উপর আরও চাপ তৈরি করবে? জবাবে সৌরভ বলছেন, 'আইপিএল নিলাম নিয়ে রাহুলের মনের মধ্যে কী চলছে. জানি না আমি। কিন্তু ওকে রানে ফিরতে হলে মাঠের বাইরের বিষয় ভুলে ক্রিকেটে মনঃসংযোগ করতেই হবে। এছাড়া আর কোনও উপায় রয়েছে বলে মনে হয় না।' প্যাট কামিন্স, জস হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্কদের বিরুদ্ধে অপটাস স্টেডিয়ামের বাউন্সে ভরা বাইশ গজে সফল হতে গেলে রাহুলকে মানসিকভাবে চাঙ্গা থাকতেই হবে বলে মনে করছেন মহারাজ। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়া পৌঁছানোর পর ভারতীয় দলের অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন রাহুল। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহলের দাবি, রাহুল এখন ফিট। তাঁর প্রথম টেস্টে খেলতে সমস্যা হবে না।

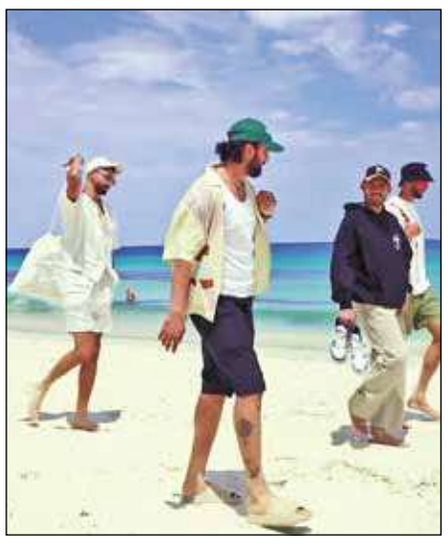

সমুদ্র দর্শনে লোকেশ রাহুল। সঙ্গী দেবদত্ত পাডিক্কাল।

ভারত-অজি সিরিজে পূজারাও!

নয়াদিল্লি, ১৮ নভেম্বর : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ব্যাটিং ভরাডুবির পর দাবি উঠেছিল চেতেশ্বর পূজারাকে ফেরানোর। বিশেষত অস্ট্রেলিয়া সফরে বাউন্সি পিচে তাঁর উপস্থিতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন অনেকে। আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে পূজারা থাকছেন, তবে অন্য ভূমিকায়। ব্যাট হাতে নামার বদলে কমেন্ট্রি বক্সে বসে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের খেলার কাটাছেঁড়া করবেন। আসন্ন সিরিজে হিন্দি ধারাভাষ্যকারদের প্যানেলে পূজারাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে সম্প্রচার সংস্থা।

গত দুই সফরে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে দেওয়ার অন্যতম কারিগর ছিলেন পূজারা। 'ক্রাইসিসম্যান'-এর চেনা ভূমিকায় বারবার দলের বিপদে রুখে দাঁড়িয়েছেন। ঘরোয়া ক্রিকেটে সাফল্যের মধ্যে থাকা পূজারা দলে থাকলে ক্রিজ আগলে পড়ে থাকার লোক ভারতীয় দল পেয়ে যেত বলে মনে করছেন অনেকে। যদিও সামনে তাকানোর ভাবনায় কোহলির সমবয়সি বছর ছত্রিশের পূজারাকে বাতিলের তালিকায় কার্যত ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আসন্ন সিরিজে গৌতম গম্ভীর-অজিত আগরকারদের অগ্রাধিকার দেওয়া প্লেয়ারদের পারফরমেন্স নিয়ে কমেন্ট্রি বক্সে বসে এবার পর্যালোচনা করবেন পূজারা।

বিজ্ঞাপনী শুটিংয়ে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

বোলিং কোচ ছাড়া পারথে কামিন্সরা

পারথ, ১৮ নভেম্বর : বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিকে ছাপিয়ে গেল আইপিএল!

আগামী শুক্রবার থেকে পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে শুরু হতে চলল বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। পারথ টেস্ট শুরুর ঠিক দুইদিন পরই রয়েছে সৌদি আরবের জেড্ডায় আইপিএলের মেগা নিলামের আসর।

সেই নিলামের আসরে যোগ দিতে পারথ টেস্ট শুরুর দিনই অস্ট্রেলিয়া থেকে জেড্ডা উড়ে যাচ্ছেন প্যাট কামিন্সদের বোলিং কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি। অজি সংবাদমাধ্যমের তরফে আজ এমন চমকপ্রদ খবর সামনে এসেছে। ফলে বোলিং কোচকে ছাড়াই প্রথম টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে নামতে হবে কামিন্স, স্টার্কদের।

জানা গিয়েছে, ভেত্তোরির এমন সিদ্ধান্তের কথা মেনে নিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়াও। শুধু তাই নয়, তাঁর অনুপস্থিতিতে অস্ট্রেলিয়া দলের কোনও সমস্যা হবে না বলেই দাবি করছেন কামিন্সরাও। অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় দলের বোলিং কোচের দায়িত্বের পাশে আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ দলের দায়িত্বও রয়েছে নিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার ভেত্তোরির। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে আজ সরকারিভাবে ভেত্তোরিকে নিয়ে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে ভেত্তোরি নিজের কাজ করেছে। প্রথম টেস্টের সময় আইপিএল নিলাম রয়েছে। সেখানে ওর দায়িত্ব রয়েছে। ফলে ওকে জেড্ডায় যেতে হচ্ছে। নিলাম শেষে ও ফিরে এসে অস্ট্রেলিয়া দলের সঙ্গে যোগ দেবে। সিরিজের বাকি চার টেস্টেই থাকবে ড্যানিয়েল।'

ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে ভেত্তোরিকে নিয়ে কোনও সমস্যা বা অসন্তোষ না থাকলেও প্রাক্তন দুই অজি ক্রিকেটার আইপিএল নিলাম নিয়ে পড়েছেন সমস্যায়। রিকি পন্টিং ও জাস্টিন ল্যাঙ্গার, দুজনই আসন্ন বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে ধারাভাষ্যের কাজ করবেন। কিন্তু তাঁদের জন্যও সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে আইপিএল নিলামের আসর। তাঁরা শেষ পর্যন্ত জেড্ডায় হাজির থাকতে পারবেন কিনা, রাত পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি।

খেলবেন সামি, অধিনায়ক সুদীপ ঘরামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : মহম্মদ সামিকে রেখেই আজ আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ প্রতিযোগিতার দল ঘোষণা করে দিল বাংলা। সন্ধ্যায় সিএবি-তে প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের বৈঠকের শেষে ঘোষণা হল বাংলা দল। প্রত্যাশিতভাবেই অধিনায়কের দায়িত্ব পেলেন সুদীপ ঘরামি। শেষ মরশুমে সাদা বলের মুস্তাক আলি ও বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুদীপ। তাই তাঁকেই ফের দায়িত্বে ফেরানো হল। বাংলা দল ঘোষণার পর কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সেরা দল বেছে নিয়েছি আমরা। শেষ মরশুমে সুদীপ বাংলাকে সাদা বলের ক্রিকেটে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তাই ওকেই ফের সুযোগ দেওয়া হল।'

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি

বুধবার রাজকোট উড়ে যাচ্ছে বাংলা দল। চমকপ্রদভাবে মোট ২০ জনের স্কোয়াড করা হয়েছে। বাংলা দলের একটি সূত্রের খবর, সামিকে পুরো প্রতিযোগিতায় পাওয়ার সম্ভাবনা কম। অন্তত দুটো ম্যাচ সামি খেলবেন। দীর্ঘ প্রতিযোগিতায় চোটআঘাতের সম্ভাবনাও থাকে। সেই কারণেই ২০ সদস্যের দল নিয়ে যাচ্ছে বাংলা। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে রাজকোটে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন সামি। **ঘোষিত বাংলা দল - সুদীপ ঘরামি (অধিনায়ক), মহম্মদ সামি, অভিষেক পোড়েল, সুদীপ চট্টোপাধ্যায়, শাহবাজ আহমেদ, করণ লাল, ঋত্বিক চট্টোপাধ্যায়, ঋত্বিক রায়চৌধুরী, সাকির হাবিব গান্ধি, রণজ্যোৎ সিং খয়রা, প্রয়াস রায়বর্মন, অগ্নিভ পান, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, সক্ষম চৌধুরী, ঈশান পোড়েল, মহম্মদ কাইফ, সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, কণিষ্ক শেঠ ও সৌম্যদীপ মণ্ডল।**

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

☺ **বাবা ও মা :** তোমাদের ৩১তম বিবাহবার্ষিকীতে অনেক অভিনন্দন জানাই। ইতি- **ছেলে (শুভম), মেয়ে (পায়েল), জামাই (তাপস),** সূর্য সেন কলোনি, ব্লক-B.

মূলপর্বে ফাইভস্টার থ্রি লায়ন্স

ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেওয়ার পর সেলিব্রেশন হ্যারি কেনের (বাঁয়ে)।

ওয়েম্বলি, ১৮ নভেম্বর : গতবার নেশনস লিগে নিজেদের গ্রুপে চতুর্থ হয়ে লিগ 'বি'-তে অবনমন হয়েছিল তাদের। ফলে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার সময় লি কার্সলের চ্যালেঞ্জ ছিল, ইংল্যান্ডকে লিগ 'এ'-তে তুলে আনা। আগামী বছর থ্রি লায়নদের কোচের হটসিটে বসবেন টমাস টুচেল। তবে যাওয়ার আগে অঙ্ক মিলিয়ে দিলেন কার্সলে। আয়ারল্যান্ডকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে নেশনস লিগে আগামী সংস্করণে লিগ 'এ'-তে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেল ইংল্যান্ড।

কেয়ারটেকার কোচের দায়িত্ব থাকে পরবর্তী কোচের জন্য দলের রূপরেখা তৈরি করে দেওয়া। মাস তিনেকের স্বল্প কার্যকালে ঠিক সেটাই করলেন কার্সলে। তাঁর কোচিংয়ে আটজন তরুণের ইংল্যান্ডের জার্সিতে অভিষেক হল। ফলে টুচেল দায়িত্ব নিয়ে প্রতিটি পজিশনে একাধিক বিকল্প হাতে পাবেন।

রবিবার রাতেও ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে একঝাঁক তরুণদের নামিয়ে দিয়েছিলেন কার্সলে। ফলে প্রথমার্ধে ইংল্যান্ডের আক্রমণে ঝাঁঝ একেবারেই চোখে পড়েনি। কিন্তু ৫১ মিনিটে আয়ারল্যান্ডের দশজনে হয়ে যাওয়া টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। যার সুযোগে ৫৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন হ্যারি কেন। ৫৮ মিনিটের মধ্যে ৩-০ লিড নিয়ে ম্যাচের দখল পুরোপুরি পেয়ে যায় ইংল্যান্ড। ৭৬ মিনিটে ম্যাচের নিজের প্রথম টাচে স্কোরশিটে নাম তোলেন জ্যারড বোয়েন। ৭৯ মিনিটে টেলর হারউড-বেলিসের গোলে জয় নিশ্চিত করে থ্রি লায়ন্স। কার্সলের বিদায়ি ম্যাচে সিনিয়ার জার্সিতে বোয়েন, হারউড-বেলিস, কোনর গ্যালাঘার, অ্যান্থনি গর্ডন প্রথম গোল পেলেন।

ইংল্যান্ডের ম্যাচের সময়ই হেলসিঙ্কিতে ফিনল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছিল গ্রিস। হিসেব বলছিল, গ্রিস জিতলে গ্রুপ টপার হওয়ার জন্য ইংল্যান্ডকেও বড় ব্যবধানে জিততে হবে। গ্রিস ২-০ গোলে ফিনল্যান্ডকে

> গুরুত্বপূর্ণ জয় পেলাম। প্রথমার্ধ কঠিন ছিল। কিন্তু বিরতির পর ছেলেরা অনেকবেশি এনার্জি নিয়ে নেমেছিল। এটাই আমাদের সাফল্য এনে দিল।
>
> **হ্যারি কেন**

হারায়। কিন্তু গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় মূলপর্বের টিকিট নিশ্চিত হওয়ার পর ইংল্যান্ড অধিনায়ক কেন বলেছেন, 'গুরুত্বপূর্ণ জয় পেলাম। প্রথমার্ধ কঠিন ছিল। কিন্তু বিরতির পর ছেলেরা অনেক বেশি এনার্জি নিয়ে নেমেছিল। এটাই আমাদের সাফল্য এনে দিল।' টুচেলের হাতে তরুণ ইংল্যান্ডকে তুলে দেওয়ার আগে তৃপ্তি ঝরে পড়েছে কার্সলের গলায়ও। বলেছেন, 'আমি একটা আক্রমণাত্মক ইংল্যান্ড দল তৈরি করে দিতে চেয়েছিলাম। ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ওদের দক্ষতার পরিচয় রোজই পাই। আজ মাঠে সেটা সবাই দেখতে পেল।'

অন্যদিকে, আগেই কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত গেলেও গ্রুপের শীর্ষে থাকার জন্য ফ্রান্সকে অন্তত ২ গোলে জিততে হত। তারা অ্যাওয়ে ম্যাচে ৩-১ গোলে ইতালিকে হারাল। জোড়া গোল করেন আদ্রিয়ান র‍্যাবিও। অন্যটি আত্মঘাতী।

এদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার সিটির গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ডের হ্যাটট্রিকে লিগ 'এ'-তে উঠে এল নরওয়ে। তারা কাজাখস্থানকে ৫-০ গোলে হারাল। এবারের নেশনস লিগে ৭ গোল করে শীর্ষে রয়েছেন হাল্যান্ড।

লন্ডনে নিজের মূর্তির সঙ্গে ইংল্যান্ডের স্ট্রাইকার হ্যারি কেন।

সম্প্রচার নিয়ে দুইদিনে সিদ্ধান্ত ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : আই লিগ সম্প্রচারের ব্যাপারে ক্লাবগুলির দাবি মেনে লিগের কমার্শিয়াল পার্টনার শ্রাচী স্পোর্টসকে সম্প্রচারকারী খুঁজতে চিঠি দিল এআইএফএফ। এদিন ভারত-মালয়েশিয়া ম্যাচের আগে হায়দরাবাদে কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় আলোচনা হয় ফেডারেশন কর্তাদের মধ্যে। এরপরই শ্রাচীকে চিঠি পাঠিয়ে জানতে চাওয়া হয়েছে, জাতীয় স্তরের কোনও চ্যানেলকে ব্রডকাস্টার হিসেবে তাঁরা খুঁজে দিতে পারবে কিনা। যেহেতু শুক্রবার থেকে আই লিগ শুরু হওয়ার কথা, তাই বুধবার পর্যন্তই সময় দেওয়া হয়েছে এই নয়া স্বত্বাধিকারীকে।

এই প্রসঙ্গে ফেডারেশন সচিব অনিলকুমার প্রভাকরণ বলেছেন, 'আমার ক্লাবগুলিকে জানিয়ে দিয়েছি, নতুন ব্রডকাস্টার খোঁজার বিষয়টি। একইসঙ্গে আমাদের কমার্শিয়াল পার্টনারকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। এবার চিঠির উত্তর পেলে আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানাতে পারব। আমরাও চাই কোনও জাতীয় স্তরের চ্যানেলে আই লিগ সম্প্রচার হোক।' আগেই শ্রাচী জানিয়েছিল, তাদের অ্যাপের সঙ্গে ডিডি স্পোর্টসেও আই লিগ দেখানো হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ক্লাবগুলি কী করে, এখন সেটাই দেখার। যা খবর তাতে, প্রথমদিকের কয়েকটা ম্যাচ বাদ দিয়ে সোনি স্পোর্টসে আই লিগ দেখানোর চেষ্টা করছে ফেডারেশনও। আর সেটাই বোঝানো হচ্ছে আই লিগ ক্লাবগুলিকে। অনিলকুমার জানালেন, নির্দিষ্ট সময়ে ২২ নভেম্বরই তাঁরা লিগ শুরু করার ব্যাপারে আশাবাদী।

পাকিস্তানকে হোয়াইটওয়াশ

হোবার্ট, ১৮ নভেম্বর : ২২ বছর পর অস্ট্রেলিয়ায় ওডিআই সিরিজ জয়ের খুশি উধাও পাকিস্তান শিবির থেকে। তৃতীয় টি২০ ম্যাচে ৭ উইকেটে হেরে পাক দল হোয়াইটওয়াশের লজ্জা গায়ে মাখল। প্রথমে পাকিস্তান ১৮.১ ওভারে ১১৭ রানে অল আউট হয়। বাবর আজম (৪১) বাদে কোনও পাক ব্যাটারই এদিন প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। অ্যারন হার্ডি ২১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। স্পেনসার জনসনের ২৪ রানে শিকার ২ উইকেট। নিয়মিত অধিনায়ক মহম্মদ রিজওয়ান বিশ্রাম নেওয়ায় এদিন পাকিস্তানকে নেতৃত্ব দেন সলমন আঘা। সঙ্গে ম্যাচের আগেই খবর ছড়িয়ে পড়ে জেসন গিলেসপিকে সরিয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে পাকিস্তানের কোচ হতে চলেছেন আকিব জাভেদ। রানতাড়ায় নেমে শুরুতেই দুই ওপেনার ম্যাথু শর্ট (২) ও জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ককে (১৮) হারায় অস্ট্রেলিয়া। সেই ধাক্কা সামলে দেন জোশ ইনগ্লিশ (২৭) ও মার্কাস স্টোয়িনিস (২৭ বলে অপরাজিত ৬১)। অস্ট্রেলিয়া ১১.২ ওভারে ১১৮/৩ স্কোরে পৌঁছে যায়।

চ্যাম্পিয়ন সিনার

তুরিন, ১৮ নভেম্বর : এটিপি ফাইনালসে চ্যাম্পিয়ন হলেন ইতালিয়ান তারকা জ্যাক সিনার। রবিবার তিনি ফাইনালে হারালেন মার্কিন টেনিস খেলোয়াড় ফ্লোরিয়ান টেলরকে। ম্যাচের ফলাফল ৬-৪, ৬-৪। মরশুমের শেষ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে সিনার বলেছেন, 'অসাধারণ অনুভূতি। এটাই আমার ইতালিতে প্রথম কোনও খেতাব জয়।'

ফের বিশ্রী গোল হজম গুরপ্রীতের

ঘরের মাঠে প্রতিশোধ নিতে ব্যর্থ ভারত

ভারত-১ (ভেকে)
মালয়েশিয়া-১ (জোসু)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : টানা ৩৬৭ দিন জয়হীন ভারত!

এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবের ব্যক্তিগত অপছন্দের জন্য অপসারিত হতে হয় ইগর স্টিমাককে। তবু তিনিই শেষ সাফল্য দিয়ে গিয়েছেন ভারতীয় দলকে। তাঁর কোচিংয়ে শেষ জয় গতবছর ১৬ নভেম্বর কুয়েতের বিরুদ্ধে তাদের মাঠে। এফএসডিএল-ফেডারেশন কর্তাদের পছন্দের মানোলো মার্কুয়েজ দায়িত্ব নিয়ে এদিন পর্যন্ত কোনও জয় উপহার দিতে ব্যর্থ। ভিয়েতনামের মতো এদিনও আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচে মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ১-১ ড্র ভারতের। ১৯ মিনিটে মালয়েশিয়ার গোলের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী গুরপ্রীত সিং সান্ধু। মাঝমাঠ থেকে তোলা অতি সাধারণ একটা বল ক্লিয়ার করতে বাইরে বেরিয়ে এসে তিনি না পারলেন বল ফেরাতে, না নিজে ফিরতে। অনুসরণ করে এসে পাওলো জোসুয়ের বল গোলে ঠেলে দিতে সমস্যা হয়নি। সাম্প্রতিককালে একাধিক ম্যাচে গুরপ্রীত নিজের ভুলে গোল খেয়ে জাতীয় দলকে ডুবিয়েছেন। তারপরেও কোচেদের গুডবুকে তিনিই থাকেন। আর ডাগ আউটে বসে থাকতে হয় ফর্মে থাকা অমরিন্দার সিং-বিশাল কেইথদের। ৯২ মিনিটে রাশিদের শট ভালো সেভ করেন গুরপ্রীত। তার আগেই ফাগর্স টেরনির হেড পোস্টে না লাগলে ম্যাচটা হেরে যায় ভারত। ৩০ মিনিটে গুরপ্রীতের ভুল শোধরালেন রাহুল ভেকে। বহুদিন বাদে শুরু থেকে খেলতে নেমে ব্রান্ডন ফার্নান্ডেজ তাঁর সিগনেচার সেট পিসে গোল করালেন। তাঁর মাপা কর্নারে নিখুঁত হেডে গোলশোধ ভেকের।

এই গোলের পর খানিকটা খেলায় ফেরে ভারত। লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে, ইরফান ইয়াদওয়াদ ও ফারুখ চৌধুরীরা বারবার হানা দিলেন মালয়েশিয়া বক্সে। এদিন মনবীর সিং-লিস্টন কোলাসোকে বসিয়ে রাখার পাশাপাশি ফারুখের সঙ্গে ইরফানকে নামিয়ে মানোলো সম্পূর্ণ নতুন এক স্ট্রাইকিং লাইন উপহার দেন। আসলে সুনীল ছেত্রীর অবসরের পর দায়িত্ব নিয়ে মানোলো প্রায় প্রতি ম্যাচে খোঁজার চেষ্টা করছেন ভারতীয় গোলমেশিনের পরিবর্ত। কিন্তু এখনও দায়িত্ব নেওয়ার মতো কেউ আছে বলে তো মনে হল না! মনবীর সিং পরিবর্ত হিসাবে নেমেই একটা সুন্দর ক্রস রেখেছিলেন। ফারুখ বা ইরফান আন্দাজ করতে পারলে গোল হতে পারত। সন্দেশ ঝিংগান দলে ফেরায় বহুদিন বাদে নিজের পছন্দের রাইটব্যাক পজিশনে ফেরার সুযোগ পেলেন ভেকে। বহুদিন বাদে অধিনায়ক সন্দেশকে পাশে পেয়ে আত্মবিশ্বাসী লেগেছে আনোয়ার আলিকেও। লেফটব্যাক পজিশনে এদিন সত্যিই ভালো খেললেন তরুণ রোশন সিং নাওরেম।

মালয়েশিয়া দলে একাধিক নাগরিকত্ব নেওয়া বিদেশি ফুটবলারের পাশাপাশি প্রতিভার সঙ্গে বড় চেহারার ফুটবলার খুঁজে বার করার প্রচেষ্টাকেও সাধুবাদ জানাতে হয়। এদেশের ফুটবলকর্তারা বারবার মুখে বহু কিছু বলেন। কিন্তু জাতীয় দলের উন্নতির জন্য সত্যিই কী করেন, সেই প্রশ্ন এবার নিজেরাই নিজেদের করে দেখুন একবার।

ভারতকে সমতায় ফেরানোর পর রাহুল ভেকেকে নিয়ে উচ্ছ্বাস সতীর্থদের। হায়দরাবাদে।

ভারত
গুরপ্রীত, রাহুল (ভালপুইয়া), আনোয়ার, সন্দেশ, রোশন, সুরেশ (ভিবিন), ব্র্যান্ডন (লিস্টন), আপুইয়া, ছাঙ্গতে (মনবীর), ফারুখ (জিতিন) ও ইরফান (এডমুন্ড)।

সায়ন-বিষ্ণুকে সামনে রেখে পরিকল্পনা লাল-হলুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচে লাল কার্ড দেখায় পরের ম্যাচে খেলতে পারবেন না ইস্টবেঙ্গলের দুই ফুটবলার নন্দকুমার শেখর ও নাওরেম মহেশ সিং। ফলে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে অস্কার ব্রুজোঁর বাজি দুই তরুণ তুর্কি পিভি বিষ্ণু ও মহেশ। সোমবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে সিচুয়েশন প্র্যাকটিসে এই দুই ফুটবলারকে সামনে রেখে অনুশীলন করল ইস্টবেঙ্গল। এদিন অনুশীলনে যোগ দেন তিন বিদেশি তারকা দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, মাদিহ তালাল ও সাউল ক্রেসপো। জাতীয় দলে থাকার দরুন হিজাজি মাহেরও এখন কলকাতায় নেই। ফলে বাকিদের নিয়েই অনুশীলন করালেন অস্কার।

এদিন অনুশীলনে প্রথমে কিছুক্ষণ ফিজিক্যাল ট্রেনিং করার পর সিচুয়েশন প্র্যাকটিস করলেন সাউল, দিমিরা। দুই উইং দিয়ে আক্রমণ শানানো পরিকল্পনা রয়েছে তার। তবে নর্থইস্টের স্ট্রাইকার অ্যালাড্ডিন অ্যাজারাই দারুণ ছন্দে রয়েছে। ফলে হাইল্যান্ডারদের মুখোমুখি হওয়ার আগে রক্ষণ নিয়ে মেরামতির কাজ করবেন অস্কার।

এদিকে, যুবভারতীর অপর ট্রেনিং গ্রাউন্ডে অনুশীলন করল মহমেডান। অ্যালেক্সিস ছাড়া দলের বাকি ফুটবলাররা অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন। চোটের জন্য এদিন সাইডলাইনে ছিলেন ডিফেন্ডার জোসেফ আদজেই। পায়ে ফোস্কা পড়ার জন্য সাইডলাইনে দেখা গিয়েছে দলের আরেক তারকা কার্লোস ফ্র্যাঙ্কাকে।

মেসির কাছে ক্ষমাপ্রার্থী প্যারাগুয়ের ডিফেন্ডার

প্যারাগুয়ের ওমর অ্যালডারেট।

আসুনসিওন, ১৮ নভেম্বর : লিওনেল মেসিকে বোতল ছোড়া নিয়ে শোরগোল গোটা বিশ্বে। গত ১৫ নভেম্বর বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ম্যাচ চলাকালীন গ্যালারি থেকে আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে লক্ষ্য করে জলের বোতল ছোড়েন এক প্যারাগুয়ের সমর্থক। তবে দেশের ফুটবলপ্রেমীদের এহেন আচরণে ব্যথিত হয়ে আর্জেন্টিনা অধিনায়কের কাছে ক্ষমা চেয়েছেন প্যারাগুয়ের ডিফেন্ডার ওমর অ্যালডারেট। সমাজমাধ্যমে মেসির কাছে ক্ষমা চেয়ে ওমর লিখেছেন, 'প্রিয় লিও মেসি, তোমার দিকে কেউ একজন জলের বোতল ছুড়েছে, তার জন্য দেশের পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চাইছি। গোটা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে তুমি আদর্শ।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'এই ঘটনার জন্য আমরা অনুতপ্ত। তোমার প্রতি আমাদের যে সম্মান ও ভালোবাসা রয়েছে, তা এই ঘটনায় প্রতিফলিত হয় না।' বাছাই পর্বের এই ম্যাচে অবশ্য আর্জেন্টিনা ১-২ গোলে প্যারাগুয়ের কাছে পরাজিত হয়েছে। তবে ম্যাচে পরাজিত হলেও বাছাই পর্বে লাতিন আমেরিকান গ্রুপে শীর্ষেই থেকে গিয়েছেন লিওনেল মেসিরা।

> প্রিয় লিও মেসি, তোমার দিকে কেউ একজন জলের বোতল ছুড়েছে, তার জন্য দেশের পক্ষ থেকে আমি ক্ষমা চাইছি। গোটা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের কাছে তুমি আদর্শ।
>
> **ওমর অ্যালডারেট**

৭ গোল বাংলার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : সন্তোষ ট্রফির যোগ্যতা অর্জন পর্বে সোমবার উত্তরপ্রদেশকে ৭-০ গোলে উড়িয়ে দিল বাংলা। জোড়া হ্যাটট্রিক করলেন রবি হাঁসদা ও মনোতোষ মাঝি। ৮ মিনিটে গোলের খাতা খোলেন রবি। ১১ ও ১৭ মিনিটে গোল করেন মনোতোষ। ৩৩ মিনিটে চতুর্থ গোলটি রবির। ৩৭ মিনিটে নিজের হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন মনোতোষ। ৪৮ মিনিটে হ্যাটট্রিক সম্পন্ন করেন রবি। ৮৩ মিনিটে তিনি আবারও গোল করেন।

BIDHAN SPORTING CLUB
Bidhan Road, Siliguri
Donation Cum Lucky Gift Coupon
Draw on 17-11-2024 (Members Only)
1st - 1715 2nd- 1933
3rd - 2449
Consolations: 1851, 2555, 1420, 2166, 1963, 2393, 2070, 2636, 2063,2503
(Secretary)

Sri Sri Shyama Mayer Mandir
Sath Sangha Club
Lucky Gift Coupon
Draw date: 17-11-2024
1st Prize-60490, 2nd-13981,
3rd-49285, 4th-59839, 5th-67078,
6th-11928, 7th-64069, 8th-46469,
9th-29579, 10th-63305, 11th-44818,
Consolation Prize- 152.

বাগান অনুশীলনে যোগ দিলেন স্টুয়ার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ নভেম্বর : মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট সমর্থকদের কিছুটা চিন্তামুক্ত করে দলের অনুশীলনে যোগ দিলেন স্কটিশ মিডিও গ্রেগ স্টুয়ার্ট। তবে এখনও ম্যাচ ফিট নন সবুজ-মেরুনের এই প্রাণভোমরা। ফলে জামশেদপুর ম্যাচে তাঁর খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ছুটি কাটিয়ে সোমবার থেকে মোহনবাগানের অনুশীলন শুরু হয়েছে। এদিন মূল দলের সঙ্গে অনুশীলন করেননি স্টুয়ার্ট। স্টুয়ার্ট যদি একান্তই না খেলতে পারেন, সেক্ষেত্রে পরের ম্যাচে দিমিকে কেন্দ্র করেই ছক কষবে মোহনবাগান।

এদিন অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন না অজি তারকা জেসন কামিংস। তিনি ছুটি কাটিয়ে মঙ্গলবার কলকাতায় ফিরছেন। অনুশীলনে দেখা গেল আশিস রাইকে। চোট পাওয়ায় জাতীয় দল থেকে বাদ পড়েছেন তিনি। এদিন তিনিও রিহ্যাব করেন। বাগানের এই সাইডব্যাক দশদিনের জন্য মাঠের বাইরে বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে তাঁকে ছাড়াই পরিকল্পনা সাজাচ্ছেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা। আশিসের বিকল্প হিসেবে দীপেন্দু বিশ্বাস, রাজ বাসফোরদের তৈরি রাখছেন তিনি।

এদিন অনুশীলনে বাগান ফুটবলারদের বেশ চনমনে মেজাজে দেখা গেল। মূলত স্ট্রেচিং করে কাটালেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেমি ম্যাকলারেনরা। পরে কিছুক্ষণ নিজেদের মধ্যে পাসিং ফুটবল খেলেন তাঁরা। অনুশীলনের পর দিমিত্রি ও ম্যাকলারেনকে সমর্থকদের সঙ্গে হাসিমুখে ছবি তুলতে দেখা গেল। ২৩ তারিখ ঘরের মাঠে বাগান খেলবে জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে। আপাতত ৭ ম্যাচে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে দিমিরা। ৮ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে বেঙ্গালুরু এফসি। শনিবার জামশেদপুরকে তিন গোলের ব্যবধানে হারাতে পারলে লিগ শীর্ষে উঠে আসবে মোহনবাগান।

চুলের নতুন স্টাইল নিয়ে অনুশীলনে দিমিত্রিস পেত্রাতোস। কলকাতায় সোমবার।

ফর্মে ফিরবেন বিরাট, বিশ্বাস ওয়ার্নারের

সিডনি ও লাহোর, ১৮ নভেম্বর : লোকচক্ষুর আড়ালে প্র্যাকটিস।

ঢেকে রাখা হয়েছে ভারতীয় দলের প্রস্তুতির জায়গা। গৌতম গম্ভীরদের যা নিয়ে ঠুকতে ছাড়লেন না বাসিত আলি। প্রাক্তন পাকিস্তান তারকার দাবি, আত্মবিশ্বাসের অভাবেই এহেন ভাবনা। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে দাবি করেন, 'এই মুহূর্তে ভারতীয় দলের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। লুকিয়ে যেভাবে প্রস্তুতি সারছে, তারপর এটা বলতেই হচ্ছে। সফরের আগে এই ধরনের প্রস্তুতি ঠিক আছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে নয়। বরং অস্ট্রেলিয়ার বোলারদের কথা মাথায় রেখে ভারতের উচিত ছিল গা-ঘামানো ম্যাচ খেলা।'

প্র্যাকটিস ম্যাচে ('এ' দলের টেস্টে) ধ্রুব জুরেলের সাফল্যকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। বাসিতের কথায়, অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সবসময় ফর্মে থাকা ক্রিকেটারদের অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত। ধ্রুব জুরেলকে অবশ্য খেলানো উচিত। ব্যাটিং অর্ডার ৫, ৬ বা ৩, যাই হোক না কেন। বাসিত জানান, কাট, পুলটা ভালো মারতে পারে ধ্রুব জুরেল। অস্ট্রেলিয়ার বাউন্সি, গতিময় পিচে যার সুবিধা পাবে।

বাসিতের যে বক্তব্যের সুর অস্ট্রেলিয়ার দুই প্রাক্তন তারকা মিচেল জনসন, ডেভিড ওয়ার্নারের কথায়। চলতি ব্যাডপ্যাচ কাটিয়ে বিরাট স্বমহিমায় ফিরবে বলেই বিশ্বাস দুজনেরই। প্রাক্তন স্পিডস্টার জনসন বলেছেন, 'সম্ভবত এটাই শেষ সেরা লড়াইয়ের জন্য মুখিয়ে রয়েছি। বিশ্বাস আগ্রাসী, আগুনে ক্রিকেটের সাক্ষী থাকব আমরা। বিরাটও অস্ট্রেলিয়ায় হোম সিরিজের অনুভূতি পাবে। ২০১৪-'১৫ সালের সিরিজে অন্যরকম ভারতকে দেখেছিলাম। প্রত্যক্ষ করেছি, জয়ের জন্য ওরা কতটা মরিয়া ছিল। বলার কথা, ওটাই আমার শেষ টেস্ট সিরিজ ছিল।'

একঝাঁক ভারত-অজি সিরিজে বিরাটের বিরুদ্ধে খেলা ওয়ার্নার ভারতীয় তারকাকে নিয়ে সতর্ক করছেন। প্রাক্তন অজি ওপেনার বলেছেন, 'এটা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি। বিরাট সবসময় যে সিরিজের চ্যালেঞ্জ উপভোগ করে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে খেলা সেরা বিদেশি বিরাটই। খারাপ সময় কাটিয়ে নিন্দুকদের জবাব দিতে এর চেয়ে ভালো মঞ্চ বিরাটের আর কিছু হতে পারে না। আমি তো ভয় পাচ্ছি অস্ট্রেলিয়া দলকে নিয়ে, বিরাট না আসন্ন সিরিজে রানের পাহাড় গড়ে।'

ঘেরাটোপে প্রস্তুতি নিয়ে খোঁচা বাসিতের

বিশ্বের সেরা দুই দলের দ্বৈরথ। তারকাদের ভিড়। তবে বাসিত মুখিয়ে বিরাট কোহলি বনাম স্টিভেন স্মিথের অন্যরকম যুদ্ধ দেখতে। বলেছেন, 'বিরাট এবং স্মিথের মধ্যে কে বেশি রান করে, দেখার জন্য মুখিয়ে আছি। বিরাট কি সিরিজে ৪০০ রান করবে? অস্ট্রেলিয়ায় বল ভালোভাবে ব্যাটে আসে। আর এরকম পরিস্থিতিতে সবসময় বিরাট ভালো খেলে।'

অস্ট্রেলিয়া সফর ওর। বরাবরই অস্ট্রেলিয়ায় ভালো খেলে। ব্যাটিং গড় ৫৪.০৮, যা কেরিয়ার গড়ের (৪৭.৮৩) থেকে ভালো। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বিরাটের মতো প্রভাব খুব কম বিদেশি ব্যাটার ফেলতে পেরেছে।'

বিরাটের ওপর ভরসা রেখে জনসনের সংযোজন, 'ফর্মে নেই। ফলে চাপ থাকবে। তবে আমি ওর থেকে আসন্ন সিরিজে সেঞ্চুরি দেখতে চাই। সেরাদের মধ্যে